সন্তান

(ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের "আনন্দমঠ"-এর
পটভূমিকায় রচিত)

বাণীকুমার

[illegible]

উষা পাব্‌লিশিং হাউস্
৩৪নং মহিম হালদার ষ্ট্রীট্, কালীঘাট
কলিকাতা

প্রকাশিকা—শ্রীমতী উষারাণী দেবী
উষা পাবলিশিং হাউস
৩৪, মহিম হালদার ষ্ট্রীট : কালীঘাট, কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ
বৈশাখ, ১৩৫২ সাল
দ্বিতীয় সংস্করণ
বৈশাখ, ১৩৫৩ সাল

[রঙ্‌মহল রঙ্গালয়ে—৫-মাঘ, ১৩৫১ সাল : শ্রীপঞ্চমী তিথি-সন্ধ্যায় প্রথম প্রয়োগ]

চারি টাকা

মুদ্রাকর : শ্রীপান্নালাল সরাফ্
দি বেদিক প্রেস লিমিটেড
৩নং নিতাই হালদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

মা

জগন্মাতা ও দেশমাতৃকার

অভেদ-কল্পনা

করিয়া গিয়াছেন

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র—

আমার ধ্যান-নেত্রে

ইহলোকে ও পরলোকে

তুমিই জগন্মাতার

মূর্ত্ত প্রকাশ—

তোমার স্নেহসুধাময়ী পুণ্য প্রতিমা

আমার অন্তর-মন্দিরে অধিষ্ঠিতা—

তোমারি উদ্দেশে

পূজাঞ্জলিরূপে

এই রূপক "সন্তান"—

তোমার অকৃতী সন্তানের

নিবেদন

[illegible]

[illegible]

এস্, ওয়াজেদ আলি (কেম্ব্রিজ), বার-এট্-ল

আকবরের রাষ্ট্র-সাধনা

বাণীকুমার

সন্তান

(নাটক).

মাননীয় বিচারপতি

সুরেশ বিশ্বাস

মধুমতী

(কবিতা-গ্রন্থ)

রণজিৎ কুমার সেন

বিপ্লব

(গল্প-গ্রন্থ)

A. K. Bhattacharjee, *Barrister-at-Law.*

Mahomedan Law

(FOURTH EDITION)

Law of Personal Relationships

Equity

Jurisprudence

৩৪, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট,

কলিকাতা।

॥ শ্রীঃ ॥

বন্দে মাতরম্

১৩৫০—দীপান্বিতা অমা-যামিনীর প্রাক্ প্রদোষ। মহানগরীর নিষ্প্রদীপ চতুষ্পথে সিনীবালী তামসী নিশীথিনী ধীরে ধীরে নিঃশব্দে অসঙ্কোচ অভিসার করিয়াছে। ইতস্ততঃ অগণিত চলিষ্ণু-কঙ্কালাকৃতি বুভুক্ষু মুমূর্ষু দুর্গতগণের অন্তরে পুঞ্জীভূত হতাশার অন্ধতমসা আরও গাঢ়তরভাবে ঘনায়মানা। দূর হইতে বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছিল নিরন্ন জন-প্রবাহের এক অবিরাম মর্ম্মন্তুদ আর্ত্তনাদ—'দু'টি ভাত দাও মা, একটু ফেন দাও'!

শূন্য প্রাঙ্গণতলে শ্যামা-প্রতিমার সম্মুখে বসিয়া আপনমনে ভাবিতেছিলাম—ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের অমৃতবর্ষিণী লেখনী ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পটভূমিকায় দেশমাতৃকার হৃতসর্ব্বস্বা কঙ্কালমালিনী মূর্ত্তি চিত্রিত করিয়াছিল—'মা যা হইয়াছেন'—ঘোরা—নগ্নিকা—করালবদনা—শ্মশানালয়বাসিনী—'আপনার শিব আপনার পদতলে দলিতেছেন'! তারপর সার্দ্ধ শতাব্দীরও অধিক কাল কাটিয়া গিয়াছে। অবোধ নিরীহ প্রতিবাদ-পরাঙ্মুখ জনগণের নিকট বহু বর্ষ ধরিয়া নির্ব্বাধে প্রচারিত হইয়াছে জড়-বিজ্ঞান ও আধুনিক সভ্যতার মহিমময়ী স্তুতি-গাথা—পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানের উদগ্র-দীপ্তিতে প্রাচ্যের যুগ-যুগান্তর-সঞ্চিত অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের অন্ধকার প্রায় বিদূরিত—দেশের দুঃখ-দৈন্য ক্ষীণভূয়িষ্ঠ—দুর্ভিক্ষ বিস্মৃতপ্রায় অতীত ইতিহাসের পৃষ্ঠায় মাত্র আত্মগোপন করিয়াছে—বর্ত্তমান বাস্তবে উহার অস্তিত্ব—স্বপ্ন-কল্পনারও অযোগ্য। কিন্তু অকস্মাৎ কোথা হইতে পঞ্চাশের মন্বন্তর আসিয়া ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের আলেখ্য ম্লান করিয়া দিল—এ কি রূঢ় সত্যের সংবৃত-দ্বার আজ বিশ্বের নয়ন-সমক্ষে উদ্ঘাটিত হইল! আধুনিক বিজ্ঞান ও সভ্যতার ঢক্কা-নিনাদিত আত্ম-বিকত্থনার গর্ব্বোন্নত বিজয়কেতন সহসা পথের ধূলায় লুটাইয়া পড়িল! হায় হায়! এতদিনের এত শিক্ষা-সাধনা—এত বিজ্ঞান-বিভবের আড়ম্বর কিছুই ত' বাঙ্গালায়

মন্বন্তরের পট-পরিবর্ত্তনে সমর্থ হয় নাই—দুঃখ-দৈন্য তিলমাত্র কমে নাই—বরং বাহ্য সভ্যতার অনুগামী বিলাসের চাকচিক্যময় আবরণের অন্তরালে তিলে তিলে বহুগুণ বাড়িয়াছে। মা এখনও তেমনই কালিমময়ী—ততোধিক নিরাবরণা—জন্মভূমির শুষ্ক-শ্মশান-হৃদয়োপরি মহামারী কালরাত্রিরূপে আরও উদ্দাম-নৃত্যপরায়ণা। ভাবিতে ভাবিতে শিহরিয়া নয়ন মুদিলাম—মনে হইল মূর্চ্ছা ও তন্দ্রার মধ্যে প্রতিযোগিতা চলিতেছে—কে আগে মনোহরণ করিতে পারে!

সহসা অন্তর-বেদনার প্রবল বিক্ষেপ ফিরাইয়া আনিল জাগরিত-লোকে। যুক্ত-করে বলিয়া উঠিলাম—'ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র! তোমার অমর-কীর্ত্তি আনন্দমঠের এত প্রয়োজন আর কোন দিন অনুভবে আসে নাই! এ ঘোর সঙ্কটে—'বন্দে মাতরম্' মহামন্ত্র ব্যতীত ভাগ্যহত বাঙ্গালীর আর কি অবলম্বন আছে? আনন্দমঠের সর্ব্বত্যাগী সন্তানগণের দেশসেবার অনুপম আদর্শ বিনা বাঙ্গালীর বাঁচিবার অন্য পথ কোথায়'?

মনে পড়িল—আনন্দমঠ গ্রন্থ ত' আছে—কিন্তু উহা পড়ে কে—উহার প্রচার হয় কিরূপে? অন্তর হইতে উত্তর মিলিল—কেন?—বাঙ্গালার রঙ্গমঞ্চ। দেশসেবার অধিকারে আমরা বঞ্চিত সত্য—কিন্তু দেশসেবার অভিনয়েরও যোগ্যতা কি আমাদিগের নাই? আছে—নিশ্চয়ই আছে—অন্ততঃ চেষ্টা করিতে বাধা কি? সেই রজনীতেই সুহৃদ্বর বাণীকুমারের শরণ লইয়া বলিলাম—'এস ভাই! শ্যামা মায়ের চরণ-স্পর্শে শপথ করি—কাল দীপান্বিতা রজনীতে আনন্দমঠের অভিনব রূপারোপে আত্মনিয়োগ করিব'। কবি আমার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন না—পরিণামে জন্ম নিল এই নবীন রূপক—'সন্তান'।

শ্রীমধুসূদনের অপার করুণায় বাহ্য ও আভ্যন্তর যে সকল দুস্তর বিঘ্ন অতিক্রমের পর 'সন্তান' গত বাসন্ত-পঞ্চমী-সন্ধ্যায় রঙ্‌মহল-রঙ্গমঞ্চে পাদ-প্রদীপের পুরোভাগে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, সে সকল বাধার বিবরণ এ প্রসঙ্গে অবান্তর। তবে এ মহানাটক মঞ্চস্থ করিতে প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে যাঁহারা সহৃদয় আনুকূল্য প্রদর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা সমগ্র দেশবাসীর অভিনন্দনীয়—সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান অভিনয়ের দোষ-গুণ-বিচারের ভার সুধী সুরসিক

সামাজিকবৃন্দের উপর—সে সম্বন্ধে আমাদিগের বক্তব্য কিছুই থাকিতে পারে না।

তবে গ্রন্থখানির সম্বন্ধে দুইটি কথা না বলিলেই নয়—তাহাই বলিতে চাই।

প্রথমে—'বন্দে মাতরম্'—মন্ত্র-সঙ্গীত। আনন্দমঠের ইহাই প্রাণশক্তি।

বাঙ্গালীর জাতীয়-জীবনে এমন এক সন্ধিক্ষণ দেখা দিয়াছিল যে শুভলগ্নে বাঙ্গালীর এক ক্রান্তদর্শী মনীষীর ধ্যানলব্ধ এই মহামন্ত্র আর একজন তদানীন্তন উদীয়মান ও অধুনাতন বিশ্ববিশ্রুত বাঙ্গালী মহাকবির ললিত-মধুর কণ্ঠে অপরূপ-শ্রুতি-মূর্চ্ছনা-সহযোগে গীত হইয়া অশ্রুতপূর্ব্ব স্বরলহরীর ইন্দ্রজালে ও অননুভূতপূর্ব্ব ভাবোন্মাদনার অভিব্যঞ্জনায় সমগ্র ভারতের আকাশ-বাতাস পরিপূর্ণ করিয়া সম্মিলিত ভারত-রাষ্ট্রনায়কগণের দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ চিত্তকে ভক্তি-রসে বিগলিত আপ্লাবিত করিয়া দিয়াছিল। অর্দ্ধ-নিমীলিত নয়নে অভিনব-ভাবানুপ্রাণিত হৃদয়ে সে স্বর্লোক-দুর্ল্লভ মাতৃ-বন্দনা-গীতি শুনিতে শুনিতে মুগ্ধ ও অভিভূত দেশপ্রাণ নেতৃবৃন্দের মানসনেত্রের সমক্ষে ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিয়াছিল—শুভ্র-তুষার-কিরীট-বিশোভিতা, সুনীল-পয়োধি-মেখলা-পরিমণ্ডলিতা, শস্য-শ্যাম-চেলাঞ্চলা, বিচিত্র-সুবর্ণ-রত্নাভরণা দেবী ভারতলক্ষ্মীর অতুলনীয় রাজরাজেশ্বরী জগজ্জননী-রূপ। সে মহীয়সী মহাশক্তির দশবিধ-আয়ুধ-পরিশোভিত দশভুজ দশদিকে অপ্রতিহত-প্রভাবে প্রসারিত। সঙ্গে তাঁহার বিদ্যা-বিজ্ঞান-দায়িনী কলামণ্ডল-পরিশোভিনী বাণী ও ধন-ধান্য-প্রসবিনী কমলদল-বিহারিণী কমলা। এতদিন যাঁহার কেবল মৃন্ময়ী মূর্ত্তি দেখিয়া দেখিয়া ভাবুক ভক্তবৃন্দের মন উঠিতেছিল না, সেদিন কি এক শুভক্ষণে বাঙ্গালী কবির লোকোত্তর-প্রতিভা-প্রসূত মাতৃমন্ত্র মায়ের সে মৃন্ময়ী মূর্ত্তিতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা দ্বারা উহাকে চিন্ময়ীতে রূপান্তরিত করিল। সেদিন ভাবোদ্বেলিত অন্তরে আবেগরুদ্ধ বাষ্পগদ্গদকণ্ঠে সমস্বরে বরেণ্য ভারত-সন্তানবৃন্দ দেশমাতৃকার পরম পবিত্র বন্দনা-শ্লোক উচ্চারণ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সে হৃন্মর্ম্মস্পর্শী প্রণতি-ধ্বনির গগন-বিদারী প্রতিধ্বনি উঠিল দিক্ হইতে দিগন্তরে—সিন্ধু হইতে শ্রীহট্টে—কাশ্মীর হইতে কুমারিকায়। অখণ্ড ভারতের অগণিত পুলক-চঞ্চল জনমণ্ডলী উত্তাল সাগরতরঙ্গোচ্ছ্বাসবৎ হর্ষপ্রদীপ্ত জীমূতমন্দ্রকণ্ঠে গাহিয়া

উঠিল—'বন্দে মাতরম্'। সেই দিন হইতে 'বন্দে মাতরম্' ভারতের দেশ-প্রেমিক জনগণের নিত্য জপমন্ত্র—মুক্তিকামী ভারতবাসীর জাতীয় সঙ্গীত। ইহাকে জাতীয়-সঙ্গীতের মর্য্যাদা দান করিতে কোন দিন কোন সভায় কোন প্রস্তাব উপস্থাপিত হয় নাই—অনুকূলে যুক্তি-তর্কের অবতারণা করিয়া কোন প্রবন্ধ-রচনারও প্রয়োজন অনুভূত হয় নাই। আপন মহিমায় আপনি ইহা যুগ যুগ ধরিয়া মাতৃভক্ত ভারত-সন্তানের হৃদয়ে গৌরবের আসন পাতিয়া বসিয়া আছে। তাই আজ বৃহত্তর ভারতে ভারতবাসীর প্রকৃষ্ট পরিচয়—'ভারতীয়' রূপে নহে—'বন্দে মাতরম্'-এর দেশের অধিবাসীরূপেই সমধিক গৌরব।

সুচিরকাল ঐকান্তিকী কৃচ্ছ্র-সাধনার ফলে দিব্য-ধ্যান-নেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র যে এই 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্র-দর্শনের বহু-ঈপ্সিত সৌভাগ্য অর্জ্জনে ঋষিত্বের পুণ্যাসনে অধিরূঢ় হইয়াছেন—সর্ব্ব-স্বার্থত্যাগ-ব্রতী মাতৃমূর্ত্তি-ধ্যান-বিভোর, মহনীয়-চরিত্র কোটি কোটি ভারত-সন্তান 'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন' পণে যুগ-যুগান্তর ধরিয়া এই মন্ত্রের অগ্নি-দীক্ষা-গ্রহণান্তে অসঙ্কোচে আত্মবিসর্জ্জনে অম্লান-যশোমাল্য-মণ্ডিত হইয়া লোকান্তরে মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন—এই সজীব মন্ত্রের অনুপ্রাণনায় কতদিন কত অসম্ভব সম্ভব হইয়াছে—একদা দ্বিধা বিভক্ত বঙ্গদেশ বাঙ্গালীর সম্মিলিতকণ্ঠে উদাত্তস্বরে উচ্চারিত এই মন্ত্রের মহিমায় দ্বৈতভাব-বিলোপে আবার অখণ্ড একতায় দৃঢ়বদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে—এই মন্ত্র-সম্বল শত শত মাতৃভক্ত কিশোর-যুবক-বৃদ্ধ সেবকবৃন্দ নিষ্ঠুরতম তাড়না হাসিমুখে সহিয়া—শত বাধা-বিঘ্ন-বিপত্তি অচল অটল চরণে দলিত করিয়া নির্ভীক অকম্পিত বক্ষে স্থির-ধীর-চরণক্ষেপে নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যাভিমুখে অগ্রসর হইয়াছেন—এই মন্ত্রশক্তির প্রভাবে দেশপূজ্য জন-নায়ক-মহত্তরগণ ঘনান্ধকার মরণ-কারার তুহিন-শীতল পাষাণ-কুট্টিম আলিঙ্গনে অম্লানবদনে কালযাপন করিয়াছেন। এ সুধাধারা-নিষ্যন্দিনী মন্ত্র-গীতিকার শ্রবণ-মঙ্গল মধুরিমায় বিমুগ্ধ লোকমান্য মহারাষ্ট্র-রাষ্ট্রনায়ক ভারতের জাতীয়-জীবন-প্রভাতের প্রদীপ্ত ভাস্কর শিব-মহারাজের স্মৃতি-গোপুর-দ্বারে এই মন্ত্র-পঙ্‌ক্তি উৎকীর্ণ করাইয়াছেন।

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র এ মহামন্ত্রের দ্রষ্টা—বিপিনচন্দ্র ও শ্রীঅরবিন্দ ইহার

ভাষ্যকার—অতীত ভারতের অদ্বিতীয় রাষ্ট্রগুরু বাগ্মি-ধুরন্ধর স্বুরেন্দ্রনাথ এই পূতমন্ত্রের একনিষ্ঠ উপাসক—পুণ্যশ্লোক লোকমান্য তিলক এ মন্ত্রোপাসনার তন্ত্রধারক—সর্ব্বত্যাগী দেশবন্ধু এই মন্ত্রের উত্তর-সাধক—আর কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ইহার প্রথম উদ্গাতা—নেতাজী স্বুভাষচন্দ্র বৃহত্তর ভারতে ইহারই আশ্রয়ে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে অগ্রসর—কোটি কোটি ভারত-সন্তানের ইহা নিত্য জপমন্ত্র। এ মন্ত্র আজ আর নির্জীব শব্দ-সমষ্টি-মাত্র নহে—শ্রুতিমধুর সঙ্গীত-মাত্র নহে—সংখ্যাতীত ভারত-সন্তানের অর্দ্ধশতাব্দী-ব্যাপী মরণ-পণ সাধনের ফলে এ সিদ্ধ-মন্ত্রে আজ চৈতন্য সঞ্চারিত—এ মহামন্ত্র আজ জাতির নবজাগরণের অনুকূল প্রাণ-স্পন্দনে সচেতন ঐশী মহাশক্তির প্রতীক। হিমাচল-কিরীটিনী জলধি-মেখলা ভারত-মাতৃকাকে শক্তি-সম্পদ্-ঋদ্ধি-সৌন্দর্য্য-জ্ঞান-বিজ্ঞান-ললিত-কলা-সিদ্ধি-সৌন্দর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী ইষ্টদেবতা-রূপে কল্পনা করিয়া হিন্দু-মুসলমান-শিখ-খ্রীষ্টান—সকল ভারত-সন্তান যদি আপন আপন অন্তর-মন্দিরে এই অভিনব মাতৃ-প্রতিমার প্রতিষ্ঠা করেন—তবে তাহাতে কি পৌত্তলিকতার প্রশ্রয় দেওয়া হয়—না সাম্প্রদায়িক-বিদ্বেষের সূচনা পাওয়া যায়?

দিব্যদৃষ্টিতে মৃন্ময়ী দেশমাতৃকা ও চিন্ময়ী জগন্মাতার অভেদভাবনায় উদ্বুদ্ধ অমর ঋষি-কবি—বিশ্বজনীন মহাশক্তির বিচিত্র কোমল-কঠোর লীলা-বিলাস দিকে দিকে অকুণ্ঠিত মহিমায় প্রকটিত—এই অপূর্ব্ব পরিকল্পনাটিকে পরিস্ফুট করিবার আকুল আগ্রহে নিখিল-প্রপঞ্চ-প্রসবিনীর দশদিক্-তুল্য দশ-ভুজে দশ-প্রহরণ সাজাইয়া দিয়াছেন। সর্ব্বশক্তিময়ী, রাজরাজেন্দ্রাণী সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার-রঙ্গিণী জগদীশ্বরীর আয়ুধ-পরিশোভিতা মূর্ত্তি কল্পনা করিলেই যদি কাহারও চিত্তে হিংসার দ্যোতনা বা সাম্প্রদায়িক সঙ্ঘর্ষের অভিব্যঞ্জনা স্ফুরিত হয়, তাহা হইলে উহা তাহার নিজ চিত্ত-মালিন্যের ফল ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে?

কিন্তু এ সকল কথা আজ আর তেমন করিয়া বুঝাইয়া বলিবে কে? বলিলেই বা শুনিতে চাহে কে? বলা ত' যথেষ্টই হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং 'আমার দুর্গোৎসবে' এই দেশমাতৃকা-মূর্ত্তির অন্তর্নিগূঢ় রহস্য-বিশ্লেষণ করিয়াছেন। কিন্তু তাহা পড়ে কে? পড়িয়া বুঝে কে? বুঝিতে চাহে

কে? যদি কেহ অভিনয়-দর্শনে মূল-গ্রন্থ-পাঠে উদ্বুদ্ধ হন—মূলের আদর্শ উপলব্ধি করিতে যত্ন পান—তাই এই 'সন্তান' রূপারোপের আয়োজন।

দ্বিতীয় কথা, আনন্দমঠ গ্রন্থখানির মূল-তত্ত্ব কি? প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপনে বঙ্কিমচন্দ্র মাত্র অল্প কয়টি কথা বলিয়াছেন—'বাঙ্গালীর স্ত্রী অনেক অবস্থাতেই বাঙ্গালীর প্রধান সহায়—অনেক সময় নয়। সমাজ-বিপ্লব অনেক সময়েই আত্মপীড়ন-মাত্র। বিদ্রোহীরা আত্মঘাতী'। আর একটি কথার ইঙ্গিত-মাত্র দিয়াছেন—'অরাজকতা দেশের যথার্থ কল্যাণের পরিপন্থী—লুঠ-তরাজ করিয়া কখন প্রকৃত দেশ-সেবা হয় না'। তাঁহার এই সকল উক্তি হইতেই স্পষ্ট বুঝা যায় যে, আনন্দমঠে তিনি সাম্প্রদায়িক-বিরোধ-বহ্নি ধূমায়িত করিবার প্রত্যক্ষ দূরে থাকুক—পরোক্ষ চেষ্টাও করেন নাই—কেবল তৎকালের চিত্র অঙ্কন করিতে যাইয়া দুই একস্থানে ব্যক্তিগত কলহের নিদর্শন দেখাইয়াছেন—আর তাহাও আনন্দমঠের মূল বিষয়-বস্তুর অপরিহার্য্য অঙ্গ নহে। এই কারণেই সেই সকল অবান্তর উক্তি বা ঘটনা এ রূপকে স্থান-লাভ করে নাই।

কিন্তু এ সকলই আনন্দমঠের বহিরঙ্গ বিবরণ। ইহার অন্তরঙ্গ রূপ কি? সে মর্ম্মকথা ভাবুক পাঠককে মূল-গ্রন্থ পড়িয়া বুঝিতে হইবে। ব্যক্তির মুক্তি যেমন অধ্যাত্ম-সাধন-সাপেক্ষ, জাতির মুক্তিও তেমনই আত্মবলের উপর নির্ভর করে। কখন কখন বাহুবল আপাততঃ জয়ের গৌরব অর্জ্জন করিতে পারিলেও তাহা স্থায়ী হয় না—তাহাতে দেশের পূর্ণ-মুক্তি ও যথার্থ কল্যাণ সাধিত হইতে পারে না। তাই সত্যানন্দের চরম সাফল্যও তাঁহাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে নাই—পরিণামে বিসর্জ্জনই তাঁহার সকল প্রতিষ্ঠাকে গ্রাস করিয়াছে। যেমন নিষ্কাম কর্ম্মযোগ-দ্বারা শুদ্ধসত্ত্ব চিত্তে ভগবদ্ভক্তির বিকাশ পরমাত্ম-জ্ঞাননিষ্ঠায় পর্য্যবসিত হইয়া সাধকের মুক্তি সাধন করে, তেমনই সকল-স্বার্থ-ত্যাগের বেদীতে প্রতিষ্ঠিত দেশমাতৃকা-ভক্তিই দেশাত্মবোধ উদ্বুদ্ধ করিয়া জাতীয়-মুক্তির দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেয়। এইরূপ সাধনার পথে যিনি একবার পা দিতে পারিয়াছেন, কোন পারিভাষিক ত্রুটি-বিচ্যুতিই তাঁহাকে আর যোগভ্রষ্ট করিতে পারে না—কোন অনিচ্ছাকৃত আনুষ্ঠানিক ব্যতিক্রমই তাঁহাকে প্রায়শ্চিত্তার্হ করে না—স্বতঃপরিপূতা অথচ

ত্রিলোকপাবনী ভাগীরথী-নির্ঝর-ধারার মতই তিনি স্বভাব-শুচি—অন্য কোন বাহ্য শুদ্ধির প্রয়োজন তাঁহার নাই—'নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে'। যিনি এ কল্যাণকর আচরণকে নিজ জীবনের একমাত্র ব্রত বলিয়া মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়াছেন, সাময়িক পারিপার্শ্বিক বাধা তাঁহাকে দুর্গতি-সাগরে নিমগ্ন করিতে পারে না—'ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্দুর্গতিং তাত গচ্ছতি'। এই ঐকান্তিকী নিষ্ঠার ফলে—এ তত্ত্বের অপরোক্ষ অনুভূতির পরিণামে—তিনি জন জাতির জীবনে চিরঞ্জীব অনবদ্য মধুরোজ্জ্বল আদর্শ। তাই জীবানন্দ ও শান্তি ঐহিক বিফলতার মধ্য দিয়াও অমৃতত্বের সোপানে উন্নীত হইয়াছেন। আর যদিই ক্ষণিকের মোহবশে সাধকের জীবনে ব্যভিচার ঘটে, তবে তাঁহার প্রায়শ্চিত্ত কি নাই—ইহকাল ও পরকাল উভয়-বিভ্রষ্ট হইয়াই কি তাঁহাকে আকাশমণ্ডলে বায়ুবেগে ইতস্ততঃ নীয়মান ছিন্ন মেঘের মত নিঃশেষে বিনাশ পাইতে হয়? বঙ্কিমচন্দ্র তাহারও উত্তর দিয়াছেন—না,—'স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ'। যদি অন্তরে যথার্থ নিষ্ঠা থাকে—যদি নিজ-কৃত দুষ্কৃতের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া হৃদয়শোষী অনুতাপের উদয় হয় —দেশের কল্যাণে পাপকারী কলুষিত দেহ বিসর্জ্জনে প্রায়শ্চিত্ত করিতে যদি কাতরতা না আসে, তবে এরূপ ক্ষণিক যোগভ্রষ্টেরও হতাশ হইবার কোন কারণ নাই। ভবানন্দের আত্মবিসর্জ্জনে ইহারই রোমাঞ্চকর ইঙ্গিত বর্ত্তমান।

জীবানন্দ ও শান্তি—আনন্দমঠের আদর্শ। অমৃতের সন্তান এই বীর-বীরাঙ্গনা প্রত্যেক দেশ-সেবক-সেবিকার অন্তরে সুগুপ্ত রহিয়াছেন। আত্মস্থ না হইলে তাঁহাদিগের পুনঃ দর্শন অসম্ভব। এ সম্বন্ধে একটি অতি সূক্ষ্ম ইঙ্গিত বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম সংস্করণে দিয়াছিলেন—"বিষ্ণুমণ্ডপ জনশূন্য হইল। তখন সহসা সেই বিষ্ণুমণ্ডপের দীপ উজ্জ্বলতর হইয়া জ্বলিয়া উঠিল; নিবিল না। সত্যানন্দ যে আগুন জ্বালিয়া গিয়াছিলেন তাহা নিবিল না। পারি ত' সে কথা পরে বলিব"। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদিগের! বঙ্কিমচন্দ্র —যে কারণেই হউক—সে কথা আর আমাদিগকে শুনান নাই। শ্রীমধুসূদন যদি দিন দেন—আমাদিগের ক্ষুদ্র শক্তিতে যদি কুলায়—তবে একদিন সে কথা শুনাইবার ইচ্ছা রহিল।

জীবানন্দ ও শান্তির সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন—"হায়! আবার আসিবে কি মা! জীবানন্দের মত পুত্র, শান্তির ন্যায় কন্যা আবার গর্ভে ধরিবে কি"?—সে প্রশ্নের সমাধান-বীজ তিনি স্বয়ং পূর্ব্ব-পঙ্‌ক্তিতেই রাখিয়া গিয়াছেন—"তখন দুই জনে উঠিয়া হাত-ধরাধরি করিয়া জ্যোৎস্নাময় নিশীথে অনন্তে অন্তর্হিত হইল"। অনন্ত-শক্তিময়ীর আদর্শ ভক্ত সন্তান-দম্পতী কার্য্য-শেষে অনন্তশক্তিগর্ভে লুকাইল মাত্র—'ময্যেব বিশন্তো মদ্বিভূতয়ঃ'। প্রয়োজন হইলে ইহারা আবার আসিবে—যুগে যুগে কতবার এমনই আসিয়াছে গিয়াছে—যতদিন না প্রত্যেক ভারত-সন্তান—এই শাশ্বত-সন্তান-দম্পতীর গরিমময় আদর্শ উপলব্ধি করিয়া মাকে 'মা' বলিয়া ডাকিতে শিখে—যতদিন না মাতার পূর্ণমুক্তি সম্ভব হয়—ততদিন ইহারা বার বার আসিবে যাইবে। এই সেদিনও ত' দেশমাতৃকার বীরসন্তান নেতাজী সুভাষচন্দ্রের রূপে জীবানন্দের নবাবতার বিশ্ব প্রত্যক্ষ করিয়াছে! মৃত্যুঞ্জয়ী আর্য্যসন্তানের এইরূপ অবিনাশী আবির্ভাব-তিরোভাবের চক্রবৎ আবর্ত্তনের নিমিত্তই ত' এই দেশের নামান্তর—'আর্য্যাবর্ত্ত'। দেবী-চৌধুরাণীতে বঙ্কিমচন্দ্র এই কথাই খুলিয়া বলিয়াছেন—

"এসো প্রফুল্ল! একবার লোকালয়ে দাঁড়াও—আমরা তোমায় দেখি। একবার এই সমাজের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বল দেখি—'আমি নূতন নহি, আমি পুরাতন। আমি সেই চিরন্তন বাক্য! কতবার আসিয়াছি, তোমরা আমায় ভুলিয়া গিয়াছ, তাই আবার আসিলাম'—

"পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে"॥

শ্রীমধুসূদনের এ অভয়-প্রতিশ্রুতি স্মরণ করিয়াই বলি—'আজ একবার ফিরিয়া আইস বীরেন্দ্র জীবানন্দ—বীর-জননী শান্তি! গ্লানিতে যে দেশ ভরিয়া উঠিল। আজ না আসিলে আর আসিবে কবে'?

"তব চরণপ্রণতা বয়মিতি ভাবয় কুরু কুশলং প্রণতেষু"॥

শুভ ভারতী

* ওঁ নটরাজায় নমঃ *

ভূমিকা

সন্তান আমার প্রথম নাট্য-রচনার চেষ্টা নয়, কিন্তু নাট্যমঞ্চে বাগ্দেবী-অর্চনার বাসর-সন্ধিতে এই নাটক প্রথম আবির্ভাবের জন্য স্মরণপূর্ণ হইয়া থাকিবে।

এই নাটক লেখার পিছনে এক্‌টা কাহিনী লুকাইয়া আছে, তাহা এখানে প্রকাশ করা উচিত মনে করি।—আমার পরমসুহৃদ্ শ্রীযুক্ত অশোকনাথ শাস্ত্রী আমাকে জগন্মাতার পুণ্যনামে শপথ করাইয়া দুইটি নাটক লিখিতে উদ্বুদ্ধ করেন। একটি ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠের উপর ভিত্তি করিয়া "সন্তান"-রূপক,—অপরটি বাঙ্‌লারই দেশাত্মবোধের এক অপূর্ব্ব আলেখ্য, প্রত্নতাত্ত্বিক আমার পূজনীয় পিতৃদেব-কর্ত্তৃক লিখিত ঐতিহাসিক কথা-গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত "রায়বাঘিনী"। এই দুইটি নাট্য-রচনাই আমি সমাপ্ত করিতে আলস্য করি নাই। প্রথমে আমরা "সন্তান" নাটকের নামকরণ করি "বন্দে মাতরম্", তৎপরে নানাকারণে "সন্তান" নামই সিদ্ধান্ত হয়। এই নাটকটি লিখিবার সময় একদিন সকালবেলায় নটকুলকেশরী নাট্যাচার্য্য শিশিরকুমার ভাদুড়ীর সঙ্গে আমরা দুই বন্ধুতে সাক্ষাৎ করি। তাঁহার কাছে এই নাটকের কিঞ্চিৎ আভাস দিতে তিনি খুব উৎসাহান্বিত হইয়া উঠেন, আমাদের উদ্যম আরও দ্বিগুণিত হয়। আমরা তাঁহার হাতে সম্পূর্ণ নাটকটি তুলিয়া দিই ৬-জানুয়ারী, ১৯৪৪-এর প্রভাতে। নাটক পড়িয়া নাট্যাচার্য্য অত্যন্ত প্রীত হন, বলেন: "নাটকটি দিব্য হয়েছে। সাম্প্রদায়িক সমস্যাটি চমৎকার সমাধান করেছ"।...কিন্তু তখন উঠিল অভিনয়ে সরকারের অনুমতির প্রশ্ন। সে গুরুভার আমাদেরই লইতে হইল। ফেব্রুয়ারী হইতে পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ চেষ্টা চলিল, অবশেষে জগন্মাতার কৃপায় সকল রকম

কঠিন পরীক্ষায় একে একে উত্তীর্ণ হইয়া গত ৪-জুলাই, ১৯৪৪-তারিখে সরকার আমাদের এই নাট্যাভিনয়ে অনুমতি দিলেন। অনুমতি-পত্র পাইয়া আমরা পুনরায় শিশিরকুমারের সঙ্গে দেখা করিলাম। তিনি উৎফুল্ল হইয়া সাদরে নাটকটি গ্রহণ করিলেন, কিন্তু অবস্থা-গতিকে নাটকটির অভিনয় বিলম্ব হইবার আশঙ্কায় আমরা ইহার অভিনয় অন্যত্র চেষ্টা করি। এ-স্থলে উল্লেখ করিতে দ্বিধা নাই যে—আনন্দমঠের মূল তথ্য ও সত্য (অতএব ইহার প্রকৃত মূল্য) বুঝিতে অক্ষম দুই-এক-জন পণ্ডিতম্মন্য নাট্য-ধুরন্ধরের অরসিক নির্ব্বোধের মতো মন্তব্য শুনিয়া আমরা "অরসিকেষু রসস্য নিবেদনং" হইতে নিবৃত্ত হইলাম। পূজার পর একদিন প্রথিতযশা রূপদক্ষ অহীন্দ্র চৌধুরীর হঠাৎ সাক্ষাৎ হওয়ায় এই নাটকের কথা উল্লেখ করেন বন্ধুবর শাস্ত্রী। অহীন্দ্রবাবু অত্যন্ত আগ্রহান্বিত হন, কারণ ইহার মূল্য ও মর্ম্ম তাঁহার কাছে অবিদিত নয়। তিনি রঙমহলের স্বত্বাধিকারী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে প্রাথমিক কথাবার্ত্তা স্থির করিয়া এক সপ্তাহের মধ্যে ঘোষণা করিয়া দিলেন "সন্তান" নাটকের আশু অভিনয়-সংবাদ। ১৩-ডিসেম্বর, ১৯৪৪, প্রথম অভিনয়ের দিন ধার্য্য হয়। বাঙলার বরেণ্য সন্তান শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহোদয় সন্তানের শুভ উদ্বোধন করিতে সোৎসাহ সম্মতি দেন। কিন্তু অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ চক্রান্তের ফলে রঙ্গালয়ের উদ্যোক্তৃগণের উৎসাহ-দীপ সহসা নিবিয়া যায়, সেই কারণে অভিনয়ও স্থগিত থাকে। তৎপরে আত্মরক্ষা-মূলক মিথ্যাপ্রচারের সহায়ে যে বিষবাষ্প উদ্গত হইল—তাহা মন্দীভূত ও শেষে বিদূরিত করিতে আমাদের কম চেষ্টা করিতে হয় নাই। ক্রমে ক্লিষ্ট আকাশ সুনির্ম্মল হইয়া গেল। ১৮-জানুয়ারী, ১৯৪৫, শ্রীপঞ্চমী তিথিতে বাণীবন্দনার শুভদিনে একপ্রকার বাধ্যতাগ্রস্ত হইয়া "বন্দে মাতরম্" সঙ্গীতালঙ্কৃত সন্তানের অভিনয় করিতে ব্রতী হইলেন রঙমহলের কর্ত্তৃপক্ষ।··· এক্ষণে সকল বিঘ্ন-নির্ম্মুক্ত "সন্তান" জনগণের সাদর অভ্যর্থনা লাভ করিয়া দিনের পর দিন অভিনন্দিত। আমাদের সাধন-লব্ধ বহু-আকাঙ্ক্ষিত "সন্তান" নটরাজের কৃপা-প্রসাদে অশেষ জয়যুক্ত হোক্। এইটুকুই সন্তানের বিঘ্নাপসরণের ইতিহাস।

এই নাটক সম্বন্ধে দুই চারিটি বিশেষ বক্তব্য আছে।—"সন্তান" নাটকের

রচনা-কৌশল সংস্কৃত প্রাচ্য-রীতি-অনুযায়ী পঞ্চসন্ধি-বিভাগে রূপিত, অথচ অধুনাতন পাশ্চাত্ত্য নাট্য-রচনা-রীতি অমানিত হয় নাই, নাট্যাচার্য্য শিশিরকুমারেরও তাই অভিমত পাই। এই নাটকে কয়েকটি চরিত্র ঘিরিয়া আখ্যান-বস্তু গড়িয়া উঠিয়াছে। সেই চরিত্রগুলির মনস্তত্ত্বের ক্রমবিকাশের উপরে নাটকটি কেন্দ্রীভূত, আর অন্যান্য চরিত্রগুলি গণ-প্রতীক।

এই নাটকের মধ্যে জাতির নৈতিক সত্যের অনুসন্ধান আছে, কাহিনী বা ইতিবৃত্তের উপর তীক্ষ্ণ লক্ষ্য দেওয়া হয় নাই। "আনন্দমঠ" নাট্য-রূপে রচনা করিতে গিয়া আমি সন্তান-চরিত্রের মনস্তত্ত্ব-বিকাশের দিকে মনোযোগ দিয়াছি, কারণ—সমগ্র নাটকটি তিন-চারিটি মহাপ্রাণের আত্ম-সাধনার মধ্যে কেন্দ্রাভিসারী। আমি এই নাটকে এই আদর্শ স্থাপিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছি যে: জাতির শৌর্য্য, নিষ্ঠা ও আত্মবিশ্বাস পুনরায় জীবন্ত হইয়া উঠুক্ বিদ্রোহের ঝঞ্ঝার আঘাত সহ্য করিয়াও—সেই যুগে—যে যুগে দেশ ছিল অরাজক, আত্মপ্রতিষ্ঠাহীন, তাহা হইলে আজ অধিকতর যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার সঙ্গে একটা জাতি অপেক্ষিত নিজের বিরাট্ ভবিতব্য সম্বন্ধে প্রবুদ্ধ হইতে পারে, আর যে কার্য্য সে-দিনে অসমাপ্ত রহিয়া গিয়াছে, আজ তাহা জাতীয়-জীবনে জাগিয়া উঠিলে সেই গুরুকার্য্য সুসম্পন্ন হইতে পারে। আমরা যদি এই বিষয়টি উপলব্ধি করিতে সমর্থ হই, তাহা হইলে আমাদের কর্ত্তব্যসাধন করিতে উপযুক্ত বল পাইব। কলার পরিণতি কাল্পনিক স্বপ্নমালা নহে, জীবনই ইহার পরিণতি। কার্য্য ফলাগমেই পর্য্যবসিত।

আনন্দমঠের মধ্যে যে অসঙ্গত সাম্প্রদায়িক অংশটি রহিয়াছে, তাহা নাট্যের অন্তর্ভুক্ত করিলে—মূল বিষয়টি ভারগ্রস্ত ও দ্বিধা-বিভক্ত হইত, তাহা আখ্যান-বস্তুর অনিবার্য্য গতিধারা নহে। তাই সেই অংশটিকে অন্যায্য প্রাধান্য না দিয়া—তাহা পরিবর্জ্জন করিয়া—নাটকের মধ্যে একটা সর্ব্বজনীন ভাব পরিস্ফুট করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে। পুরাতনের সম্পূর্ণ মর্য্যাদা রাখিয়া তাহাকে নবরূপে নাট্যসজ্জায় সজ্জিত করিয়া তুলিবার পরমুহূর্ত্তেই বন্ধুবর শাস্ত্রীর ও আমার মনে হইল—এই চিরজীবী শাশ্বত পুরাতনের নূতন সঞ্জীবিত পরিচয়কে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে হইলে প্রকাশ্য রঙ্গালয়ে অভিনয় করিয়া দেখানো নিতান্ত প্রয়োজন। সেই চেষ্টা করিতে

আমরা দুইজনে প্রবৃত্ত হইয়া শেষ পর্য্যন্ত কাম্যভরণ নটনাথের আনুকূল্যে সফলও হইয়াছি। এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলা দরকার। রাষ্ট্রচেষ্টা-আলোড়িত বর্ত্তমান বাঙ্‌লাদেশে এই নাটকের অভিনয় বিশেষ কালোপযোগী বিবেচনায় এই অধুনাতন কালের চিত্ত-আন্দোলনকে পৌরুষ-উদ্বুদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে সেই দূর অতীতের গ্রন্থ-পৃষ্ঠায় উত্তাপবিহীন নির্জীব বিষয়মাত্রে পরিণত ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের অমর সৃষ্টিকে জনগণের সম্মুখে পুনরুজ্জীবিত করিয়া তোলা হইয়াছে। প্রতিভা-দীপ্ত ঋষির কাছে আমরা ক্ষুদ্র খদ্যোত, কিন্তু আমাদের নিষ্ঠা আছে, তাই যাহা বক্তব্য—তাহা দর্শক ও পাঠক উভয় শ্রেণীর কাছে মুখ্যভাবে প্রতিভাত হইতে পারে। আমাদের বিশ্বাস—দেশপ্রেমের উজ্জ্বলবর্ণে রঞ্জিত আবেগ জনসাধারণের মনে সঞ্চারিত হইবে।

এই নাটকের মূলকথা: দেশমাতৃকার প্রতি ভক্তি ও সেবা—তাহা কেবল প্রধান চরিত্রগুলির বিশেষত্বের উপরে নির্ভর করিতেছে—তাহা নয়, চারিদিকের অবস্থার ঘাতপ্রতিঘাতের উপরেও তাহার ভিত্তি। এই সংবেদন ভিন্ন লোকের কাছে ভিন্নরূপে দেখা দিবে—তাহা স্বাভাবিক। তাই যদি কোনো জড়প্রকৃতির কাছে ইহার আত্মোৎসর্গের মুখ্য রূপটি গোচরে আসিতে বাধাপ্রাপ্ত হয়—সেই সকল ন্যুব্জ প্রকৃতিকে আমরা উপেক্ষা করিতে কুণ্ঠিত নই। আমরা নিজস্ব মতপ্রকাশের দ্বারা পাত্রদের চরিত্রের কোনো ব্যত্যয় ঘটাইয়া এমন অপরাধ করিবার স্পর্দ্ধা রাখি নাই। আনন্দমঠে বঙ্কিমচন্দ্রের যে মহিমময় ব্যক্তিত্ব প্রকাশিত, তাহা সন্তানে খর্ব্ব না হয়, তাহারই বিশেষ চেষ্টা করিয়াছি। আমরা এই নাটকে—যুগোপযোগী করিবার জন্য—নিঃসংশয়ে যাহা প্রমাণ করিয়াছি, তাহার অনেক কথা ও নূতন দৃষ্টিভঙ্গী আমাদের নিজের হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে মূল গ্রন্থকে অক্ষুণ্ণ রাখার প্রয়াস আছে—আর এই নাটকের নাটকীয়তার হ্রাস যাহাতে না হয়—সে-দিকেও লক্ষ্যভ্রষ্ট হই নাই।

এই রূপক জনগণের উদ্দেশ্যে রচিত, কিন্তু জনগণের চিত্তবৃত্তির অনুধাবন আমাদের উদ্দেশ্য নয়—পক্ষান্তরে গণমানস যাহাতে এই রূপকের অনুবর্ত্তী হয়—তাহাই আমাদের সঙ্কল্প। বস্তুতঃ জনগণই ইহার চরিত্র, জনগণ সামান্য অনুভব করিলেই "সন্তানে"র মধ্যে নিজেদের খুঁজিয়া পাইবে। আজ সর্ব্বসাধারণের

জন্য এই নাট্যাভিনয়, সর্ব্বসাধারণের প্রতি তাহাই হইতেছে যথার্থ সম্মান-প্রকাশ। এক মহামনীষীর কথার উল্লেখ করিতে চাই : "সাধারণের প্রতি দয়া করিয়া নাটকের রচনাকে যদি দরিদ্র করা হয়, তবে সেই গর্ব্বোদ্ধত দারিদ্র্য-সাধনার প্রতি কেবল বর্ত্তমানকালের নয় ভাবীকালেরও অভিশাপ বর্ষিত হইতে থাকে"। তাই রাষ্ট্রপ্রচেষ্টা-সাধনার জরাজীর্ণ রূপ দেখাইয়া সুন্দর-অসহিষ্ণুদের অসুন্দর-ভজনা-রূপ সাহিত্য-গুণ্ডামি হইতে নিবৃত্ত হইয়াছি। যাহাতে গণ-ভোগ্য হইবে বলিয়া ভ্রান্ত ধারণার বশে জনগণের মনকে অধিকতর ক্লিষ্ট করিবার চেষ্টা আছে—তাহা 'অরুচির রুচি দুই-চারিটি আদার কুচির মতো', তাহা ক্ষীণায়ু, জলবুদ্বুদের মতো বিলয়-ভূয়িষ্ঠ।

এই নাটকের প্রয়োগ উপলক্ষ্যে দুই-চারিটি কথা বলা আবশ্যক। আমাদের ধারণা জন্মিয়াছে যে—বাঙ্‌লা রঙ্গালয় এক এক সময়ে নাইআঁকাড়িয়ার মতো এক একটি "ফ্যাশান্" আঁকড়াইয়া পড়িয়া থাকে, তাহার "ষ্টাইলে"র মহিমা নাই—নিতান্ত অভাব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাই পাশ্চাত্ত্য-প্রসাধনে-গর্ব্বিত রঙ্গমঞ্চ কতিপয় পুচ্ছগ্রাহী লেখকের নাটক বক্ষে ধরিয়া পরিবর্জ্জনীয় সংস্কারের মোহ কাটাইয়া উঠিতে পারে না। এই কারণে তাহার আয়োজন হয় সঙ্কীর্ণ, ব্যাহত। অভিনয়কে বেগবান্, প্রাণবান্ ও গতিশীল করিতে হইলে মনে রাখিতে হইবে—দৃশ্যপটাদির উদ্ধত আড়ম্বর ও ঘূর্ণায়মান মঞ্চচক্রের নিয়ত-আবর্ত্তন কল্পনাপ্রসারী রস-সন্ধানী মনকে নির্ব্বাসিত করে। আমাদের রূপকের মূলবস্তু হইতেছে—রস। রচনায় রস-সৃষ্টি ও তাহার প্রাণপ্রতিষ্ঠা অভিনয়ে—ইহাই লক্ষ্য করিবার বিষয়। ঘূর্ণিমঞ্চের খাতিরে এই নাটকে যে অন্যথাবৃত্তি লাঞ্ছিত—তাহা ক্ষমার্হ। যে সকল ভাষা প্রক্ষিপ্ত—তাহাও মার্জ্জনীয়।...

আমার বন্ধুবর শ্রীযুক্ত পঙ্কজকুমার মল্লিক "সন্তান"-এর গীতগান-গুলিকে সুরালঙ্কারে ভূষিত করিয়া আমাকে চিরঋণী করিয়া রাখিলেন। তাঁহার "বন্দে মাতরম্" গানের সুর স্বভাব-সুন্দর অনুপম, এই গানের প্রকৃতি রক্ষা করিয়া তাঁহার স্বর-সৃষ্টিকে অভিনব করিয়া তুলিয়াছেন। শিল্পিপ্রবর শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ঘোষ মহোদয় তুলির রেখা-বর্ণ-গৌরবে সন্তানকে যে প্রচ্ছদাভরণ দান করিয়াছেন, তাহার ধারণে নাট্যগ্রন্থটি সৌষ্ঠবশালী হইয়া উঠিয়াছে। তিনি আমাদের ধন্য করিয়াছেন।

আর এই নাটক আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত অশোকনাথ শাস্ত্রীর নানা বিষয়ে নানাভাবে অকৃপণ সহায়তা অবিস্মরণীয়। তাঁহার কারণেই লোকলোচনের সমক্ষে "সন্তান"-এর আজ আবির্ভাব সম্ভবপর হইয়াছে। এই সুযোগে আমার অকৃত্রিম মিত্রবর ও হিতাকাঙ্ক্ষী শ্রীযুক্ত অবনীকান্ত ভট্টাচার্য্য, ব্যারিষ্টার-অ্যাট্-ল মহোদয়কে আমার অন্তর উজাড় করিয়া কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। "সন্তান" তাঁহারই হাতে লালিত-পালিত হইয়া গ্রন্থাকারে প্রকাশ পাইয়াছে।

উপসংহারে আর এক দলকে স্মরণ না করিয়া থাকা যায় না। যাঁহারা নিন্দাবিলাসী—তাঁহারা আপন বুদ্ধির মাত্রাভেদে যে নানা ছাঁচের আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হন, তাঁহাদের সম্বন্ধে কালের উপর নির্ভর করিয়া উদাসীন থাকাই আমাদের কর্ত্তব্য। তাঁহাদের পক্ষে ভবভূতির ভাষা প্রয়োগ করিতে চাই না—

"উৎপৎস্যতে মম তু কোঽপি সমানধর্ম্মা
কালো হ্যয়ং নিরবধির্বিপুলা চ পৃথ্বী"।...

তবে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে—তাঁহাদের রসনা থেকে উদ্গীর্ণ যে কালকূট—তাহা কণ্ঠস্থ করিয়া চরম বিচারের ভার গ্রহণ করিবেন মহাকাল স্বয়ং।

সুধী পাঠকবর্গ যাহাতে মূলের রস উপভোগ করিতে পারেন—সেইজন্য এই রূপকটির সমগ্ররূপ প্রকাশ করিলাম। এই কারণে গ্রন্থের কলেবর কিঞ্চিৎ স্ফীত হইয়া উঠিল।

আমার পূজনীয় পিতৃদেবের আশীর্ব্বাণী ও প্রেরণা বিধাতার বরদানের মতো ফলবতী হইয়াছে। তাঁহার শ্রীচরণে আমার কোটি কোটি প্রণাম। অবশেষে উত্তর-যুগের ঋষিগণের মধ্যে গণ্য সেই লোকোত্তর প্রতিভামালী বঙ্কিমচন্দ্রকে প্রণাম করি। তিনি আমাদের এমন উদ্দীপনমন্ত্র দান করিয়া গিয়াছেন—যাহার প্রতি-শব্দ ব্রহ্ম, মানুষের তপস্যায় প্রাণশক্তি পাইয়াছে। সেই মন্ত্রগান বাঙ্‌লার তথা ভারতের রেণু-বিস্তারে মূর্চ্ছিত, প্রত্যেক দেশবাসীর অন্তরে অন্তরে অনুরণিত। নবীন ভারত সৃষ্টি-ক্ষম সেই মন্ত্র—"বন্দে মাতরম্"। ইতি—

পয়লা বৈশাখ, ১৩৫২
৪।২।১-বি কৃষ্ণরাম বসু ষ্ট্রীট
শ্যামবাজার, কলিকাতা

বাণীকুমার

দ্বিতীয় বিজ্ঞপ্তি

জনসাধারণের কাছে "সন্তানের" অশেষ সমাদর অত্যন্ত উৎসাহপ্রদ বলিয়া মনে করি। বাঙলা ও ভারতের ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে "সন্তান" অভিনয় করিবার জন্য বহু আগ্রহপূর্ণ পত্র পাইয়াছি। দেশের ও জাতির এই নব জাগরণের দিনে এই নাটকের প্রতি আকর্ষণ থাকা স্বাভাবিক, এই বিবেচনায় আমরা ইহার ভাষান্তর প্রকাশ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছি। সকল স্তরের ব্যক্তির নিকট হইতে এই নাট্য-রচনার জন্য আমি অবিমিশ্র প্রশংসা ও আশাতিরিক্ত অভিনন্দন পাইয়াছি, তাঁহাদের আমি সকৃতজ্ঞ অন্তরে স্মরণ করি।

প্রায় ছয়-সাত মাস পূর্ব্বে প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছিল, গত শ্রীশ্রীশারদীয়া পূজায় ইহার পুনঃপ্রকাশ করিবার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও প্রয়োজন-মত কাগজের অভাব, মুদ্রাযন্ত্রের অকারণ দীর্ঘসূত্রতা ও প্রকাশনীর অব্যবস্থা বিঘ্ন-স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সেই জন্য দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হইতে এতো বিলম্ব।

প্রথম সংস্করণে প্রকাশিত বিকল্প দৃশ্যগুলি এবং উদ্যোক্তৃগণ ও শৈলূষ-শৈলূষী-বৃন্দের পরিচয়-পত্র বর্ত্তমান সংস্করণে পরিবর্জ্জিত হইল। কেবল একটী বিষয় উল্লেখযোগ্য মনে করি: রঙমহল রঙ্গালয়ে সন্তান নাটক প্রায় তুই বৎসর কাল অভিনীত হইতেছে।

সকরুণ বেদনার সঙ্গে আমার বক্তব্য শেষ করিতেছি এই যে: আমার চির-উৎসাহদাতা আত্মদাতা স্বর্গত পিতৃদেব পণ্ডিতপ্রবর বিধুভূষণ ভট্টাচার্য্য মহোদয় এই নাটকটির অভিনয় দেখিবার জন্য আন্তরিক আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার সে অভিপ্রায় পূর্ণ করিতে পারি নাই। এই নাটকটি পুস্তকাকারে তাঁহার হাতে তুলিয়া দিতে ও তাঁহার ইচ্ছানুসারে ইহার নির্ব্বাচিত কয়েকটি অংশ পড়িয়া শোনাইতে পারিয়াছিলাম—এইটুকুই আমার সান্ত্বনা। তাঁহার শ্রীচরণে সেদিন নিবেদন করি: "তোমার সন্তানের নাটক তুমি তুলে নাও। তুমিই যে আমাকে নাট্যকার হ'তে বলেছ, শক্তি দিয়েছ, দিয়েছ অমৃত আশীর্ব্বাদ। তুমিই আমার স্রষ্টা। তোমার শ্রীচরণাম্বুজে এই আমার প্রথম নাট্য-অর্ঘ্য।" মহাপ্রয়াণের পূর্ব্বমুহূর্ত্তে তিনি স্বহস্তে এই রূপকটি স্নেহাদরে তুলিয়া লইয়া মহা-আনন্দ প্রকাশ করেন।—তাই "সন্তান" তাঁহার আশীর্ব্বাদ-ধন্য আমার অক্ষয় কবচ—আমার অতিপ্রিয়—সাগ্নিকের অগ্নির মতো চিরপবিত্র—আমার নিত্যপ্রেরণার উৎস।

অক্ষয় তৃতীয়া
বৈশাখ, ১৩৫৩ } বাণীকুমার

প্রবর্ত্তয়িতার প্রতি নির্দ্দেশ

দুই শ্রেণীর প্রবর্ত্তয়িতার মধ্যে—একতম নাট্যকারের রচিত রূপটিকে প্রয়োগকৌশলে শ্রীমণ্ডিত করিয়া তোলেন, অপরে নাটকটিকে প্রয়োগ করিবার কালে নিজের মতো "নাট্যশৈলী" (টেক্‌নিক্) অনুপাতে রূপান্তরিত করেন। এই ভিন্ন মতাবলম্বী প্রবর্ত্তয়িতা নিজ "শৈলী" অনুযায়ী প্রয়োগ করিতে পারেন। দৃশ্যপটের বহুল ব্যবহারের পরিবর্ত্তে ঘটনা-সংস্থানের বোধগম্য ইঙ্গিত দিলেই যথেষ্ট, তাহার দ্বারা রসের কোনো হানি হইবে না। মন্বন্তর দৃশ্যটির মধ্যে ছায়াপ্রতিরূপ-প্রয়োগ (cinematographic interlude) প্রস্তাবিত হইয়াছে, যে রঙ্গমঞ্চে এ সরঞ্জামের অভাব—সে-ক্ষেত্রে ল্যান্‌টার্ণ্ স্লাইডে কাজ চালানো যাইতে পারে, তাহারও যদি সুবিধা না হয়—তবে ছায়ামূর্ত্তি (silhouette figure) দ্বারা কার্য্যসমাধা করিতে হইবে। এই তিনটি ক্ষেত্রে গ্রন্থিকের বর্ণনা নেপথ্য হইতে প্রেরকযন্ত্র-(মাইক্রোফোন) যোগে অভিব্যঞ্জিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। ইহাও সম্ভবপর না হইলে—এই প্রতিরূপ চিত্রগুলি পরিবর্জ্জন করাই শ্রেয়ঃ।...সাধারণ রঙ্গালয়ের অভিনীত রূপটি চূড়ান্ত বলিয়া ধরিয়া লওয়া উচিত নয়। সুনিপুণ প্রযোজক আপনার জ্ঞান ও সুনির্ব্বাচনের উপর নির্ভর করিয়া বস্তুসঙ্গতি রাখিয়া রূপকের যে কোনো অংশ ও দৃশ্য-পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে পারেন। এই নাট্যপ্রয়োগে পটভূমিকার গভীরতা ও বিস্তৃতি দিতে পারিলে নাটকের কার্য্য-রূপ নিখুঁৎ হইয়া উঠিবে।

এই নাটক সম্বন্ধে

সন্তান

প্র যো জ্য - ম ণ্ড ল =

সূত্রধার—রঙ্গাধ্যক্ষ···রাজবেশ : কুঞ্চিত কেশদাম, মাথায় রত্ন-খচিত উষ্ণীষ, পীতবর্ণ বারাণসী জোড়, বারাণসীর কঞ্চুক, মণিবন্ধে বলয়, বাহুতে অঙ্গদ, কর্ণে কুণ্ডল, গলায় সপ্তনর মুক্তাহার, কটিতে মেখলা, ললাটে বৈষ্ণব-তিলক।

নটী—সূত্রধার-প্রিয়া···রাজ্ঞী-বেশ : এলায়িত কেশদাম, মাথায় কিরীট, স্বর্ণ-খচিত নীল দুকূল বসন, কঞ্চুক ও উত্তরীয়, সর্ব্বালঙ্কারা, হাতে শঙ্খ, ললাটে চক্রচিহ্ন ও অলকা-তিলকা।

গ্রন্থিক—নাট্য-স্থাপক···অমাত্য-বেশ : শ্বেত কৌষেয় বসন, কঞ্চুক ও উত্তরীয়, কুঞ্চিত কেশ, উষ্ণীষ, মণিবন্ধে বলয়, গলদেশে স্বর্ণসূত্র, ললাটে শ্বেত হরিমন্দির-মধ্যে রক্ত-রেখা।

মহাপুরুষ—হিমালয়-বাসী ঋষি···সত্যানন্দের গুরু : সুদীর্ঘ শ্বেত শ্মশ্রু ও গুম্ফ, শ্বেতাভ জটাভার, শ্বেত বসন ও উত্তরীয়, হাতে কমণ্ডলু বা করঙ্ক, নগ্নপদ, ললাটে ভস্ম-ত্রিপুণ্ড্রক।

সত্যানন্দ—আনন্দমঠ-প্রতিষ্ঠাতা···সন্তান-সঙ্ঘ-নায়ক : দীর্ঘ শ্বেত শ্মশ্রু ও গুম্ফ, শুভ্রকেশ, গৈরিক বসন ও উত্তরীয়, মস্তকে গৈরিক উষ্ণীষ, ললাটে শ্বেত হরিমন্দির-মধ্যে রক্ত-চক্র।

জীবানন্দ—সন্তান-প্রধান (প্রথম) : কৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশ, অল্প-উদ্গত শ্মশ্রু-গুম্ফ, গৈরিক বাস, কঞ্চুক, উষ্ণীষ ও কটিবন্ধ।···ললাটে শ্বেত-হরিমন্দির-মধ্যে রক্ত-চক্র। সজ্জাভেদ : শ্বেত বসন, উষ্ণীষ ও উত্তরীয়। নগ্নপদ।···হাতে প্রয়োজন-মতে তরবারি বা বন্দুক ও শঙ্খ।

ভবানন্দ—সন্তান-প্রধান (দ্বিতীয়) : জীবানন্দের ন্যায় সন্তান-বেশ ও তিলক।
সজ্জাভেদ : মুষল-সাজ।

জ্ঞানানন্দ—সন্তান-প্রধান (তৃতীয়) : সন্তান-বেশ।…সজ্জাভেদ : শ্বেত-বাস।

ধীরানন্দ—সন্তান (চতুর্থ) : সন্তান-বেশ।…সজ্জাভেদ : (১) শ্বেতবাস ; (২) মুসলমান প্রহরীর বেশ।…কিন্তু তিলক—হরিমন্দির-মধ্যে রক্ত-রেখা।

সদানন্দ—সন্তান (গায়ক) (পঞ্চম) : সন্তান-বেশ।—তিলক—হরিমন্দির-মধ্যে রক্ত-রেখা।

মহেন্দ্রসিংহ—পদচিহ্নের জমিদার…পরে সন্তান-ব্রতধারী : সজ্জাভেদ—(১) কুঞ্চিত কেশদাম : শ্বেত ও রঙিন কঞ্চুক ও উত্তরীয় : হাতে বন্দুক : কর্ণে হীরক-কুণ্ডল : পদে পাদুকা। (২) সন্তান-বেশ…ললাটে হরিমন্দির-মধ্যে রক্ত-চক্র।

কল্যাণী—মহেন্দ্রের পত্নী : সজ্জাভেদ—(১) বিচিত্র রঙের শাড়ী, কঞ্চুক ও চীনাংশুকের উত্তরীয় : গায়ে কয়েকটি অলঙ্কার।—(২) সাধারণ শাদা শাড়ী। (৩) সালঙ্কারা : বহুমূল্য শাড়ী।

সুকুমারী—মহেন্দ্রের কন্যা : ধনী-কন্যার সরল সজ্জা।

শান্তি—(নবীনানন্দ)—জীবানন্দের পত্নী : সজ্জাভেদ—(১) ছিন্ন গ্রন্থিযুক্ত মলিন বসন। (২) নবীনানন্দের ছদ্মবেশে : গৈরিক বাস, কঞ্চুক ও উত্তরীয়, বাঘছালে বক্ষাবৃত, মাথায় জটা-জাল বিরচিত—তদুপরি গৈরিক উষ্ণীষ, ভালদেশে হরিমন্দির-মধ্যে রক্ত-চক্র। (৩) বৈষ্ণবীর বেশ। (৪) কস্তাপাড় শাড়ী।

নিমাইমণি—জীবানন্দের ভগিনী : বাঙলা-বধূর সাধারণ বেশ : অঙ্গে বিরল অলঙ্কার।

গৌরীদাসী—নগরবাসিনী : সাধারণ সরুপাড় শাড়ী ইত্যাদি।

গোবর্দ্ধন—আনন্দমঠের পরিচারক : সন্তান-বেশ : তিলক—হরিমন্দির-মধ্যে রক্ত-রেখা।

সন্তানগণ : সন্তান-বেশ : তিলক—হরিমন্দির-মধ্যে রক্ত-রেখা।

টমাস—ইংরেজ-সেনানায়ক :
ডানিওয়ার্থ—রেশমকুঠির অধ্যক্ষ :
হে—অধীন সেনানায়ক :
ওয়াট্সন্—অধীন সেনানায়ক :
এড্ওয়ার্ড্স্—ইংরেজ সৈন্যাধ্যক্ষ :
লিণ্ড্‌লে—সৈনিক :
নজরদ্দী—জমাদার :
আলিনকি খাঁ—গুপ্তচর :
দুর্ভিক্ষপীড়িত দস্যুগণ :
নায়েব-সুবার মুন্‌শী ও কর্ম্মচারীগণ :
সান্ত্রী : অনুচর : নায়েব :
পথিক : গ্রামবাসী : দধিভোক্তা
প্রভৃতি··· ··· ··· :

এই চরিত্রাবলীর বেশ-ভূষার বিশেষ কোনো বৈচিত্র্য নাই। চরিত্রানুযায়ী কালোপযোগী বেশ-ক্রিয়া ও প্রসাধন কর্ত্তব্য।

কাল : অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ-ভাগ

কার্য্য-সংযোগ-স্থল : উত্তর-বঙ্গের প্রদেশসমূহ

দেশমাতৃকা-রূপ-পরিকল্পনার উৎস ঃ

…"আমি নিতান্ত একা—নিতান্ত একা—মাতৃহীন…মা, মা! ক'রে ডাক্‌ছি। আমি এই কাল-সমুদ্রে মাতৃসন্ধানে এসেছি.। কোথা' মা! কই আমার মা? কোথায় অগণিত সাধক-প্রসূতি বঙ্গভূমি! এ ঘোর কাল-সমুদ্রে কোথায় তুমি?…চিন্‌লাম, এই আমার জননী জন্মভূমি—এই মৃন্ময়ী—মৃত্তিকারূপিণী—অনন্তরত্নভূষিতা—এক্ষণে কালগর্ভে নিহিতা। রত্নমণ্ডিত দশভুজ—দশদিক্—দশদিকে প্রসারিত,—তায় নানা আয়ুধ-রূপে নানা শক্তি শোভিত, পদতলে শত্রু বিমর্দ্দিত, পদাশ্রিত বীরজন কেশরী শত্রু-নিষ্পীড়নে নিযুক্ত! এ মূর্ত্তি এখন দেখ্‌বো না…কিন্তু একদিন দেখ্‌বো…আমি সেই কালস্রোতোমধ্যে দেখ্‌লাম এই সুবর্ণময়ী বঙ্গপ্রতিমা"!

.—বঙ্কিমচন্দ্র—

সন্তান

—:(*):—

[সঙ্গীত-সূত্রপাত]

নান্দী

গান

মুক্তির বন্দনা গাহো নব-ছন্দে হে—
হোক্ দুর্দ্দিন অবসান।
স্বাধীনতা জীবনের পরম যে সম্পদ্—
বিধাতার শ্রেষ্ঠ সে দান॥
লেখো নিশানের 'পরে একতার জয় জয়—
সিদ্ধি সে নব-সাধনার।
নব রাগে আজি যেন পৌরুষ ওঠে জাগি'—
জেনো—বিভু উৎস যে তা'র।
শান্তির সাথে আসি' মিলুক্ হে স্বাধীনতা—
জগতে জাগুক্ নবপ্রাণ।
জাগো সবে এসো সবে চূর্ণিতে অন্যায়ে—
জাগো বীর—জাগো সন্তান॥
নব নব উদ্যমে সাধো মহাবীর্য্য হে—
সাহস যে বীরের কিরীট।
তোলো প্রাচী-অম্বরে শঙ্খের মহানাদ—
এ-ভারত জাগরণ-পীঠ।
জাগ্রত নর-লোকে হিংসার তাণ্ডব—
মৃত্যুর ওঠে জয়-গান।
মাগো নবজীবনে—ডাকো মৃত্যুঞ্জয়ে—
বলো—"পুনঃ করো বিষপান"॥

[নান্দীর অন্তে সূত্রধারের প্রবেশ

আমুখ

সূত্রধার

আজ এই মধু-মুহূর্ত্তে এই সভাস্থলে সমবেত সহৃদয় সামাজিকবৃন্দের কাছে অভিবাদন জানিয়ে আমি নিবেদন করছি—ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের মহোত্তম সৃষ্টি আনন্দমঠের পটভূমিকায় কবি বাণীকুমারের রূপারোপ "সন্তান" প্রকাশ-উন্মুখ হ'য়ে রয়েছে।···প্রিয়ে! এদিকে একবার এসো।

[নটীর প্রবেশ

নটী

প্রভু! আমাকে কিছু বল্‌বেন?

সূত্রধার

হ্যাঁ—শোনো। আজ আমাদের অভিনেয় বস্তু—"বন্দে মাতরম্"-রাষ্ট্রমন্ত্র-সাধক বঙ্কিমচন্দ্রের মানস "সন্তান"। এই পরিষদ্-মণ্ডলী সাগ্রহে অপেক্ষা ক'রে আছেন। এখন তুমি পাত্রদের বলো—তা'রা যেন বিলম্ব না ক'রে নিজ নিজ কাজে অবহিত হয়।

নটী

আমরা সকলেই এক রকম প্রস্তুত হ'য়েই রয়েছি। আজ আমাদের কি সৌভাগ্য—ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠের প্রতিরূপ-প্রয়োগ করবো। আমাদের উৎসাহের আজ অন্ত নেই।

সূত্রধার

সত্য বলেছ। সৌভাগ্যই বটে। শুধু এই অপূর্ব্ব সৃষ্টির জন্যই বঙ্কিমচন্দ্র আজ ঋষি। তিনি ছিলেন সত্যদ্রষ্টা, মাতৃ-মন্ত্রের মূর্ত্ত রূপ দেখ্‌তে পেয়েছিলেন। সেই বাঙ্ময় মন্ত্র চিন্ময়ী মূর্ত্তি নিয়ে যে দেবী-প্রতিমার আকারে জেগে উঠ্‌লেন—তিনিই দেশ-মাতৃকা। সৃষ্টির প্রথম প্রভাত থেকে আরম্ভ ক'রে যুগে যুগে সাধক-কবি-ঋষিদের ধ্যান-গম্য কল্পনালোকে কত দেব-দেবী আকার পরিগ্রহ ক'রে আবিষ্কৃত হয়েছেন—উচ্চারিত হয়েছে তাঁদের স্তব-গাথা, হয়েছেন তাঁরা পূজিত নানা উপচারে, কিন্তু দেশ-মাতৃকার সাকার রূপ এই ঊনবিংশ শতাব্দীর কবির কল্পনাতেই সর্ব্বপ্রথম উদ্ভাসিত হোলো, এর আগে এ-মূর্ত্তি কেউই ধ্যানে প্রত্যক্ষ করেন নি। দেশ-মাতৃকার ধ্যান-মূর্ত্তির

সন্তান

প্রথম সাক্ষাৎকার কর্‌লেন বঙ্কিমচন্দ্র। তাই তিনি ঋষি—পুণ্য রাষ্ট্রমন্ত্র-স্রষ্টা ঋষি।

নটী

প্রণাম করি ভারতের সেই যুগন্ধর ঋষিকে। তাঁর পুণ্য মন্ত্রের এমনি শক্তি যে—আকুমারিকা-হিমাচল সামগানের মতো ধ্বনিত হ'য়ে দেশ-মাতাকে মূর্ত্তিমতী ক'রে তোলে। ধন্য তুমি ঋষি, ধন্য তোমার অপূর্ব্ব কল্পনা, ধন্য তোমার দেশ-জননীর সজীব পূজা-মন্ত্র।

সূত্রধার

ঋষি দেশমাতৃকা-দেবীর যে প্রতিষ্ঠা কর্‌লেন : তাঁর মূর্ত্তি হোলো—দিগ্‌ভুজা, নানাপ্রহরণধারিণী, শত্রুমর্দ্দিনী, বীরেন্দ্র-পৃষ্ঠ-বিহারিণী। এই মহাদেবীর মহাপীঠই হোলো—"আনন্দমন্দির"··· দেবীর পূজারী হলেন—সন্তান··· সন্তানের সাধনা হোলো—দুষ্টের দলন, শিষ্টের পালন···আর ইষ্ট-মন্ত্র—"বন্দে মাতরম্"। এই মন্ত্র নির্জীবের উদ্দীপনা, নিদ্রিতের জাগরণ, দুর্ব্বলের শক্তি, আশাহতের সান্ত্বনা, কর্ত্তব্যে অনুপ্রাণনা, পথহারার পথ-নির্দ্দেশ। এই সকল তত্ত্ব অপরূপ বচোভঙ্গীতে যে পবিত্র গ্রন্থে গ্রথিত— তাই দেশমাতৃকার অভিনব অনুপম পূজাপদ্ধতি—"আনন্দমঠ"।··· গ্রন্থিক—!

[গ্রন্থিকের প্রবেশ

—তুমি আজকের অভিনেয় বস্তু সম্বন্ধে কোনো প্রাথমিক ব্যবস্থা করেছ।

গ্রন্থিক

করেছি।

সূত্রধার

তবে—তুমি তোমার কর্ত্তব্য পালন করো।

[সূত্রধার ও নটীর প্রস্থান

গ্রন্থিক

সেদিন বঙলায় জেগে উঠেছিল স্বৈরাচার— তাই আনন্দমঠের হোলো সৃষ্টি, সন্তানদের হোলো উদ্ভব।···ইংরেজ যেদিন এই দেশের শুধু দেওয়ানী হাতে তুলে নিলে—শাসন-ভার নিলে না, মহম্মদ

ছায়া-প্রতিরূপ

মন্বন্তরের পূর্ব্বাপর চিত্রাবলী··· এই দৃশ্যগুলির মধ্যে প্রদর্শিত হইবে ইংরেজের

দেওয়ানী গ্রহণ। বাঙ্‌লায় দ্বৈত-শাসনের প্রবর্ত্তন। ...
...বাঙ্‌লায় দুর্গতির সূত্রপাত।
[এই দৃশ্যগুলি প্রকাশের কালে (প্রেরক-যন্ত্র-সহায়ে) গ্রন্থিকের কণ্ঠ নেপথ্য হইতে 'পরিস্থিত।]

১১৭৪

দ্বিবিধ শাসনে পড়িয়া বাঙ্‌লার দুর্গতি-চিত্র।

১১৭৫

জন-কোলাহল...
জন-গনের মধ্যে চাঞ্চল্য ও রাজস্ব আদায়ের নির্ম্মম দৃশ্য :
...কাড়াকাড়ি, মারামারি, প্রবলের অত্যাচার।

*

বৃষ্টিপাত...
বাঙ্‌লার মাঠ...লাঙ্গল দিয়া চাষ। আনন্দে রাখালের গান—(আভাসমাত্র,...রঙ্গমঞ্চ থেকে দূরে ও কাছে)...কৃষক-পত্নীর রূপার পৈঁচার জন্য স্বামীর কাছে অভিমান।...
অবৃষ্টি। লোকের উৎকণ্ঠা। মাঠের দৃশ্য... জ্বলিয়া-যাওয়া ধান—কেবল খড়।...
দেওয়ান-অনুচর ও ধনি-কর্ত্তৃক জন-বর্গকে শোষণ ও অযথা-সঞ্চয়।...
অনশন-দৃশ্য।...
—দুর্গতগণ।...

রেজা খাঁ অর্থ-উৎকোচে হোলো নায়েব সুবাদার তা'র সঙ্গে যোগ-যুক্ত হোলো—আরো দু'জন নায়েব-দেওয়ান...একদিকে হিংস্রপ্রকৃতি জনশত্রু দেবীসিংহ, অন্যদিকে দুর্ব্বৃত্ত স্বার্থান্ধ গঙ্গা-গোবিন্দ সিংহ। বাঙ্‌লার হলেন এঁরা ভাগ্য-বিধাতা। সেইদিন থেকে দ্বৈত-শাসনে প'ড়ে বাঙ্‌লার দুর্গতি আরম্ভ। এই দুর্গতির সঙ্গে মিল্‌লো অজন্মা-প্রেত। তা'র সূত্রপাত—১১৭৪ সালে।—ফসল ভাল হোলো না।...

১১৭৫ সালে চাল কিছু মহার্ঘ হোলো—লোকের ক্লেশ হোলো। রেজা খাঁ অবিচলিতভাবে পাওনা-গণ্ডা আদায় ক'রে নিলে। বাঙ্‌লার অন্যান্য অঞ্চলে নায়েব-দেওয়ানদের মনুষ্যত্বঘাতী নির্ম্মম আচরণ চরমে উঠ্‌লো। এর ফলে দরিদ্রদের জুটলো এক সন্ধ্যা আহার।...

বর্ষাকালে বেশ বৃষ্টি হোলো। লোকে ভাব্‌লে—দেবতা বুঝি কৃপা কর্‌লেন।...

আনন্দে আবার রাখাল মাঠে গান গাইলে, কৃষক-পত্নী আবার রূপার পৈঁচার জন্য স্বামীর কাছে দৌরাত্ম্য আরম্ভ কর্‌লে।...

অকস্মাৎ আশ্বিন মাসে দেবতা বিমুখ হলেন। আশ্বিনে কার্ত্তিকে বিন্দুমাত্র বৃষ্টি পড়্‌লো না, মাঠে ধান শুকিয়ে একেবারে খড় হ'য়ে গেল।...লোকে প্রথমে এক সন্ধ্যা উপবাস কর্‌লে, তারপর এক সন্ধ্যা আধ-পেটা ক'রে খেতে লাগ্‌লো, তারপর দুই সন্ধ্যা উপবাস আরম্ভ কর্‌লে। যে কিছু চৈত্র ফসল হোলো—কারোর মুখে তা' কুলালো না। কিন্তু মহম্মদ রেজা খাঁ রাজস্ব-আদায়ের কর্ত্তা,

মনে কর্‌লে—'আমি এই সময়ে সরফরাজ হবো' একেবারে শতকরা দশ টাকা রাজস্ব বাড়িয়ে দিলে। বাঙ্‌লায় বড় কান্নার কোলাহল পড়্‌লো।···

১১৭৬। লোকে প্রথমে ভিক্ষা আরম্ভ কর্‌লে, তারপরে কে ভিক্ষা দেয়। উপবাস কর্‌তে আরম্ভ কর্‌লে। তারপরে রোগে আক্রান্ত হ'তে লাগ্‌লো। গোরু বেচ্‌লে, লাঙল-জোয়াল বেচ্‌লে, বীজ-ধান খেয়ে ফেল্‌লে, ঘরবাড়ী বেচ্‌লে। জোত-জমা বেচ্‌লে। তারপর মেয়ে বেচ্‌তে আরম্ভ কর্‌লে। তারপর ছেলে বেচ্‌তে আরম্ভ কর্‌লে। তারপর স্ত্রী বেচ্‌তে আরম্ভ কর্‌লে। তারপর মেয়ে; ছেলে স্ত্রী কে কেনে? খরিদ্দার নাই, সকলেই বেচ্‌তে চায়। খাদ্যাভাবে গাছের পাতা খেতে লাগ্‌লো, ঘাস খেতে আরম্ভ কর্‌লে, আগাছা খেতে লাগ্‌লো।···

অনেকে পালালো, যা'রা পালালো—তা'রা বিদেশে গিয়ে অনাহারে মোলো। যা'রা পালালো না—তা'রা অখাদ্য খেয়ে, না খেয়ে, রোগে প'ড়ে প্রাণত্যাগ কর্‌তে লাগ্‌লো। ঘরে ঘরে রোগের হোলো প্রাদুর্ভাব। চারিদিকে মহামারী, মড়ক। ধনী-নির্ধনের এক দর। চারিদিকে হাহাকার। সকলের সম্মুখে মন্বন্তর।···

১১৭৬ সালে কাল-ভৈরবের তাণ্ডব উদ্দাম হ'য়ে উঠ্‌লো। দুর্ভিক্ষ দেখা দিল করাল-মূর্তিতে। একে দেবতার রোষ, তা'র ওপর অধর্ম্মাচারী অর্থ-গৃধ্নু সঞ্চয়ীর অন্যায়-বৃত্তি···অতিলাভ-লোভীর স্ফীতোদর হবার দুর্ব্বার আকাঙ্ক্ষার নিন্দিত প্রচেষ্টা। এই দু'-এর চাপে প'ড়ে সকলের দুর্গতি উঠ্‌লো চরমে। অধর্ম্ম ও অন্যায়ের সাহায্যে যা'রা

১১৭৬

ভিক্ষাবৃত্তি।

বুভুক্ষুর দল।

গোরু, লাঙ্গল, জোয়াল, জোত-জমা বিক্রয়।

মেয়ে, ছেলে, স্ত্রী বিক্রয়। খাদ্যাভাবে গাছের পাতা ভক্ষণ। ইতরদের ইঁদুর, কুকুর, বিড়াল মারা। বহুজনের পলায়ন। গৃহে গৃহে রোগের প্রাদুর্ভাব···মহামারী, মড়ক।··· পরিত্যক্ত বাসস্থান।

শূন্য হাট।

দুর্ভিক্ষপীড়িত দেশ। কঙ্কালসার দেহের ভিড়···খাদ্যান্বেষণ।

কয়েকটি আর্ত্তকণ্ঠ:

—"খেতে দাও—খেতে দাও—ক্ষিদেয় মরি—খেতে দাও··· দু'টি ভাত দাও—একটু ফেন্ দাও—দু'টি ভাত—দাও গো··· —মা—ও মা—মা-গো—কে আচো—মা—"

ক্ষুধিতের আর্ত্তনাদ জন-কোলাহল—।

*

ছায়া-প্রতিরূপ

মন্বন্তরের করালমূর্ত্তি প্রকাশ—।···

অতি-সঞ্চয়ী ও অতি-লাভকারী ব্যক্তিগণের কার্য্য-কলাপ। জনগণের ক্ষোভ।···

সন্তান-উপাধি-ব্রতী সন্ন্যাসীদের

ম'না শক্তির উন্মেষ-চিত্র; ভাব-প্রবাহ; কর্ম্মপ্রবাহ ও একটা জাগরণোন্মুখ বিপ্লবের দৃশ্য।... সন্তানগণের কণ্ঠধ্বনি :
"জনগণ দেশের প্রাণ—আমরা জনগণের বন্ধু—তাদের সেবা-তেই আমাদের এ-জীবন উৎসর্গ ...দেশমাতৃকা-সেবার শ্রেষ্ঠ ব্রত"...

দুর্ব্বলকে উৎপীড়ন করেছে, দরিদ্রের মুখের গ্রাস হরণ ক'রে খাদ্য-সঞ্চয় করেছে, অত্যাচার-অবিচারের বিষ ছড়িয়ে ক'রে তুলেছে, মানুষকে জর্জ্জর —তাদের বিরুদ্ধে সেই বিপন্ন মুহূর্ত্তে জেগে উঠ্‌লো দেশ-মাতৃকার সন্তানের দল। মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত সন্তানগণ ঐ সকল ধন-সঞ্চয়ী অধর্ম্মপরায়ণ উৎপীড়কের অর্থ লুণ্ঠন ক'রে—জাতি-নির্বিচারে দরিদ্রের মধ্যে অপক্ষপাতে বিতরণ কর্‌বার ব্রত নিলেন, দুর্গতদের সমস্ত দুঃখের প্রতিকারে ব্রতী হলেন তাঁরা। তাঁদের পরম ব্রত হোলো—অন্যায়কে ধ্বংস করা।...

"এই মন্ত্রের সাধন"...উক্তির সঙ্গে সঙ্গেই সঙ্গীত-ব্যঞ্জনা আরম্ভ...।

এই মন্ত্রের সাধনই সন্তানদের তপস্যা—এই তাঁদের আকূতি,—তাই দেশ-মাতৃকার শ্রেষ্ঠ সন্তানের কণ্ঠে সে-দিন আকুল হ'য়ে ধ্বনি তুলেছিল—

'আমার মনস্কাম কি সিদ্ধ হবে না' !—

[নেপথ্য থেকে একটি গুরুগম্ভীর কণ্ঠ মন্ত্রিত হইল –

"আমার মনস্কাম কি সিদ্ধ হবে না"...

পটাবরণ অপসৃত—। পরক্ষণে দৃশ্যাবিষ্কার...ছায়ান্ধকার অরণ্য-ভূমি...নেপথ্য-দ্বার হইতে গম্ভীর কণ্ঠ পুনর্ব্বার ধ্বনিত হইল :

সত্যানন্দ

আমার মনস্কাম কি সিদ্ধ হবে না ?

[দূরাগত "বন্দেমাতরম্"- স্বর-ব্যঞ্জনা

আমার মনস্কাম কি সিদ্ধ হবে না ?

[পূর্ব্ব স্বর-ব্যঞ্জনা

আমার মনস্কাম কি সিদ্ধ হবে না ?

[অন্য নেপথ্য দ্বার হইতে উত্তর আসিল]

মহাপুরুষ

তোমার পণ কি ?

সত্যানন্দ

পণ আমার জীবনসর্ব্বস্ব।

মহাপুরুষ

জীবন তুচ্ছ, সকলেই ত্যাগ কর্‌তে পারে।

[দুই দ্বার হইতে দুইজনে শূন্য মঞ্চের 'পর মুখোমুখি আগাইয়া আসিলেন]

সত্যানন্দ

আর কি আছে? আর কি দোবো?

মহাপুরুষ

ভক্তি।

["ভক্তি" শব্দটির বারংবার গুঞ্জন—অস্ফুট হইতে অস্ফুটতর ভাবে ক্রমাবসান…দৃশ্য তিরস্করিণী অপসারিত। দৃশ্যান্তর। দেশমাতৃকার সমক্ষে করজোড়ে সত্যানন্দ দণ্ডায়মান…জীবানন্দ, ভবানন্দ, ধীরানন্দ, জ্ঞানানন্দ প্রভৃতি সন্তানগণ সারি দিয়া নতজানু হইয়া রহিয়াছে। দূরে পটভূমিতে "বন্দে মাতরম্" গীতধ্বনি…আর সুগম্ভীর অথচ ক্ষীণ ধ্বনি আসিতেছে:

'চাই ভক্তি—চাই ভক্তি'—]

সত্যানন্দ

সন্তানগণ! শুনেছ তোমরা: মহাপুরুষের অমোঘ বাণী—চাই ভক্তি… মনে সন্দেহ রাখ্‌লে চল্‌বে না। ঐ আমাদের মা—ঐ মা-র প্রতি অচলা ভক্তি। সে ভক্তি তোমাদের আছে?

জীবানন্দ

পরীক্ষা করুন—প্রভু!

সত্যানন্দ

তোমরা সন্তান-ধর্ম্মে দীক্ষিত—আজ বিধি-নির্দ্দেশ।

জীবানন্দ

আপনার কৃপা।

সত্যানন্দ

সঙ্কল্পের শুভলগ্ন সমাগত। তোমরা সকলেই যথাবিধি স্নাত, সংযত, আর অনশনে আছ তো?

সকলে

আছি

সত্যানন্দ

তোমরা এই ভগবৎসাক্ষাৎ মাতৃচরণে প্রতিজ্ঞা করো : সন্তান-ধর্ম্মের সমস্ত নিয়ম পালন করবে ?

সকলে

করবো ।

সত্যানন্দ

যতদিন না মা-র উদ্ধার হয়, ততদিন গৃহধর্ম্ম পরিত্যাগ করবে ?

সকলে

করবো ।

সত্যানন্দ

মাতা-পিতা ত্যাগ করবে ?

সকলে

করবো ।

সত্যানন্দ

ভ্রাতা-ভগিনী ?

সকলে

ত্যাগ করবো ।

সত্যানন্দ

দারা-সুত ?

সকলে

ত্যাগ করবো ।

সত্যানন্দ

আত্মীয়-স্বজন ? দাস-দাসী ?

সকলে

সমস্তই ত্যাগ করলুম ।

সত্যানন্দ

ধন-সম্পদ্—ভোগ ?

সকলে

সমস্তই ত্যাজ্য।

সত্যানন্দ

ইন্দ্রিয় জয় কর্‌বে ? স্ত্রীলোকের সঙ্গে কখনো একাসনে বস্‌বে না ?

জীবানন্দ

বস্‌বো না। সমস্তই মেনে চল্‌বো।

ভবানন্দ

ইন্দ্রিয় জয় কর্‌বো।

সত্যানন্দ

ভগবানের সাম্‌নে প্রতিজ্ঞা করো : আপনার জন্যে বা স্বজনের জন্যে অর্থ উপার্জ্জন কর্‌বে না ? যা' উপার্জ্জন কর্‌বে, সে আনন্দমঠের ধনাগারে দেবে ?

সকলে

দোবো।

সত্যানন্দ

সনাতন ধর্ম্মের জন্যে নিজে অস্ত্র ধ'রে যুদ্ধ কর্‌বে ?

সকলে

কর্‌বো।

সত্যানন্দ

রণে কখনো ভঙ্গ দেবে না ?

সকলে

না।

সত্যানন্দ

যদি প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ হয় ?

জীবানন্দ

জলন্ত চিতায় প্রবেশ কর্‌বো—

ভবানন্দ

ঐ পথ, কিংবা বিষ-পান ক'রে প্রাণত্যাগ কর্‌বো।

সত্যানন্দ

আর এক কথা—জাতি। তোমরা জাতির অভিমান ত্যাগ কর্‌তে পার্‌বে? সকল সন্তানেরই এক জাত।—এ মহাব্রতে ব্রাহ্মণ-শূদ্র বিচার নেই। সকলেই একই মন্ত্রে দীক্ষিত সন্তান। তোমরা কি বলো?

জীবানন্দ

আমরা জাতি-বিচার কর্‌বো না—

ভবানন্দ

আমরা সকলেই এক মায়ের সন্তান।

সত্যানন্দ

তোমরা যে সমস্ত প্রতিজ্ঞা কর্‌লে, তা' ভঙ্গ কোরো না। মুরারি স্বয়ং তা'র সাক্ষী। যিনি—রাবণ, কংস, হিরণ্যকশিপু, জরাসন্ধ, শিশুপাল—দানবদের বিনাশের কারণ,—যিনি সর্ব্বান্তর্য্যামী, সর্ব্বজয়ী, সর্ব্বশক্তিমান,—যিনি সর্ব্বনিয়ন্তা,—যিনি ইন্দ্রের বজ্রে আর মার্জ্জারের নখে তুল্যরূপে বাস করেন,—তিনি প্রতিজ্ঞাভঙ্গকারীকে ধ্বংস ক'রে অনন্ত নরকে পাঠিয়ে দেবেন।

জীবানন্দ ও ভবানন্দ

তথাস্তু।

[অন্যান্য সন্তানগণ সম্মতি জ্ঞাপন করিল

সত্যানন্দ

তোমরা বলো—'বন্দে মাতরম্'।

সকলে

বন্দে মাতরম্।

সত্যানন্দ

এই হোলো সন্তান-ধর্ম্ম, এই ধর্ম্ম পালন করার নামই ভক্তি। দেশমাতৃকার শ্রীচরণে তোমরা এই ভক্তি-অর্ঘ্য কায়মনোবাক্যে যদি নিবেদন কর্‌তে পারো, তবে তোমাদের ব্রত হবে সার্থক। তোমরা দেশ-জননীর পুণ্য সেবাব্রত গ্রহণ

ক'রে ধন্য হ'লে। তোমরা সফল হও। অনন্তশক্তিময়ী মা-র কাছে শক্তি-ভিক্ষা ক'রে নাও।—

[সকলে প্রণত

সত্যানন্দ

ওঠো—ভক্ত সন্তানগণ! শোনো তোমরা: দেশমাতৃকার সেবায় রাজাধিরাজ পরম-দেবতা তাঁর ন্যায়ের দণ্ড তোমাদের প্রত্যেকের হাতে আজ অর্পণ কর্‌লেন, প্রতিজনের 'পরে দিলেন শাসন-ভার,—তাঁর এই গুরু-সম্মান—এই দুরূহ কাজ—তাঁকে প্রণাম ক'রে সবিনয়ে শিরোধার্য্য ক'রে নাও। তাঁর কার্য্যসাধনে যেন কোনোদিন কোনো সময়ে কোনো জনকে ভয় কোরো না। যেখানে ক্ষমা ক্ষীণ দুর্ব্বলতা, সেখানে তাঁর আদেশ নিয়ে যেন নিষ্ঠুর হ'তে পারো, কর্ত্তব্যের কাছে তোমাদের হ'তে হবে নির্ম্মম। ক্ষুরধার খড়্গের মতো তোমাদের রসনায় যা' সত্য—তা' যেন দীপ্ত হ'য়ে ওঠে। মনে রেখো: যে অন্যায় করে, আর অন্যায় যে সহ্য করে—তাদের দু'জনকেই তৃণের মতো দগ্ধ করে ন্যায়দণ্ডধারী জগদীশ্বরের ঘৃণা।

জীবানন্দ

এ-শিক্ষা আমরা—দেশের সন্তান, মায়ের সন্তান—প্রাণে প্রাণে গ্রহণ কর্‌লুম।

সত্যানন্দ

তবে এই দেশব্যাপী অন্যায়ের প্রতিকার করো। ক্ষুধার্ত্ত নিরন্নদের মুখে তুলে দাও ক্ষুধার অন্ন। ঘরে ঘরে ফিরিয়ে এনে দাও স্বাস্থ্য-ধন, দেশবাসীর দিনযাপনের গ্লানি দূর করো। তোমাদেরি কর্ম্মগুণে আবার উৎপীড়িত মানুষ উজ্জীবিত হোক্ আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু নিয়ে। এই যদি কর্‌তে পারো—তবেই তোমরা দেশমাতৃকার কৃতী সন্তান।

জীবানন্দ

কিন্তু গুরুদেব: এ-কাজে যেমন জনবলের অপেক্ষা—তেমনি ধনবলেরও বিশেষ প্রয়োজন।

সত্যানন্দ

তোমরা ন্যায়নিষ্ঠ সন্তান—তোমরা কি পথ দেখ্‌তে পাচ্চো না? যা'রা

ক্লেশপিষ্ট মধ্যবিত্ত গৃহস্থের, নিরন্ন দরিদ্রের রক্ত-শোষণে ধন-সঞ্চয় করেছে—তা'রা মানবজাতির শত্রু, তা'রা পরস্বাপহারী লোভী, পাপিষ্ঠ অত্যাচারী, অন্যায়ের কিঙ্কর। সত্যধর্ম্মের মর্য্যাদা রাখ্‌তে হ'লে তাদের ধন-ভার লাঘব কর্‌তে হবে—ছলে পারো, বলে পারো, কিংবা কৌশলে। এ পাপ নয়, এ মানবের কল্যাণে নিয়োজিত হবে, এ পরম পুণ্য কাজ। সেই অর্থ পুনরুদ্ধার ক'রে দরিদ্রের সেবায় নিয়োগ কর্‌বে—অভাবগ্রস্তদের অভাব দূর কর্‌বে—বিপন্নকে বাঁচাবে। এই তোমাদের ধর্ম্ম। আশীর্ব্বাদ করি: তোমাদের ভক্তি অচলা হোক্।...যাও তোমরা—হয়তো দেখ্‌বে কত আর্ত্ত নরনারী অসহায় হ'য়ে পথের ধারে প'ড়ে আছে, নিপীড়িত কত অভাগা ধূলোয় প'ড়ে কাঁদ্‌ছে, কত নিঃসম্বল অনাথা—কত অনাথ শিশু ক্ষুধার জ্বালা সইতে না পেরে মৃত্যুকে করেছে আলিঙ্গন—তা'রা হয়তো শৃগাল-কুকুরের ভক্ষ্য হ'য়ে রয়েছে। যাও তোমরা দিকে দিকে, আশ্রয়হীনকে দেবে আশ্রয়,—হয়তো দেখ্‌বে—অত্যাচার, অবিচারের তীব্র কশাঘাত সইতে না পেরে অনেকে নিজের বাস-ভূমি ছেড়ে সামান্য আশ্রয় খুঁজে বেড়াচ্চে,—হয়তো শুন্‌বে ব্যাকুলকণ্ঠ—স্ত্রী-পুত্র নিয়ে বন্ধ দ্বারে দ্বারে নিষ্ফল আঘাত ক'রে ছুটে বেড়াচ্চে—চীৎকার ক'রে ডাক্‌ছে—'ওগো কে আছ? কে আছ? সাড়া দাও—আশ্রয় দাও—'!

[দৃশ্যাবর্ত্তন...নেপথ্য হইতে কণ্ঠ ধ্বনিত:

"আশ্রয় দাও—আশ্রয় দাও—ওগো কে আছ"!—

মুখ

(১) ক দৃশ্যরূপ:—

[চটী। গোধূলিবেলা।...সাম্‌নে কয়েকটি মাটির কলসী ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত।...কন্যা-অঙ্কে পথশ্রান্তা কল্যাণী।—মহেন্দ্র তারস্বরে হাঁকিতেছিল:

মহেন্দ্র

আশ্রয় দাও! ওগো কে আছ? এখানে কে আছ? সাড়া দাও—আশ্রয় দাও! ভয় নেই...কে আছ?...

[মহেন্দ্র কাহারো অন্বেষণে দুই-চারিবার এধার-ওধার ঘুরিয়া হতাশভাবে কল্যাণীর কাছে ফিরিয়া আসিল]

কল্যাণী, আমার বড় আশা ছিল—চটীতে এসে তোমার আর মেয়েটার মুখে জল দিতে পারবো, প্রাণরক্ষার জন্যে মুখে কিছু দিতে পারবো। কিন্তু কই? চটীতে তো মানুষ নেই!

কল্যাণী

চলো : আমরা এখান থেকে অন্য কোথাও যাই, না হয়তো আবার ঘরে ফিরি…

মহেন্দ্র

তা' কি হয়—কল্যাণী! পদচিহ্ন থেকে এতোখানি পথ এই দারুণ গ্রীষ্মে ক্ষুধা-তৃষ্ণা ভুলে হেঁটে এসেছ—আর কি তোমার পা' চলবে…তোমার তো অভ্যাস নেই। শুদ্ধান্তঃপুরে অতি-সুখে তুমি মানুষ—কুলবধূ তুমি…তবু এতো কষ্ট সইতে পারো দেখে আশ্চর্য্য হ'য়ে গেছি।

কল্যাণী

তোমারো তো দুঃখের সঙ্গে কোনো পরিচয় নেই—তবুও তুমি কি কম কষ্ট সহ্য করছ, সেই অট্টালিকা ছেড়ে পথে বেরিয়ে পড়েছ—শুধু আমাদের মুখ চেয়ে…

মহেন্দ্র

সে আর বড় কথা কি—কল্যাণী! পৈতৃক ভিটে কে ছাড়তে চায়? আমাদের সেই বিরাট্ অট্টালিকা বহুকাল থেকে পুরুষানুক্রমে সঞ্চিত ধনে পূর্ণ… তবুও তোমাদের যদি বাঁচাতে পারি—এই আশায় সে-মায়াও ত্যাগ করেছি—

কল্যাণী

কিন্তু এখন দেখ্ছি—ঘরের চেয়ে বাইরের দুঃখ-বিপদ্ আরো বেশী—

মহেন্দ্র

ঘরও যে শ্মশান হ'য়ে উঠেছে—কল্যাণী! যে বাড়ীতে লোক ধরতো না—সে-বাড়ীতে একটি জনপ্রাণীও নেই…অতো বড় পদচিহ্ন গ্রাম—মানুষ নেই…কে দেখে, কে শোনে…দুর্ভিক্ষ, মড়ক—তা'রি তাড়নায় প্রাণ হাতে ক'রে আমাদের পালিয়ে আস্তে হয়েছে—

কল্যাণী

বাইরেও তো কোনো উপায় দেখ্‌তে পাচ্চি না। শহরে গেলে কিছু উপকার হয়তো হ'তে পারে।

মহেন্দ্র

সে স্থান হয়তো এমনি জনশূন্য, প্রাণরক্ষার উপায়শূন্য হয়েছে।

কল্যাণী

আমার বিশ্বাস—মুর্শিদাবাদ, কাশিমবাজার বা কল্‌কাতায় গেলে প্রাণরক্ষা হ'তে পার্‌বে। এখন এ-স্থান ত্যাগ ক'রে যাওয়াই মঙ্গল।

মহেন্দ্র

পথ চল্‌বার চিন্তা এখন ছাড়ো···পথ নিরাপদ নয়, আজকের দিনে দস্যু-ভয় অত্যন্ত বেশী।···একটা যান নেই, বাহন নেই—কি বিপদ্ বলো দেখি। অথচ আমার সবই ছিল, কিন্তু চালাবার লোক ম'রে গেছে।

কল্যাণী

এখন—ও সমস্ত ভেবে আর কি কূল-কিনারা হবে! এখানে এই জন-মানব-হীন জায়গায় পেটে ক্ষিদে নিয়ে, বুকে তেষ্টা নিয়ে প'ড়ে থাক্‌লে তো প্রাণ বাঁচ্‌বে না। আমরা না হয় স'য়ে রইলুম—কিন্তু এই কচি মেয়েটার দিকে একবার চেয়ে দেখো—ও-র ক্ষিদে-তেষ্টা তো আর সওয়া যায় না।

মহেন্দ্র

আচ্ছা—তুমি একটু সাহস ক'রে এক্‌লা থাকো। মেয়েটা সত্যিই ক্ষিদেতে ছটফট্ কর্‌ছে। দেখি—দেশে যদি গাই থাকে, শ্রীকৃষ্ণ দয়া করুন, আমি দুধ আন্‌বো।—ভয় পেয়ো না, আমি এখুনি আস্‌বো।

[মহেন্দ্র একটি কলসী লইয়া নিষ্ক্রান্ত হইল।···মঞ্চের 'পরে ক্ষীণ আলো ক্রমশঃ স্তিমিত হইয়া আসিতে লাগিল। অনতিদূর থেকে শৃগাল-কুকুরের রব প্রভৃতি। কল্যাণী অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় কন্যাকে লইয়া অবস্থান করিতে লাগিল···]

কল্যাণী

কেন ওঁকে যেতে দিলুম···না হয় আরো কিছুক্ষণ ক্ষিদে-তেষ্টা স'য়ে থাক্‌তুম।

সুকুমারী

মা—বাবা কোতা' গেল, বড্ড ভয় ক'চ্চে—

কল্যাণী

ভয় কি মা! এই যোদাঁড়া—চারদিকে দরজা বন্ধ ক'রে দিচ্চি।···

[কল্যাণী উঠিয়া দ্বারগুলি পরীক্ষার পরে দেখিল—সবগুলিই কবাট ও অর্গল-শূন্য]

—ওমা, এ-কি! একটিও কপাট নেই, খিল্ নেই?—আয়, তুই আমার কোলের কাছে স'রে আয়, সুকু,—ভয় নেই।

[চারিদিকে উৎকণ্ঠিত দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিতে লাগিল।···ঠিক পরমুহূর্ত্তেই সাম্‌নের দ্বারে একটি কঙ্কালসার বিকট ছায়ামূর্ত্তির প্রকাশ। শুষ্ক-শীর্ণ কর-নির্দ্দেশে সেই ছায়া কাহাকে যেন সঙ্কেত করিল। কল্যাণী ভীতি-চকিত ভাবে রুদ্ধনিঃশ্বাসে সেই দৃশ্য লক্ষ্য করিল।···প্রথম ছায়ামূর্ত্তির পাশে একটির পর একটি কয়েকজন উলঙ্গপ্রায় কৃষ্ণবর্ণ বিকট মূর্ত্তি আসিয়া দাঁড়াইল···]

কল্যাণী (শঙ্কা-রুদ্ধ কণ্ঠে)

কে—কে তোমরা?

সুকুমারী (কাঁদিয়া উঠিল)

ওমা—ভয়—

কল্যাণী

চুপ্—

এক দস্যু

গায়ে কত গয়না দেখ্—

অন্য দস্যু

ধর্ ধর্—

সকলে

ধর—ধর্—

[ছায়ামূর্ত্তিগুলি কল্যাণী ও তাহার কন্যাকে নীরবে ঘিরিয়া ধরিতে লাগিল। কল্যাণী ভয়ে প্রায় হতচেতন হইয়া নিষ্ফল আত্মরক্ষার চেষ্টায় আকুল হইয়া কন্যাকে বুকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া ···]

কল্যাণী (ফিরিয়া দাঁড়াইয়া একরকম মরিয়া হইয়া)

তোমরা কি চাও ?

সকলে

ধর্‌—ধর্‌—ক—তো গ—য়—না—

কল্যাণী

স'রে দাঁড়াও—আমার গায়ে হাত দিয়ো না…

[অলঙ্কারগুলি গাত্র হইতে একে একে খুলিয়া তাহাদের সাম্‌নে ফেলিয়া দিতে লাগিল…

—এই নাও—এই নাও—এই নাও… গায়ে হাত দিয়ো না—সমস্ত দিচ্চি—

[দস্যুরা যে যাহা পাইল গয়নাগুলি কুড়াইয়া লইল। তথাপি কয়েকজন কল্যাণী ও সুকুমারীকে ধরিতে চেষ্টা করিল। শুধু একবারমাত্র কল্যাণীর আর্ত্তকণ্ঠ ও কন্যার ভয়ার্ত্ত চীৎকার শোনা গেল।…

ক্ষণপরেই মঞ্চ ঈষৎ আলোকিত হইলে দেখা গেল—মঞ্চটি শূন্য।…সামান্যক্ষণ পরে দুধের কলসী-হস্তে মহেন্দ্রের প্রবেশ।… সে-স্থলে স্ত্রী-কন্যাকে না দেখিয়া তাহার মুখ সংশয়াকুল হইয়া উঠিল।…চারিদিকে অনুসন্ধান করার অভিনয়—পরে চীৎকার করিয়া আহ্বান :

মহেন্দ্র

কোথায় গেল আমার মেয়ে—আমার স্ত্রী ?…দেখ্‌তে পাচ্চি না তো!—(কন্যার নাম ধরিয়া ডাক) সুকুমারী—সুকুমারী—মা আমার !…কোনো উত্তর নেই ? কল্যাণী—কল্যাণী—কল্যাণী—কল্যাণী !

[ডাকিতে ডাকিতে প্রস্থান… …

মঞ্চ অন্ধকার-মগ্ন … …]

দৃশ্যাবর্ত্তন—

খ

দৃশ্যরূপ :—

[বনভূমি—কুসুম-শোভিত। ক্ষীণ আলোয় সামান্য পরিদৃশ্যমান।… কন্যা-ক্রোড়ে কল্যাণী একপার্শ্বে উপবিষ্টা।…দস্যুগণের বাদানুবাদ--কোলাহল। এক দল অলঙ্কার-বিভাগে ব্যস্ত।]

এক দস্যু

আমরা সোনা-রূপো নিয়ে কি কর্‌বো ? এতে কি আমাদের পেট ভর্‌বে ?

অন্য দস্যু

ঠিক বলিচিস্—সোনারূপো চাই না—

এক দস্যু

একখানা গয়না নিয়ে কেউ আমাকে এক মুঠো চাল দাও—ক্ষিদেয় প্রাণ যায়…আজ কেবল গাছের পাতা খেয়ে আছি।

অন্য দস্যু

দূর্ তোর গয়না…এই নে—কে নিবি নে'…সর্দ্দার—এই সমস্ত গয়না তুমি নাও…আমাদের চাল দাও—চাল দাও !

সকলে

চাল দাও—চাল দাও…ক্ষিদেয় প্রাণ যায়, সোনা-রূপো চাই না—

[এই বলিয়া সকলে হট্টগোল করিতে লাগিল]

দস্যুসর্দ্দার

এই—এই—থাম্—তোরা থাম্ !

এক দস্যু

কোনো কথা শুন্‌বো না—সোনা-রূপো নিয়ে আগে চাল দাও।

সকলে

চাল দাও—চাল দাও…চাইনে সোনা, চাইনে গয়না, চাল দাও !

সর্দ্দার

চাল কোথা' পাবি ? গোল্ করিস্ নে—থ'ম্ বল্‌চি।

এক দস্যু

ক্ষিদেয় ম'চ্চি—থাম্‌বো ? আগে চাল দাও।

সকলে

চাল দাও—চাল দাও—

সর্দ্দার

থাম্—থাম্—চাল কি চাইলেই পাবি ?

অন্য দস্যু

তবে রে বেটা—আমরা সোনারূপো কি চিবিয়ে খাবো ? চাল না দিস্ তো—খুন্ করবো—

সকলে

খুন্ করবো—চুলোয় যাক্ তোর গয়না—চুলোয় যাক্—

[তাহারা থামিল না—ক্রমে উচ্চ উচ্চ কথা হইতে গালিতে পরিণত হইল, শেষে মারামারির উপক্রম।...ইতোমধ্যে সুযোগ বুঝিয়া কন্যাকে লইয়া কল্যাণীর সেই দৃশ্য হইতে অলক্ষিতে অপসরণ।...অলঙ্কারগুলি প্রত্যেকে দস্যু-সর্দ্দারের গায়ে ছুঁড়িয়া মারিল।—সর্দ্দার দু'একজনকে প্রহার করিল।—তখন সকলে সর্দ্দারকে আক্রমণ করিয়া তাহাকে আঘাত করিতে লাগিল। সেই আঘাতে অনাহার-ক্লিষ্ট শীর্ণ সর্দ্দার প্রাণত্যাগ করিল।—ক্ষুধিত, রুষ্ট, জ্ঞান-শূন্য দস্যুদল ক্ষেপিয়া উঠিল...]

এক দস্যু

সর্দ্দার বেটা মরেচে !

অন্য দস্যু

বেশ হয়েচে। শিয়াল-কুকুরের মাংস খেয়িচি, ক্ষিদেয় প্রাণ যায় যায়...আয় ভাই—আজ এই বেটাকে খাই।

সকলে

জয় কালী ! বম্ কালী !

এক দস্যু

আজ নরমাংস খাবো।

[বিশীর্ণদেহ কৃষ্ণকায় প্রেতমূর্ত্তিগুলি খল্-খল্ হাসিয়া করতালি দিয়া নাচিতে আরম্ভ করিল]

অন্য দস্যু

ওরে আগুন জ্বাল্—আগুন জ্বাল্...এ বেটাকে পুড়িয়ে ঝলসে খাবো।

[চক্‌মকি-সোলায় তৃণ-কাষ্ঠে আগুন জ্বালানো হইল।—একজন মৃত সর্দ্দারের পা' ধরিয়া টানিয়া আগুনে ফেলিতে উদ্যত…]

এক দস্যু

রাখ—রাখ : রও—রও : যদি মাংস খেয়েই আজ প্রাণ রাখ্‌তে হয়, তবে এই বুড়োর শুক্‌নো মাংস কেন খাই? আজ যা' লুঠে এনিচি, তাই খাবো। আয়—ঐ কচি মেয়েটাকে পুড়িয়ে খাই।

অন্য দস্যু

যা' হয় পোড়া—বাপু…আর তো ক্ষিদে সয় না।

[সকলের সোল্লাস চীৎকার]

অপর এক দস্যু

নে'—আর দেরী কেন?

এক দস্যু

আরে লুঠের মাল কই? উবে গেল নাকি?

অন্য দস্যু

বলিস্ কি রে!…ঐ তো—যায়গা খালি খাঁ খাঁ কর্‌চে!—পালালো?

এক দস্যু

পালাবে কোথা' রে? মুখের শিকার অম্‌নি ছেড়ে দোবো বল্‌লেই হোলো। চ'—খোঁজ করি গে'।

সকলে

মার্—মার্—ধর্—ধর্—মার্—মার্—

[চীৎকার করিতে করিতে সেই প্রেত-মূর্ত্তি দস্যুদলের উন্মত্তবৎ প্রস্থান।…নেপথ্য হইতে দস্যুদলের চীৎকার শোনা যাইতে লাগিল, ক্রমশঃ অস্পষ্ট হইয়া গেল।…কল্যাণীর সকাতর কণ্ঠ এক পার্শ্ব হইতে শ্রুত হইল। কন্যা-ক্রোড়ে ভয়-ব্যাকুলিতা কল্যাণীর পুনঃপ্রকাশ…]

কল্যাণী

কোথায় তুমি! যাঁকে আমি নিত্য পূজা করি, নিত্য নমস্কার করি—যাঁর ভরসায় এই বনের মধ্যেও ঢুক্‌তে সাহস করেছি…কোথায় তুমি—হে মধুসূদন!

[এই মুহূর্ত্তে অনতিদূরে গম্ভীর কণ্ঠ শোনা গেল :

সত্যানন্দ

হরে মুরারে মধুকৈটভারে!
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে!
হরে মুরারে মধুকৈটভারে!

[এই কণ্ঠ ক্রম-নিকটবর্ত্তী হইয়া গম্ভীর নাদে ধ্বনিত হইল—

হরে মুরারে মধুকৈটভারে!

[কল্যাণীর সম্মুখে বিরাজ করিতে লাগিল—শুভ্রশরীর, শুভ্রকেশ, শুভ্রশ্মশ্রু, শুভ্রবসন ঋষিমূর্ত্তি—]

কল্যাণী (অস্ফুটকণ্ঠে)

ঋষি! দেবর্ষি! [বিস্মিতা কল্যাণী মাথা নত করিয়া প্রণাম করিল]

সত্যানন্দ

আর কোনো ভয় নেই—মা! দেখে বোধ হচ্চে—তোমরা ক্ষুধা-তৃষ্ণায় আর্ত্ত। কন্যাকে কিছু খাওয়াও, আপনি কিছু খাও, তারপর কথা কইবো।

কল্যাণী

বাবা!

সত্যানন্দ

কিছু বল্‌বে?

কল্যাণী

মেয়েকে আমি খাওয়াবো, কিন্তু আমাকে কিছু খেতে আজ্ঞা করবেন না—কোনো বাধা আছে। আমি খাবো না।

সত্যানন্দ

কি বাধা আছে—আমাকে বলো! আমি বনবাসী ব্রহ্মচারী, তুমি আমার কন্যা, তোমার এমন কি কথা আছে যে—আমাকে বল্‌বে না? তুমি ক্ষুধায়-তৃষ্ণায় কাতর···না খেলে বাঁচ্‌বে কি ক'রে?

কল্যাণী

আপনি দেবতা, আপনাকে বল্‌বো—দ্বিধা কি! আমার স্বামী এ পর্য্যন্ত অভুক্ত আছেন···তাঁর দেখা না পেলে, কিংবা খাওয়ার খবর না শুন্‌লে—আমি কেমন ক'রে খাই?

সত্যানন্দ

তোমার স্বামী কোথায় ?

কল্যাণী

তা' আমি জানি না···তিনি দুধের সন্ধানে বেরিয়ে গেলে পর দস্যুরা আমাকে আক্রমণ করেছিল।

সত্যানন্দ

হুঁ—বুঝেছি। তোমাদের নিবাস কোথায় ?

কল্যাণী

পদচিহ্নে।

সত্যানন্দ

পদচিহ্নে ! বাড়ী ছেড়ে কোথায় যাচ্ছিলে ?

কল্যাণী

শহরের দিকে।

সত্যানন্দ

কবে যাত্রা করেছ ?

কল্যাণী

আজ সকালে।

সত্যানন্দ

তোমার স্বামীর নাম ?

কল্যাণী

নাম—

সত্যানন্দ

ওঃ—নাম উচ্চারণ করতে নেই। তোমার স্বামী কি পদচিহ্নের জমিদার-বংশের—

কল্যাণী

তিনিই জমিদার।

সত্যানন্দ

তবে···তুমিই মহেন্দ্রের পত্নী ?···

[কল্যাণীর মৌন-সম্মতি]

—তুমি আমার কথা রাখো—ক্ষুধা-তৃষ্ণা নিবারণ করো…আমি তোমার স্বামীর সংবাদ আন্‌বো।

কল্যাণী

একটু জল এখানে আছে কি ?

সত্যানন্দ

আছে বৈ-কি—মা !

কল্যাণী

আমায় একটু জল দিন…সেই জল আপনার পদরেণু-স্পর্শে অমৃত হবে। সেই অমৃত ছাড়া আমাকে আর কিছু খেতে বল্‌বেন না…স্বামীর সংবাদ না পেলে আর কিছু খাবো না।

সত্যানন্দ

বেশ : তোমার ইচ্ছাই থাক্‌, মা ! তুমি নির্ভয়ে আমার সঙ্গে চ'লে এসো। আমি তোমার স্বামীর সন্ধানে যাবো—তা'কে ফিরিয়ে এনে দোবো।

[নিক্রান্ত]

—দৃশ্যাবর্ত্তন—

(২)

দৃশ্যরূপ :—

সুবিস্তীর্ণ প্রান্তর।—গভীর রাত্রি। অস্পষ্ট আলোক-সম্পাত।… প্রান্তর কাটিয়া একটি রাস্তা। রাস্তার ধারে একটি ক্ষুদ্র পাহাড়। পাহাড়ের উপর অনেক আম্রাদি বৃক্ষ। বৃক্ষাগ্র চন্দ্রকরোজ্জ্বল।… পাহাড়ের মূলের নিকটে বড় জঙ্গল।…উপরে পাহাড়, নীচে রাজপথ, মধ্যে জঙ্গল।…বনমধ্যে বৃক্ষগুলির অন্ধকার তলদেশে সারি সারি গাছের নীচে—দীর্ঘাকার, কৃষ্ণকায়, সশস্ত্র বহু ব্যক্তি সমবেত। তাহাদের মুখ দেখা যাইতেছে না, কেবল তাহাদের তীক্ষ্ণ অস্ত্রগুলি আলোক-দীপ্ত।--

…ধীরানন্দের প্রবেশ—

ধীরানন্দ

বন্দে—

জীবানন্দ

মাতরম্। কে ?

ধীরানন্দ

ধীরানন্দ।

জীবানন্দ

কোনো সন্ধান পেয়েছ ?

ধীরানন্দ

হ্যাঁ : কিছুদূর যেতেই দেখি—কতকগুলো খাজানা-বোঝাই গোরুর গাড়ী ঘিরে অনেকগুলো সিপাই চলেছে। তা'রা এই দিকেই এগিয়ে আস্‌ছে—আর বেশী দূরে নয়।

জীবানন্দ

প্রহরার কি রকম ব্যবস্থা দেখ্‌লে ?

ধীরানন্দ

প্রায় পঞ্চাশজন সিপাই—গাড়ীর আগে-পিছে—সঙ্গীন্ খাড়া ক'রে···আর তাদের অধ্যক্ষ একজন গোরা—সকলের পিছু পিছু ঘোড়ায় ক'রে আস্‌ছে। তা'রা খুব সতর্ক হ'য়েই পথ চল্‌ছে—আজকাল দস্যু-ভয় খুব প্রবল কি-না···আর গাড়ী-ভর্ত্তি অতো অর্থ—

জীবানন্দ

ঐ অর্থ বণিক ইংরেজের ধনাগারে যাচ্চে···অথচ বাঙ্‌লার এই দুর্দ্দশা। দেশের এ-দুর্দ্দশা কোনোদিন হয়েছে ব'লে জানি না। উপায় করে কে ? রাজা তো নাবালক—অক্ষম, নামে নাজিম···আর ইংরেজ এখনো দেশ-শাসনের ভার প্রত্যক্ষভাবে হাতে নেয় নি বটে, কিন্তু অর্থ-শোষণ কর্‌বার জন্যে কেবল দেওয়ানী নিয়েছে।—এদিকে নায়েব-সুবাদারের খেয়ালে দেশবাসীদের বাঁচ্‌তে মর্‌তে হ'চ্চে।

ধীরানন্দ

তাইতো দেখ্‌তে পাচ্চি···এই দুঃসময়ে নায়েব-সুবা শতকরা দশ টাকা রাজস্ব বাড়িয়ে দিয়েছে—সেই তো রাজস্ব-আদায়ের কর্ত্তা।

জীবানন্দ

তাই দেশবাসীর চোখের জলে বাঙ্‌লার মাটি সোনা হ'য়ে গেল।…এই অর্থ কড়ায়-গণ্ডায় আদায় ক'রে নায়েব-সুবা রেজা খাঁ ইংরেজ কোম্পানীকে দিয়ে নিজেকে কৃতার্থ ক'রে তুল্‌তে চায়। জানে—তাইতে তার স্বার্থ বাঁচ্‌বে।

ধীরানন্দ

শুধু কি তাই? ওদিকে নর-কুলাঙ্গার দেবীসিংহ আর গঙ্গাগোবিন্দের অত্যাচারে দেশের লোক অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠেছে…তা'রা নির্বিচারে কর্‌ছে শোষণ।

কত দরিদ্রকে, কত অভাব-ক্লিষ্টকে নিঃস্ব-করা এই অর্থ-পুঞ্জ বিদেশী বণিকের ধন-সঞ্চয়ের অঙ্ক বৃদ্ধি কর্‌তে চলেছে। এ কি অরাজক! না—না: এই নিদারুণ অন্যায়ের প্রতিরোধ কর্‌তেই হবে। প্রস্তুত থাকো!

[নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতে লাগিল। কয়েক মুহূর্ত্ত পরে ব্রহ্মচারী সত্যানন্দ পাহাড় হইতে নামিয়া সে-স্থলে উপস্থিত হইয়া একটা ইঙ্গিত করিলেন সঙ্কেত-ভাষায়—"বন্দে মাতরম্"। সকলে স্থির। তিনি প্রতিজনের মুখ-পানে সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিতে দিতে—শেষে এক ব্যক্তির কাছে আসিয়া তাহার অঙ্গ স্পর্শ করিয়া ইঙ্গিত করিলেন। সে-ব্যক্তি এক সুন্দর যুবাপুরুষ, বলিষ্ঠকায়, গৈরিক-বসনধারী, গুম্ফ-শ্মশ্রুতে তাহার মুখ আবৃত, সর্ব্বাঙ্গে চন্দন-শোভা। ব্রহ্মচারীর ইঙ্গিতমাত্রেই সে-ব্যক্তি সামান্য অন্তরে সরিয়া আসিল…]

সত্যানন্দ

ভবানন্দ—পদচিহ্নের মহেন্দ্রসিংহের কোনো সংবাদ রাখো?

ভবানন্দ

মহেন্দ্র সিংহ আজ সকালে স্ত্রী-কন্যা নিয়ে গৃহত্যাগ ক'রে যাচ্ছিল…হয়তো চটীতে—

সত্যানন্দ

চটীতে যা' ঘটেছে—তা' জানি। সেখানে এসে মহেন্দ্র তা'র স্ত্রী-কন্যার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পড়েছে—তা'র কোনো সংবাদ পাওয়া যাচ্চে না। মহেন্দ্রের স্ত্রী-কন্যা বিপন্ন হয়েছিল…কে কর্‌লে?

ভবানন্দ

গেঁয়ো চাষালোক বোধ হয়। এখন সকল গাঁয়ের চাষা-ভূষো পেটের জ্বালায় ডাকাত হয়েছে। আজকাল কে ডাকাত নয়? আমরাও আজ লুঠে খেয়েছি···কোতোয়াল সাহেবের দু'মণ চাল যাচ্ছিল—তা' নিয়ে সন্তানের ভোগে লাগিয়েছি।

সত্যানন্দ

(ঈষৎ হাস্যে) —প্রাণধারণের উত্তম ব্যবস্থা করেছ।···তা'হ'লে গাঁয়ের চাষা-ভূষোরাই মহেন্দ্রের স্ত্রী-কন্যাকে আক্রমণ করেছিল···সেই চোরের হাত থেকে আমি তাদের উদ্ধার করেছি। আপাততঃ তাদের মঠে রেখে এসেছি। এখন তোমার ওপর ভার যে—মহেন্দ্রকে খুঁজে তা'র স্ত্রী-কন্যা তা'র জিম্মা ক'রে দাও। মহেন্দ্রের স্ত্রী এখনো অভুক্তা—স্বামীর সংবাদ না পেলে সে কিছুই খাবে না। আমি তা'কে কথা দিয়ে এসেছি—তা'র স্বামীর সন্ধান আমি এনে দোবো।···যাও ভবানন্দ: মহেন্দ্রকে খুঁজে আনা চাই, নইলে এই মাতৃমন্দিরে নারী-হত্যা কেউ নিবারণ করতে পারবে না।—এখানে জীবানন্দ থাকলেই কার্য্যোদ্ধার হবে।

ভবানন্দ

প্রভু—আমি এখনি তা'র স্বামীর সন্ধানে যাচ্চি।

[ভবানন্দের অভিবাদন ও প্রস্থান]

সত্যানন্দ

জীবানন্দ!

জীবানন্দ (অগ্রসর হইয়া)

প্রভু!

সত্যানন্দ

যা'র খোঁজে ভবানন্দকে পাঠালুম—সেই মহেন্দ্র সিংহ পদচিহ্নের জমিদার—বিপুল অর্থশালী···বহুসঞ্চিত ধনের ভাণ্ডার ওর অট্টালিকা—

জীবানন্দ

সে ধনের কি সদ্ব্যবহার করবার ইচ্ছা রাখেন···তবে আদেশ দিন্—মা-র সেবায় তা'র সদ্গতি করি।

সত্যানন্দ

হয়তো ভবিষ্যতে মা-র সেবার উদ্দেশ্যেই ঐ প্রচুর অর্থ সঞ্চিত রয়েছে···কিন্তু পুণ্যকাজে অপহরণ করা অবৈধ,—আমি চাই : অধিকারী স্বেচ্ছায় সেই অর্থ মায়ের সেবার্থে দান করুক্। তবে অন্যায় আচরণে যা'রা মা-র সন্তানদের দীন থেকে দীনতর ক'রে তুল্ছে—তাদের কবল হ'তে দরিদ্রের সেই অপহৃত ধন উদ্ধার করাই মা-র প্রকৃত সেবা—মা-র পূজা। সে আয়োজন কি তোমরা করেছ ?

জীবানন্দ

হাঁা—প্রভু : মা-র পূজার ব্যবস্থার জন্যেই তো আমরা দু'শো সন্তান এই তালপাহাড়ে অপেক্ষা ক'রে আছি। সময় হ'লেই ডঙ্কা বেজে উঠ্বে।

সত্যানন্দ

সাধু! কিন্তু মাতৃপূজা যেন না লাঞ্ছিত হয়।—তোমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হোক্।

[দূরাগত কোলাহল

জীবানন্দ

ঐ তা'র সূচনা।

সত্যানন্দ

পূজার কল্পারম্ভ—কর্ত্তব্যে মা-র আহ্বান!—তোমরা সদুদ্দেশ্য, সৎসাহস, সদ্‌বীর্য্য অবলম্বন করো···আমার আশীর্ব্বাদ—তোমরা কৃতকার্য্য হবে। বন্দে মাতরম্!

[সকলে অস্ফুট ধ্বনি করিল—"বন্দে মাতরম্"···
ব্রহ্মচারীর প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চ অন্ধকারময় হইল]

দৃশ্যাবর্ত্তন—

(৩)

দৃশ্যরূপ :—

রাজপথ। অদূরে প্রান্তর ও পূর্ব্ব গিরিবন। পশ্চাদ্‌ভাগে একটি ভগ্ন শকট···এধার-ওধার দুই চারিটি প্রক্ষিপ্ত নির্ব্বাপিত ও অর্দ্ধ-নির্ব্বাপিত মশাল—ভগ্ন অস্ত্র-শস্ত্র বিক্ষিপ্ত। নিহত হাওলদার, গোরা ও কয়েকজন সিপাহী ভূতলশায়ী।··· দৃশ্য-প্রকাশ-মাত্রই ধারণা হয় যে—সে-স্থানে লড়াই চলিয়াছে। বারুদের ধূম কুণ্ডলী পাকাইয়া চারিদিক্ পরিব্যাপ্ত করিয়া তুলিয়াছে।···নেপথ্য হইতে যুদ্ধের প্রচণ্ড কোলাহল—অস্ত্র-শস্ত্রের ঝনৎকার ও বন্দুকের আওয়াজ···তন্মধ্যে সন্তানদের চীৎকার ভাসিয়া আসিতেছে—

"হরে মুরারে! হরে মুরারে! জয় মা"!

- অপরপক্ষের কণ্ঠ -

"মাল্ লেকে ডাকুলোক ভাগ্‌তা—ডাকুলোক ভাগ্‌তা—মারো—মারো—"

এই দৃশ্যে যুদ্ধোদ্যম-কাল পর্য্যন্ত কোলাহল, গুলির শব্দ ও আর্ত্তনাদ প্রভৃতি। দৃশ্যের সম্মুখভাগে বন্দুক-হাতে ভবানন্দ···তাহার দুই হাতে বিচ্ছিন্ন বন্ধন-রজ্জু ঝুলিতেছিল···ভবানন্দ একটি গাড়ীর 'পরে দাঁড়াইয়া চীৎকার করিতেছিল :

ভবানন্দ

জয় শ্রীহরি! 'হরে মুরারে—হরে মুরারে'···মার্—মার্—

[নেপথ্যের দিকে লক্ষ্য করিয়া বন্দুক ছুঁড়িতে লাগিল। মহেন্দ্র একটি তরবারি-হস্তে সেই যুদ্ধস্থলের এক পার্শ্বে নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহারও দুই মণিবন্ধে ছিন্ন রজ্জুর বাঁধন। মহেন্দ্র তরবারি ফেলিয়া দিয়া প্রস্থানোদ্যত হইতেই ভবানন্দ লক্ষ্য করিয়া, তাহার দিকে ফিরিয়া, প্রশ্ন করিল :

ভবানন্দ

অস্ত্র ফেলে দিলে যে তুমি ?

মহেন্দ্র

লুঠ কর্‌তেই আপনারা সিপাইদের আক্রমণ করেছেন, আপনারা দস্যু

…দস্যুদের সহায়তা করা দুরাচার—এ-কাজ আমি একেবারেই সমর্থন কর্‌তে পারি না।

ভবানন্দ

সেই বিবেচনা ক'রেই বুঝি অস্ত্র-হাতে তফাৎ রইলে? জমিদারের ছেলে, দুধ-ঘির শ্রাদ্ধ কর্‌তে মজবুত—কাজের বেলা হনুমান।

মহেন্দ্র

যাই বলুন: ও পাপকাজে আমার মতি নেই। কিন্তু আমার পরিচয় আপনি কেমন ক'রে জান্‌লেন?

ভবানন্দ

তোমায় আমি চিনি—মহেন্দ্র সিংহ! তা' নইলে— তোমার সাহায্যের জন্যেই এখানে এসে পড়ে' তোমারি মতো স্বেচ্ছায় বাধন সেধে নিলুম কেন—আর কেনই-বা তোমাকে মুক্তি এনে দেবার জন্যে গোরুর গাড়ীর চাকায় হাত রেখে বাঁধন কাট্‌তে বল্‌লুম?

মহেন্দ্র

আপনার সেই উপকার স্মরণ ক'রেই তো আমি প্রথমে একজন সিপাহীর অস্ত্র কেড়ে নিয়ে যুদ্ধে উদ্যোগী হয়েছিলুম…তারপর—

ভবানন্দ

আমরা ডাকাত—এই ভেবে—তোমার পবিত্র বিবেকে বুঝি বাজ্‌লো?

[এই সময়ে নেপথ্য হইতে—"হরে মুরারে" বিজয়োল্লাস শব্দ ধ্বনিত]

ভবানন্দ (সোল্লাসে)

হরে মুরারে! যাক্—আমাদের কার্য্যসিদ্ধি হয়েছে।…

[নেপথ্যের দিকে চাহিয়া]

—জীবানন্দ—জীবানন্দ—ভাই!

[পিস্তল-হাতে জীবানন্দের প্রবেশ—তাহার পিছু পিছু সদানন্দ আসিল। জীবানন্দ ও ভবানন্দ উভয়ে আলিঙ্গন-বদ্ধ—]

ভবানন্দ

ভাই জীবানন্দ: সার্থক ব্রত গ্রহণ করেছিলে। তোমার নেতৃত্বে মা-র কাজ সুসিদ্ধ হয়েছে।

জীবানন্দ

ভবানন্দ: তুমিও কি এ-কাজে নিশ্চল ছিলে? অস্ত্র-হাতে তোমার মতো মা-র নির্ভীক সন্তানের ব্রত-পালন দেখেছি। তোমার নাম সার্থক হোক্।

ভবানন্দ

সমস্ত অর্থের পেটী তো আমাদের অধিকারে এসেছে?

জীবানন্দ

সমস্তই আমরা করায়ত্ত করেছি···গুরুর আশীর্ব্বাদে মা-র কাজ সফল হয়েছে। এই লুঠ-করা অর্থ মা-র পূজায় লাগ্‌বে—এইতেই দরিদ্রের অন্নদান-সেবা চল্‌বে।

ভবানন্দ

এখন মা-র মন্দিরে এই অপহৃত ধন নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করো। সদানন্দ আর আমি মহেন্দ্রকে নিয়ে গুরুদেবের সঙ্গে এখনি সাক্ষাৎ কর্‌ছি।

[জীবানন্দের প্রস্থান···মহেন্দ্র প্রস্থানোদ্যত]

—কোথা' যাও মহেন্দ্র সিংহ?

মহেন্দ্র

ম'শায় আপনারা কে?

ভবানন্দ

যেই হই—তোমার তা'তে প্রয়োজন কি?

মহেন্দ্র

আমার কিছু প্রয়োজন আছে। আর যাই হোক্: আজ আপনার কাছে বিশেষ উপকৃত হয়েছি—তাই আমার—

ভবানন্দ

সে বোধ যে তোমার আছে—এমন বুঝ্‌লুম না! ধনীর সন্তান—দেহখানি বেশ হৃষ্টপুষ্ট ক'রে তুলেছ—কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে দুর্ব্বল, কাপুরুষ।

মহেন্দ্র

(যেন তাহার কথা কাড়িয়া লইয়া ঘৃণাস্বরে বলিয়া উঠিল)

আগে বলেছি—আবার বল্‌ছি: এ কুকাজ—ডাকাতি।

ভবানন্দ

হোক্ ডাকাতি। কিন্তু আমরা যে তোমার কিছু উপকার করেছি—সে-কথা তো মানো!

মহেন্দ্র

তা' অস্বীকার কর্‌ছি না…কিন্তু কি উদ্দেশ্যে?

ভবানন্দ

উদ্দেশ্য কিছু না থাক্‌লে কি—কেবল তোমার জন্যে সিপাই-এর হাতে আমি এতো নিগ্রহ ভোগ করি? কিন্তু তোমার এ-বিপদ্ ঘট্‌লো কেমন ক'রে?

মহেন্দ্র

অদৃষ্ট। আমার স্ত্রী-কন্যাকে চটীতে হারিয়ে রাজপুরুষের সহায়ে তাদের উদ্ধারের জন্যে নগরে যাচ্ছিলুম। রাস্তায় সিপাইদের সঙ্গে দেখা। আমার হাতে বন্দুক দেখে ডাকাত ভেবে সিপাইরা আমাকে গ্রেপ্তার কর্‌লে—তারপর হাত-পা' বেঁধে গোরুর গাড়ীতে এনে ফেল্‌লে। কিছুক্ষণ পরে আপনাকেও ঐ অবস্থায় আমার পাশে এসে পড়্‌তে দেখ্‌লুম।—যাক্ঃ আমাকে যেতে দিন্—

ভবানন্দ

মহেন্দ্র—মনে রেখো: মুক্তি-মূল্যে তোমার একটা উপকার করেছি—আরো কিছু উপকার কর্‌বার ইচ্ছা রাখি।

মহেন্দ্র

তোমরা আমার কিছু উপকার করেছ—বটে, তা' মানি…কিন্তু আর কি উপকার কর্‌বে? আর ডাকাতের কাছে এতো উপকৃত হওয়ার চেয়ে আমার অনুপকৃত থাকাই ভালো।

ভবানন্দ

উপকার গ্রহণ করো না করো, তোমার ইচ্ছা! যদি ইচ্ছা হয়—আমার সঙ্গে এসো…তোমার স্ত্রী-কন্যার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়ে দোবো।

[মহেন্দ্র উদ্‌গ্রীব হইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল]

মহেন্দ্র

সে কি?

[ভবানন্দের ঈষৎ হাস্য—ক্ষণপরে কহিল :

ভবানন্দ

এসো আমার সঙ্গে—মা-র মন্দিরে।

মহেন্দ্র

মা! কে তিনি? তাঁর স্বরূপ কি?

ভবানন্দ

মা! আমাদের মা—

সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং
শস্যশ্যামলাং মাতরম্।
বন্দে মাতরম্!

মহেন্দ্র

মাতা কে?

ভবানন্দ

শুভ্রজ্যোৎস্না-পুলকিত-যামিনীং
ফুল্লকুসুমিত-দ্রুমদল-শোভিনীং
সুহাসিনীং সুমধুরভাষিণীং
সুখদাং বরদাং মাতরম্।

মহেন্দ্র

এ তো দেশ···এ তো মা নয়!

ভবানন্দ

মহেন্দ্র : আমরা অন্য মা মানি না···জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী। আমরা বলি : জন্মভূমিই জননী···আমাদের মা নেই, বাপ নেই, ভাই নেই, বন্ধু নেই, স্ত্রী নেই, পুত্র নেই, ঘর নেই, বাড়ী নেই···আমাদের আছে কেবল সেই সুজলা, সুফলা, মলয়জ-সমীরণ-শীতলা শস্যশ্যামলা মা—

মহেন্দ্র

তবে গাও—সন্তান : সেই মাতৃমন্ত্র "বন্দে মাতরম্"!

[সদানন্দ দেশমাতৃকার উদ্দেশে প্রণাম নিবেদনান্তে "বন্দে মাতরম্"-গীত কণ্ঠে মুখর করিয়া তুলিল :

সদানন্দ

(গান)

বন্দে মাতরম্ !

সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং

শস্যশ্যামলাং মাতরম্ ।

শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত-যামিনীং

ফুল্লকুসুমিত-দ্রুমদল-শোভিনীং

সুহাসিনীং সুমধুরভাষিণীং

সুখদাং বরদাং মাতরম্ ॥

সপ্তকোটিকণ্ঠ-কলকল-নিনাদকরালে,

দ্বিসপ্তকোটিভুজৈর্ধৃতখরকরবালে,—

অবলা কেন মা এতো বলে !

বহুবলধারিণীং

নমামি তারিণীং

রিপুদলবারিণীং

মাতরম্ ॥

তুমি বিদ্যা, তুমি ধর্ম্ম,

তুমি হৃদি, তুমি মর্ম্ম,

ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে ।

বাহুতে তুমি মা শক্তি,

হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি,

তোমারি প্রতিমা গড়ি

মন্দিরে মন্দিরে ।

ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী—

কমলা কমলদলবিহারিণী—

বাণী বিদ্যাদায়িনী নমামি ত্বাম্ ।

নমামি কমলাম্

অমলাম্ অতুলাং

সুজলাং সুফলাং
মাতরম্।
বন্দে মাতরম্।
শ্যামলাং সরলাং
সুস্মিতাং ভূষিতাং
ধরণীং ভরণীং
মাতরম্।
বন্দে মাতরম্॥

[গীতকালে ভবানন্দ কাঁদিতেছিল। মহেন্দ্র সবিস্ময়ে তাহার ভাব লক্ষ্য করিল—]

মহেন্দ্র

তবে এরা কি রকম দস্যু!—তোমরা কা'রা?

ভবানন্দ

আমরা সন্তান।

মহেন্দ্র

সন্তান কি? কা'র সন্তান?

ভবানন্দ

মায়ের সন্তান।

মহেন্দ্র

ভালো: সন্তানে কি চুরি-ডাকাতি ক'রে মায়ের পূজা করে? সে কেমন মাতৃভক্তি?

ভবানন্দ

আমরা চুরি-ডাকাতি করি না।

মহেন্দ্র

এই তো গাড়ী লুঠ কর্‌লে!

ভবানন্দ

সে কি চুরি-ডাকাতি? কা'র টাকা লুঠ কর্‌লুম?

মহেন্দ্র

কেন? রাজার!

ভবানন্দ

রাজার? এই যে টাকাগুলো সে নেবে—এ-টাকায় তা'র কি অধিকার?

মহেন্দ্র

রাজার রাজভাগ

ভবানন্দ

যে রাজা রাজ্য-পালন করে না, সে আবার রাজা কি?

মহেন্দ্র

তোমরা সিপাহীর তোপের মুখে কোন্ দিন উড়ে যাবে—দেখ্‌ছি।

ভবানন্দ

অনেক দেখেছি···আজও দেখ্‌লুম।

মহেন্দ্র

ভালো ক'রে দেখোনি—একদিন দেখ্‌বে।

ভবানন্দ

না হয় দেখ্‌লুম—একবার বৈ তো দু'বার মর্‌বো না।

মহেন্দ্র

তা' ইচ্ছা ক'রে মরে' কাজ কি?

ভবানন্দ

মহেন্দ্রসিংহ! তোমাকে মানুষের মতো মানুষ ব'লে আমার কিছু বোধ ছিল,—কিন্তু এখন দেখ্‌লুম: সবাই যা'—তুমিও তা'···কেবল দুধ-ঘির যম।—দেখো: সাপ মাটিতে বুক দিয়ে হাঁটে, তা'র চেয়ে নীচ জীব আমি তো আর দেখি না···সাপের ঘাড়ে পা' দিলে সে-ও ফণা ধ'রে ওঠে। তোমার কি কিছুতেই ধৈর্য্য নষ্ট হয় না?

মহেন্দ্র

দেশের অবস্থা ফিরিয়ে দেবার মতো শক্তি তো আমার নেই! কি কর্‌তে পারি? তোমাদের মতো কাজ ক'রে দুরাচারের ভাগী হ'তে আমি চাই না। যেমন আছি, বেশ আছি।

ভবানন্দ

তোমাদের মতো লোককে চেতনা দিতে যে যায়—সে বাতুল। দুরাচার সম্বন্ধে তোমার কি জ্ঞান আছে? তোমরা পড়ে' পড়ে' মার খাবে, লাঞ্ছিত হবে, তবু জাগ্‌বে না। দেখো: যত দেশ আছে—মগধ, মিথিলা, কাশী, কাঞ্চী, দিল্লী, কাশ্মীর—কোন্ দেশের এমন দুর্দ্দশা! কোন্ দেশে মানুষ খেতে না পেয়ে ঘাস খায়, কাঁটা খায়, উই-মাটি খায়, বনের লতা খায়? কোন্ দেশে মানুষ শিয়াল-কুকুর খায়, মড়া খায়? কোন্ দেশের মানুষের সিন্দুকে টাকা রেখে স্বস্তি নেই, সিংহাসনে শালগ্রাম রেখে স্বস্তি নেই, ঘরে ঝি-বউ রেখে স্বস্তি নেই?

মহেন্দ্র

যে-রকম অদৃষ্ট!

ভবানন্দ

অদৃষ্টের দোহাই দিয়ে প'ড়ে থাক্‌লেই বাঙালী বাঁচ্‌বে? ভীরুরাই তাই করে। অদৃষ্টের কথা বল্‌ছ? সকল দেশের রাজার সঙ্গে রক্ষণাবেক্ষণের সম্বন্ধ···আমাদের রক্ষা করে কে? বাচ্ছা নবাব দোল্ খায় আর ঘুমোয়। ইংরেজ কোম্পানী টাকা আদায় করে আর ডেস্‌প্যাচ্ লেখে। বাঙালী কাঁদে আর উৎসন্ন যায়। হায়রে দেশের বরাত! ধর্ম্ম গেল, জাত গেল, মান গেল, কুল গেল—এখন তো প্রাণ পর্য্যন্ত যায়। এ নেশাখোর চোর-বাটপাড়দের, এ অর্থলোলুপ বিদেশীদের না তাড়ালে আর কি দেশ থাকে?

মহেন্দ্র

তাড়াবে কেমন ক'রে?

ভবানন্দ

মেরে।

মহেন্দ্র

তুমি একা তাড়াবে? এক চড়ে নাকি?

ভবানন্দ

সপ্তকোটিকণ্ঠ-কলকল-নিনাদকরালে—
দ্বিসপ্তকোটিভুজৈর্ধৃতখরকরবালে—

মহেন্দ্র

কিন্তু দেখ্‌ছি—তুমি একা।

ভবানন্দ

কেন : এখনি তো দু'শো লোক দেখেছ !

মহেন্দ্র

তা'রা কি সকলে সন্তান ?

ভবানন্দ

সকলেই সন্তান।

মহেন্দ্র

আর কত আছে ?

ভবানন্দ

এমন হাজার হাজার—ক্রমে আরো হবে।

মহেন্দ্র

না হয় দশ-বিশ হাজার হোলো—তা'তে কি এমন বড় কাজ কর্‌তে পার্‌বে ? এই দস্যুবৃত্তিতে কি দেশোদ্ধার হবে···পৃথিবী-রাজ্যটা কি তোমাদের হাতে এসে যাবে ? আশা কম নয় !

ভবানন্দ

অন্যায় কি ! পলাশীতে ইংরেজের ক'জন ফৌজ ছিল ?

মহেন্দ্র

ইংরেজ আর বাঙালীতে ?

ভবানন্দ

নয় কিসে ? গায়ের জোরে কত হয়···গায়ে জিয়াদা জোর থাক্‌লে গোলা কি জিয়াদা ছোটে ?

মহেন্দ্র

তবে ইংরেজের সঙ্গে এখানের এতো তফাৎ কেন ?

ভবানন্দ

তা'র কারণ—ইংরেজের জিদ্ আছে···যা' ধরে, তাই করে,—এখানকার সব এলাকাড়ি।···তারপর শেষ কথা সাহস। কামানের গোলা এক

যায়গায় বৈ দশ যায়গায় পড়্‌বে না—তাই একটা গোলা দেখে দশজন পালাবার দরকার নেই।

মহেন্দ্র

তোমাদের এ সব গুণ আছে?

ভবানন্দ

না। কিন্তু গুণ গাছ থেকে পড়ে না—অভ্যাস করতে হয়।

মহেন্দ্র

তোমরা কি অভ্যাস করো?

ভবানন্দ

দেখ্‌ছ না—আমরা সন্ন্যাসী! আমাদের সন্ন্যাস এই অভ্যাসের জন্যে। কার্য্য উদ্ধার হ'লে—অভ্যাস সম্পূর্ণ হ'লে—আমরা আবার গৃহী হবো। আমাদেরও স্ত্রী-কন্যা আছে।

মহেন্দ্র

তোমরা সে সমস্ত ত্যাগ ক'রে মায়া কাটাতে পেরেছ?

ভবানন্দ

সন্তানকে মিথ্যা কথা কইতে নেই—তোমার কাছে মিথ্যা বড়াই করবো না। মায়া কাটাতে পারে কে? যে বলে: আমি মায়া কাটিয়েছি, হয়—তা'র মায়া কখনো ছিল না, কিংবা সে মিথ্যা বড়াই করে। আমরা মায়া কাটাই না—আমরা ব্রত রক্ষা করি।—তুমি সন্তান হবে?

মহেন্দ্র

আমার স্ত্রী-কন্যার সংবাদ না পেলে আমি কিছু বল্‌তে পারি না।

ভবানন্দ

চলো—তবে তোমার স্ত্রী-কন্যাকে দেখ্‌বে চলো।...

[প্রস্থানোদ্যম—ভবানন্দ ও সদানন্দ গান ধরিল: "বন্দে মাতরম্"—]

—মহেন্দ্র, তুমিও গাও।

[মহেন্দ্র সঙ্গে যোগ দিল—গাহিতে গাহিতে তাহার চক্ষু আর্দ্র হইল]

মহেন্দ্র

যদি স্ত্রী-কন্যা ত্যাগ না কর্‌তে হয়, তবে এ-ব্রত আমাকে গ্রহণ করাও।

ভবানন্দ

এ-ব্রত যে গ্রহণ করে—সে স্ত্রী-কন্যা পরিত্যাগ করে। তুমি যদি এ-ব্রত গ্রহণ করো—তবে স্ত্রী-কন্যার সঙ্গে সাক্ষাৎ করা হবে না। তাদের রক্ষার জন্যে উপযুক্ত বন্দোবস্ত করা যাবে···কিন্তু ব্রতের সাফল্য পর্য্যন্ত তাদের মুখদর্শন নিষেধ।

মহেন্দ্র

তা'হ'লে আমি এ-ব্রত গ্রহণ কর্‌বো না।

ভবানন্দ

উত্তম: তা'হ'লে স্ত্রী-কন্যার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌বে—এসো।

[পুনর্ব্বার "বন্দে মাতরম্" গীতানুবৃত্তি—উভয় সন্তানের গাহিতে গাহিতে প্রস্থান—সঙ্গে সঙ্গে মহেন্দ্র নিষ্ক্রান্ত···দূরে অতিদূরে গানটি অপসৃত হইতে লাগিল।]

—তিরস্করণী

বা

দৃশ্যাবর্ত্তন—

প্রতিমুখ

(১)

দৃশ্যরূপ :—

উচ্চ বেদী-সমন্বিত বিরাট্ দেবালয়।—পটভূমিকায় মাতৃমূর্ত্তি।—সেই বিশাল কক্ষটি প্রায়ান্ধকার—ক্ষীণ দীপালোক। মাতৃমূর্ত্তির সম্মুখে নির্ব্বাপিত দীপাবলী।—হরিণচর্ম্মোপরি উপবিষ্ট সত্যানন্দ ঠাকুরের উদাত্ত মন্ত্রোচ্চারণ শ্রুত হইল। পার্শ্বে বসিয়া জীবানন্দ।
…ক্ষণপরে পুথি হইতে মুখ তুলিয়া সত্যানন্দ কথা কহিলেন :

সত্যানন্দ

জীবানন্দ! মা-র আশীর্ব্বাদে তোমরা সফল হয়েছ। ধন্য তোমরা! তোমাদের ব্রত সার্থক হোক্!

জীবানন্দ

সর্ব্বৈশ্বর্য্যশালিনী শক্তিময়ী জননী যেন আমাদের আরো বল-বুদ্ধি দেন।… প্রভু—আজ আমরা যে অর্থ লাভ করেছি—তা' জনসেবাতেই ব্যয় করা হবে।

সত্যানন্দ

জনসেবাই মাতৃসেবা…মা-র ইচ্ছা পূর্ণ হোক্।…কিন্তু মহেন্দ্রের সংবাদ কি?

জীবানন্দ

মহেন্দ্র সিপাইদের হাতে অকারণ বন্দী হয়েছিল—তা'কে ভবানন্দ বহুপূর্ব্বেই উদ্ধার করেছেন—মন্দিরে এখুনি নিয়ে আস্‌বেন।

সত্যানন্দ

মহেন্দ্র আস্‌বে—সে আশা আমার আছে।

জীবানন্দ

কিন্তু প্রভু—মহেন্দ্র আজন্ম বিলাস-সুখে লালিত ধনীর সন্তান…সন্তানের এই কৃচ্ছ্রব্রত পালন কর্‌তে সে পার্‌বে?

সত্যানন্দ

যতোদিন সে কায়মনোবাক্যে মাতৃভক্ত না হয়—ততদিন তাকে গ্রহণ কোরো না।

জীবানন্দ

মহেন্দ্রকে গ্রহণ করলে সন্তানের কি কোনো সহায় হ'তে পারে?

সত্যানন্দ

সে এলে—সন্তানের বিশেষ উপকার আছে।—তা' হ'লে তা'র পুরুষানুক্রমে সঞ্চিত অর্থ মা-র সেবায় অর্পিত হবে।...তোমরা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ওর অনুসরণ কোরো...সময় দেখ্‌লে ওকে শ্রীবিষ্ণুমণ্ডপে—এই মাতৃমন্দিরে উপস্থিত কর্‌তে ভুলো না। আর সময়ে হোক্—অসময়ে হোক্—ওদের প্রাণ রক্ষা কোরো। কেননা—যেমন দুষ্টের শাসন সন্তানের ধর্ম্ম, শিষ্টের রক্ষাও সেইরূপ ধর্ম্ম।...শ্রীমধুসূদনের কৃপায় সমস্তই শুভ হবে।—

[পুনরায় পুথি-পাঠ-রত...মন্ত্রোচ্চারণ :

ম্লেচ্ছনিবহনিধনে কলয়সি করবালম্।
ধূমকেতুমিব কিমপি করালম্।
কেশব ধৃতকল্কিশরীর
জয় জগদীশ হরে ॥

[এই সময়ে মহেন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া ভবানন্দের প্রবেশ।—ভবানন্দ মহেন্দ্রকে ইঙ্গিত করিলে মহেন্দ্র সত্যানন্দের দিকে অগ্রসর হইল। সত্যানন্দ বিনাদৃক্‌পাতে মন্ত্র-পাঠে নিরত রহিলেন। অন্য সকলে নীরবে সসম্ভ্রমে অপেক্ষা করিতে লাগিল।—
পাঠ-শেষে—মহেন্দ্র সত্যানন্দকে প্রণাম করিয়া পদধূলি গ্রহণ করিল।...সত্যানন্দের ইঙ্গিতে জীবানন্দ ও ভবানন্দ তাঁহাকে অভিবাদনান্তে নিক্রান্ত।]

সত্যানন্দ

মহেন্দ্রসিংহ: তোমাকে ফিরিয়ে আন্‌তে পেরেছি—সে ভগবানের অশেষ দয়া।—তোমার দুঃখে আমি অত্যন্ত কাতর হয়েছি, কেবল সেই দীনবন্ধুর কৃপায় তোমার স্ত্রী-কন্যাকে কাল রাত্রিতে আমি রক্ষা কর্‌তে পেরেছিলুম।

মহেন্দ্র

আপনি তাদের রক্ষা করেছেন?

সত্যানন্দ

হ্যাঁ: মহেন্দ্র! মধুসূদনের তাই ইচ্ছা ছিল, আমি নিমিত্ত মাত্র।...তোমার

স্ত্রী-কন্যাকে ক্ষুধার্ত্ত দস্যুরা আক্রমণ করে। বিচরণ করতে করতে হঠাৎ একটা গভীর বন থেকে আমি শুনতে পেলুম—এক আর্ত্ত-নারীর সকাতর মধুসূদন-ডাক আর এক শিশুকন্যার ভীত চীৎকার। আমি সেই শব্দ লক্ষ্য ক'রে বনমধ্যে প্রবেশ করি, তারপরে—তোমার স্ত্রীকে আর কন্যাকে উদ্ধার ক'রে এই মঠে এনে তুলি।...তোমার স্ত্রীকে অনেক অনুরোধ ক'রেও এক গণ্ডুষ জল ভিন্ন কিছু খাওয়াতে পারি নি। পতিপ্রাণা মা আমার পণ করেছেন: স্বামীর দেখা না পেলে কিছু খাবেন না...তোমার দেখা পাবার জন্যে আকুল হ'য়ে এখনো ব'সে আছেন। মা-র প্রার্থনায় তোমার সন্ধান এনে দোবো—প্রতিজ্ঞা করেছিলুম।...আজ আমার সব দিক্ রক্ষা পেয়েছে।

মহেন্দ্র

আমার স্ত্রী-কন্যা নিরাপদে আছে তো? তা'রা এখন কোথায়—প্রভু?

সত্যানন্দ

চলো: তা'রা যেখানে আছে—তোমাকে সেখানে নিয়ে যাই। সমস্তই কুশল।...

[সত্যানন্দ অগ্রসর হইয়া আসিলেন—তাঁহার পশ্চাতে মহেন্দ্র। সূক্ষ্মাবরণ অপসৃত হইল। সত্যানন্দ দেশমাতৃকা-মূর্ত্তিটি দেখাইয়া গম্ভীর স্বরে কহিলেন:

—মহেন্দ্র: এগিয়ে এসো!—কি দেখ্ছ?

মহেন্দ্র

এই অন্ধকারে কিছুই তো আমি দেখ্তে পাচ্চি না—প্রভু!

[সত্যানন্দ দীপাবলী জ্বালাইয়া ধরিলেন। ক্রমশঃ প্রতিমার 'পরে আলোক প্রস্ফুটিত হইল, আবিষ্কৃত হইল—অপূর্ব্ব দেশমাতৃকা-মূর্ত্তি...]

সত্যানন্দ

লক্ষ্য স্থির করো—মহেন্দ্র! দেখো: বিরাট্ চতুর্ভুজমূর্ত্তি—শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী, কৌস্তুভশোভিত-হৃদয়, সম্মুখে স্থাপিত ঘূর্ণ্যমান-প্রায় সুদর্শনচক্র। আর তারি সামনে ঐ চিত্র—মধুকৈটভ-স্বরূপ দু'টি প্রকাণ্ড রুধিরপ্লাবিত ছিন্নমস্ত মূর্ত্তি। বামে লক্ষ্মী আলুলায়িতকুন্তলা শতদলমালামণ্ডিতা ভয়ত্রস্তার

মতো দাঁড়িয়ে আছেন···আর দক্ষিণে দাঁড়িয়ে আছেন সরস্বতী—বাদ্যযন্ত্র, পুস্তকশ্রী, মূর্ত্তিমান রাগ-রাগিণী পরিবেষ্টিতা হ'য়ে।—দেখো : বিষ্ণুর অঙ্কে এক মোহিনী মূর্ত্তি—লক্ষ্মী-সরস্বতীর অধিক সুন্দরী, লক্ষ্মী-সরস্বতীর অধিক ঐশ্বর্য্যময়ী। গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, দেব, যক্ষ, রক্ষ—তাঁকে পূজা কর্‌ছে।···

[অত্যন্ত গম্ভীর অথচ অতি ভীত স্বরে—

—সমস্তই দেখ্‌তে পাচ্চো ?

মহেন্দ্র

পাচ্চি।

সত্যানন্দ

বিষ্ণুর কোলে কি আছে—দেখেছ ?

মহেন্দ্র

দেখেছি। কে উনি ?

সত্যানন্দ

মা।

মহেন্দ্র

মা কে ?

সত্যানন্দ

আমরা যাঁর সন্তান।

মহেন্দ্র

কে তিনি ?

সত্যানন্দ

সময়ে চিন্‌বে। বলো—বন্দে মাতরম্ !

মহেন্দ্র

বন্দে মাতরম্ !

সত্যানন্দ

এখন চলো—দেখ্‌বে চলো।

[সেই কক্ষ-পার্শ্ব অন্ধকার হইয়া গেল···পার্শ্বান্তর-স্থিত আলোকোজ্জ্বল হইল]

মহেন্দ্র

ইনি কে? অপরূপ সর্ব্বাঙ্গসম্পন্না সর্ব্বাভরণভূষিতা জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তি!

সত্যানন্দ

মা—যা' ছিলেন।··· ("ছিলেন" শব্দটির গুরু উচ্চারণ)

মহেন্দ্র

সে কি?

সত্যানন্দ

ইনি কুঞ্জর কেশরী প্রভৃতি বন্য পশুদের পদতলে দলিত ক'রে বন্য পশুর আবাস-স্থানে আপনার পদ্মাসন পেতেছিলেন। ইনি সর্ব্বালঙ্কার-পরিভূষিতা হাস্যময়ী সুন্দরী ছিলেন। ইনি বালার্ক-বর্ণাভা, সকল ঐশ্বর্য্য-শালিনী। এঁকে প্রণাম করো! ইনি জগদ্ধাত্রীরূপিণী মাতৃভূমি।

মহেন্দ্র (প্রণামান্তে)

বন্দে মাতরম্।

সত্যানন্দ

এবার এই পার্শ্বে এসো।

[পূর্ব্ব পার্শ্বটি তমসাবৃত হইলে পর—অন্য পার্শ্বে স্থিতা প্রতিমার 'পরে সামান্য আলোক প্রকটিত]

মহেন্দ্র

কালীমূর্ত্তি!

সত্যানন্দ

দেখো—মা যা' হয়েছেন।··· ("হয়েছেন" শব্দটির গুরু উচ্চারণ)

মহেন্দ্র (সভয়ে)

কালী!

সত্যানন্দ

কালী অন্ধকার-সমাচ্ছন্না কালিমময়ী। হৃতসর্ব্বস্বা—এই জন্য নগ্নিকা। আজ দেশে সর্ব্বত্রই শ্মশান—তাই মা কঙ্কালমালিনী। আপনার শিব আপনার পদতলে দল্‌ছেন—হায় মা!

করালবদনাং ঘোরাং মুক্তকেশীং চতুর্ভুজাম্।
কালিকাং দক্ষিণাং দিব্যাং মুণ্ডমালাবিভূষিতাম্।
দন্তুরাং দক্ষিণব্যাপিমুক্তালম্বিকচোচ্চয়াম্।
ঘোররূপাং মহারাবাং শ্মশানালয়বাসিনীম্॥

[শ্লোকপাঠ করিতে করিতে সত্যানন্দের চক্ষু দিয়া অশ্রুধারা বহিতে লাগিল]

মহেন্দ্র

হাতে খেটক খর্পর কেন?

সত্যানন্দ

আমরা সন্তান, অস্ত্র মা-র হাতে এই দিয়েছি মাত্র।—বলো: বন্দে মাতরম্!

("সন্তান" শব্দটির গুরু উচ্চারণ)

মহেন্দ্র

বন্দে মাতরম্।

(উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে কালীকে প্রণাম)

সত্যানন্দ

মহেন্দ্র—এদিকে এসো।···

[পূর্ব্বপার্শ্বটি অন্ধকারমগ্ন হইল।—কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইবামাত্রই—আলোক প্রভাসিত···চারিদিক হইতে বিহঙ্গ-কাকলি শ্রুত।··· দৃষ্ট হইল—সম্মুখে বিরাজিত এক মর্ম্মরপ্রস্তরনির্ম্মিত বেদী 'পরে সুবর্ণ-নির্ম্মিতা দশভুজা প্রতিমা—যেন নবারুণ-কিরণে জ্যোতির্ম্ময়ী—হাস্যময়ী। সত্যানন্দ প্রণতি-নিবেদনে স্তব উচ্চারণ করিলেন:

কালাভ্রাভাং কটাক্ষৈররিকুলভয়দাং মৌলিবদ্ধেন্দুরেখাং
শঙ্খং চক্রং কৃপাণং ত্রিশিখমপি করৈরুদ্বহন্তীং ত্রিনেত্রাম্।
সিংহস্কন্ধাধিরূঢ়াং ত্রিভুবনমখিলং তেজসা পূরয়ন্তীং
ধ্যায়েদ্দুর্গাং জয়াখ্যাং ত্রিদশপরিবৃতাং সেবিতাং সিদ্ধিকামৈঃ॥

[সত্যানন্দ প্রণাম করিয়া বলিলেন:

—এই মা যা' হবেন।··· ("হবেন" শব্দটি গুরু উচ্চারিত)

দশভুজ দশদিকে প্রসারিত—তা'য় নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত,

পদতলে শত্রু বিমর্দ্দিত, পদাশ্রিত বীর কেশরী শত্রু-নিপীড়নে নিযুক্ত। দিগ্‌ভুজা—

[সত্যানন্দের বাষ্প-গদ্‌গদ হইয়া উঠিল]

—দিগ্‌ভুজা—নানাপ্রহরণধারিণী শত্রুবিমর্দ্দিনী—বীরেন্দ্র-পৃষ্ঠ-বিহারিণী···দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী—বামে বাণী বিদ্যা-বিজ্ঞান-দায়িনী—সঙ্গে বলরূপী কার্ত্তিকেয়, কার্য্যসিদ্ধিরূপী গণেশ।—এসো: আমরা মা-কে উভয়ে প্রণাম করি।

[উভয়ে যুক্তকরে উর্দ্ধমুখে এককণ্ঠে ডাকিতে লাগিল:

সত্যানন্দ ও মহেন্দ্র

সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥

[উভয়ে ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল—]

মহেন্দ্র

মা-র এ-মূর্ত্তি কবে দেখ্‌তে পাবো?

সত্যানন্দ

যবে মা-র সকল সন্তান মা-কে মা ব'লে ডাকবে—সেই দিন উনি প্রসন্ন হবেন।

['বন্দে মাতরম্' উচ্চারণ করিলেন···সঙ্গে সঙ্গে মহেন্দ্রের উক্তি]

মহেন্দ্র

বন্দে মাতরম্—বন্দে মাতরম্—বন্দে মাতরম্!···

[একদৃষ্টে সেই প্রতিমার দিকে চাহিয়া রহিল···হঠাৎ ফিরিয়া সত্যানন্দকে জিজ্ঞাসা করিল:

—আমার স্ত্রী-কন্যা কোথায়, প্রভু?

সত্যানন্দ

চলো—দেখ্‌বে চলো।

মহেন্দ্র

তাদের একবার মাত্র আমি দেখে—বিদায় দোবো।

সত্যানন্দ

কেন বিদায় দেবে?

মহেন্দ্র

আমি এই মহামন্ত্র গ্রহণ করবো।

সত্যানন্দ

কিন্তু—কোথায় বিদায় দেবে ?

মহেন্দ্র (সামান্য চিন্তা করিয়া)

আমার গৃহে কেউ নেই—আমার আর স্থানও নেই। এ মহামারীর সময় আর কোথায় বা স্থান পাবো ?

সত্যানন্দ

যে পথে এখানে এলে—সেই পথে মন্দিরের বাইরে যাও। মন্দির-দ্বারে তোমার স্ত্রী-কন্যাকে দেখতে পাবে। কল্যাণী এ-পর্য্যন্ত অভুক্তা। যেখানে তা'রা ব'সে আছে—সেই নাট্‌মন্দিরে ভক্ষ্য-সামগ্রী পাবে। তা'কে আহার করিয়ে তোমার যা' অভিরুচি—তাই কোরো। এখন আমাদের আর কারো সাক্ষাৎ পাবে না। তোমার মন যদি এই রূপ থাকে—তবে উপযুক্ত সময়ে তোমাকে দেখা দোবো।

[তিনি অকস্মাৎ অন্তর্হিত হইলেন।—মহেন্দ্র চারিদিকে প্রথমে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিল···তারপরে ধীরে ধীরে নিষ্ক্রান্ত হইল।]

—দৃশ্যাবর্ত্তন—

(২)

দৃশ্যরূপ :—

পশ্চাতে আনন্দারণ্য···কিছুদূরে সবৃক্ষ প্রান্তর। বনের ধারে ধারে রাজপথ। অরণ্য-মধ্য দিয়া একটী ক্ষুদ্র কলনাদিনী তটিনী প্রবাহিতা।···নদীতীরে সদানন্দ নামা এক সন্তান কাহারও প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান···কয়েক মুহূর্ত্ত পরে এধার ওধার নিরীক্ষণ করিয়া গুণ্ গুণ্ করিয়া উচ্ছসিত কণ্ঠে গান ধরিল :

সদানন্দ

(গান)

অয়ি মা রুদ্রাণী !

দেহো মুক্তি আনি।

তিমির-বেদনা সহে না সহে না—
আনো জ্যোতিঃ-বরপাণি।
অসীম বিমানে শান্তির গানে
ভরুক্ ধরণী জাগরণ-তানে,
জীবনে অপার দেহো মহিমার
সুধা-মোক্ষণ-বাণী॥

[গীতান্তে সহসা নেপথ্যের দিকে তাহার দৃষ্টি পড়িল]

সদানন্দ

নগরের দিক থেকে কোনো সন্তান ছুটে আস্‌ছে—না ?…

[উৎকণ্ঠিতভাবে কয়েক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা…হাঁফাইতে হাঁফাইতে এক সন্তানের প্রবেশ]

—কি গোঁসাই—মুখ অতো ভারী কেন ? ছুটে আস্‌ছ যে ? খবর আছে নাকি ?

এক সন্তান

সমূহ বিপদ্…কাল্‌কের কাণ্ডটার জন্যে রাজধানীতে, রাজপথে হুলস্থূল প'ড়ে গেছে—

সদানন্দ

সে আর বিচিত্র কি ! তবে বিপদ্‌টা কোন্‌খানে দেখ্‌ছ ?

এক সন্তান

চারদিকে রব উঠে গেছে : রাজসরকার থেকে কল্‌কাতায় যত খাজ্‌না চালান্ যাচ্ছিল—সন্ন্যাসীরা তা' মেরে নিয়েছে…

সদানন্দ

বেটাদের গায়ে যদি বেশী বেজে থাকে—আবার ফৌজ পাঠিয়ে দিক্—

এক সন্তান

এখন রাজাজ্ঞা পেয়ে সন্ন্যাসী ধর্‌তে সিপাই-বরকন্দাজ ছুটোছুটি লাগিয়ে দিয়েছে—

সদানন্দ

দিক্ না…এবার কিন্তু এক বেটা সিপাইকেও ফির্‌তে হবে না।

এক সন্তান

ব্যাপারটা অতো সহজ নয়—সদানন্দ ! এই দুর্ভিক্ষ-পীড়িত দেশে প্রকৃত সন্ন্যাসী বল্‌তে আর কে আছে—সকলে পেটের জ্বালায় কাশী-প্রয়াগ পালিয়েছে···এখানে সন্ন্যাসী বল্‌তে তো কেবল আমরা—

সদানন্দ

তা'হ'লে আপাততঃ আমাদের সন্ন্যাসী-বেশ ছাড়্‌তে হবে—

এক সন্তান

আমি মঠে যাই—প্রভুকে এ খবর এখুনি জানানো দরকার।

সদানন্দ

তবে মঠে যাও।

এক সন্তান

কিন্তু তুমি এখানে একলা দাঁড়িয়ে রয়েছ কেন ?

সদানন্দ

কারোর আসার অপেক্ষায়।···আচ্ছা: তুমি এখন যাও—সন্তানদের এ খবর জানিয়ে দাও গে।

[সেই সন্তানের প্রস্থান।—ক্ষণপরে ধীরানন্দ প্রবেশ করিল—তাহার পিছু পিছু মহেন্দ্রের প্রবেশ, সঙ্গে কল্যাণী ও কন্যা সুকুমারী।]

সদানন্দ

শুনেছ ধীরানন্দ—সিপাইরা দলে দলে সন্ন্যাসী-শিকারে বেরিয়েছে ?

ধীরানন্দ

সম্ভব। তবে সন্তানরা ওর জন্যে ডরায় না।

সদানন্দ

সে কার্য্যক্ষেত্রে বীর্য্যের পরীক্ষা।···এখন—প্রভু যে দায়িত্ব-ভার দিয়েছেন—তা' আগে সার্‌তে হবে।

ধীরানন্দ

সে আমি ভুলিনি।···মহেন্দ্রসিংহ—তোমরা এই দুর্গম পথ খুঁজে পাবে না ব'লে তোমাদের বন পার ক'রে এনেছি। এখন—তোমার সাম্‌নে সোজা রাস্তা। কিন্তু শুন্‌লে তো: গণ্ডগোল বেধেছে—সাবধানে পথ

চালো।—আর যদি ইচ্ছা করো—সদানন্দ রয়েছেন, তোমাদের পৌঁছে দিয়ে আসুন।

মহেন্দ্র

না—গোঁসাইঠাকুর ঃ আমি স্ত্রী-কন্যা নিয়ে নির্বিঘ্নে যেতে পারবো। আপনারা আমার অনেক উপকার করেছেন—আর আপনাদের বিপন্ন করতে চাই না।

ধীরানন্দ (সস্মিত মুখে)

সন্তানদের কাছে প্রাণের চেয়েও কর্ত্তব্যের মূল্য অনেক বেশী। গুরুর আদেশ ঃ যদি প্রয়োজন হয়—তোমাদের স্বস্থানে পৌঁছে দিতে হবে। তাই সদানন্দ প্রস্তুত রয়েছেন।

মহেন্দ্র

কোনো প্রয়োজন বোধ করি না··· এ-কথা গুরুদেবকে আমার প্রণাম জানিয়ে বল্‌বেন। আমার তো সন্ন্যাসীর বেশ নেই—পথের বিপদ অল্প··· আমি ঠিক পথ চিনে যেতে পারবো।

ধীরানন্দ

তা' হ'লে আমরা যেতে পারি ?

মহেন্দ্র

হ্যাঁ ঃ আপনারা নিশ্চিন্ত মনে ফিরে যান্।

ধীরানন্দ

এসো—সদানন্দ !

[ধীরানন্দ ও সদানন্দের আনন্দারণ্যাভিমুখে প্রস্থান। কল্যাণী ও সুকুমারী একধারে একটি বৃক্ষমূলে বসিয়াছিল—মহেন্দ্র আগাইয়া আসিল—]

মহেন্দ্র

এখন কোথায় যাই—কল্যাণী ?

কল্যাণী

আর চিন্তা কেন ? বাড়ীতে বিপদ্ বিবেচনায় গৃহত্যাগ ক'রে এসেছিলুম··· এখন দেখ্‌ছি—বাড়ীর চেয়ে বাইরে বিপদ্ বেশী। তবে চলো—বাড়ীতেই ফিরে যাই।

মহেন্দ্র

তাই চলো—কল্যাণী !

[কল্যাণী স্বামীর হাত হাতে লইয়া বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল :

কল্যাণী

তোমাকে আজ বড় বিমর্ষ দেখ্‌ছি! বিপদ্‌ যা'—তা' থেকে উদ্ধার পেয়েছি—এখন এতো বিষাদ কেন ?

মহেন্দ্র (সনিশ্বাসে)

আমি আর আপনার নই—কল্যাণী ! আমি কি কর্‌বো—বুঝ্‌তে পারি না ।

কল্যাণী

কেন ?

মহেন্দ্র

তোমাকে হারালে পর, আমার যা' যা' ঘটেছিল—শোনো । আমি প্রথমে পথে যেতে যেতে সিপাইদের হাতে বন্ধন-লাঞ্ছনা ভোগ করি···এক মাতৃভক্ত সন্তান আমাকে মুক্ত ক'রে তোমাদের কুশল-সংবাদ দিয়ে আনন্দমঠে নিয়ে আসেন । মঠে এসে এক মহাপুরুষের দেখা পেয়ে আমার জীবন ধন্য হয়েছে । তিনি আমাকে এমন পথের সন্ধান দিয়েছেন—যা' অতুলনীয়, অতি উদার—সেই আমাকে টান্‌ছে । কি করি !

কল্যাণী

কি কর্‌বে ?

মহেন্দ্র

তোমরাই আমার সব । আর দ্বিধা কেন···চলো—ঘরেই ফিরি । আয় সুকু মা—কোলে আয় ।

কল্যাণী

না—না : আমি ওকে কোলে নিচ্চি ।

মহেন্দ্র

মেয়ে-কোলে তুমি পথ চল্‌তে পার্‌বে কি ? আয়—মা !

[সুকুমারীকে কোলে তুলিয়া লইয়া প্রস্থানোদ্যত···হঠাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া সুকুমারীকে নামাইয়া দিল— পরে আভূমি প্রণাম করিল]

কল্যাণী

কা'র উদ্দেশে প্রণাম কর্‌লে ?

মহেন্দ্র

মা-র উদ্দেশে।

কল্যাণী

মা! কে মা ?

মহেন্দ্র

যে মা—ঋষিকল্প সত্যানন্দ ঠাকুর আমাকে দেবালয়ে নিয়ে গিয়ে দেখিয়েছেন···তিনি দেখিয়েছেন এমন এক মাতৃমূর্ত্তি—যা' অপূর্ব্ব, অপার্থিব। আমার অভিপ্রায়—সেই পবিত্র মাতৃসেবা-ব্রত গ্রহণ করি।—আমার সকল কষ্ট, সকল দুঃখ তিনি ভুলিয়ে দিয়েছেন।

কল্যাণী

ধন্য তুমি। আমারো অনেক কষ্ট, অনেক বিপদ্ গেছে। তুমি শুনে কি করবে ? অত্যন্ত বিপদেও আমার কেমন ক'রে ঘুম এসেছিল—বল্‌তে পারি না···কিন্তু আমি কাল শেষরাত্রে ঘুমিয়েছিলুম—ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখেছিলুম।

মহেন্দ্র (উৎসুককণ্ঠে)

কি স্বপ্ন—কল্যাণী ?

কল্যাণী

দেখ্‌লুম—কি পুণ্যবলে—বল্‌তে পারি না—আমি এক অপূর্ব্ব স্থানে গেছি। সেখানে মাটি নেই···কেবল আলো—খুব স্নিগ্ধ মেঘ-ভাঙা আলোর মতো বড় মধুর আলো। সেখানে মানুষ নেই—কেবল আলোময় মূর্ত্তি। সেখানে শব্দ নেই—কেবল অতিদূরে যেন কি মধুর গীতবাদ্য হ'চ্চে—এমনি একটা শব্দ। নিত্য-নূতন ফুটছে—এমনি লক্ষ লক্ষ মল্লিকা-মালতী-গন্ধরাজের গন্ধ। দেখ্‌লুম—সেখানে এক অপূর্ব্ব মূর্ত্তি—

মহেন্দ্র

কি মূর্ত্তি—কল্যাণী !

[ধীরে ধীরে তাহারা বৃক্ষমূলে—কথা কহিতে কহিতে অন্যমনস্ক-ভাবে—উপবেশন করিল]

কল্যাণী

সে-মূর্ত্তির তুলনা নেই।—সেখানে যেন সকলের 'পরে সকলের দর্শনীয় স্থানে কে ব'সে আছেন—যেন নীল পর্ব্বত স্ব প্রপ্রভ হ'য়ে ভিতরে মন্দ মন্দ জ্বল্‌ছে। অগ্নিময় বিশাল কিরীট তাঁর মাথায়। তঁ'র যেন চারি হাত। তাঁর দুই দিকে কি—আমি চিন্‌তে পার্‌লুম না—বোধ হয় স্ত্রীমূর্ত্তি···

মহেন্দ্র

কল্যাণী—স্বপ্নে তুমি এই অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দেখেছ? এ-যে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারীর মূর্ত্তি···তাঁর দুইদিকে বোধ হয় শ্রী আর বাগ্‌বাদিনী বাণী—

কল্যাণী

তা' আমি জানি না। কিন্তু এতো রূপ, এতো জ্যোতিঃ, এতো সৌরভ যে—আমি সে-দিকে চাইতেই বিহ্বল হ'য়ে গেলুম···চাইতে পার্‌লুম না—দেখ্‌তে পার্‌লুম না যে—কে। যেন সেই চতুর্ভুজের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে আর এক স্ত্রীমূর্ত্তি—

মহেন্দ্র

তবে কি তুমি মাতৃমূর্ত্তি দেখেছ—কল্যাণী!

কল্যাণী

তা'-ও বল্‌তে পারি না।—সে মূর্ত্তি-ও জ্যোতির্ম্ময়ী। কিন্তু চারদিকে মেঘ—আভা ভালো বেরুচ্চে না—অস্পষ্ট বোঝা যাচ্চে যে: অতি শীর্ণা—কিন্তু অতি রূপবতী মর্ম্মপীড়িতা কোনো স্ত্রীমূর্ত্তি কাঁদ্‌ছে। আমাকে যেন সুগন্ধ মন্দ পবন ঢেউ দিতে দিতে সেই চতুর্ভুজের সিংহাসন-তলে এনে ফেল্‌লে। যেন সেই মেঘমণ্ডিতা শীর্ণা স্ত্রী আমাকে দেখিয়ে বল্‌লে তোমার নাম ক'রে: "এই সে—এরই জন্যে ওর স্বামী আমার কোলে আসে না"!

মহেন্দ্র (রুদ্ধনিশ্বাসে স্তম্ভিতভাবে)

কল্যাণী!

কল্যাণী

বাধা দিয়ো না—শোনো।···তখন যেন এক অতি পরিষ্কার সুমধুর বাঁশীর শব্দের মতো হোলো। সেই চতুর্ভুজ যেন আমাকে বল্‌লেন: "তুমি স্বামীকে ছেড়ে আমার কাছে এসো। এই তোমাদের মা—তোমার স্বামী এঁর

সেবা করবে। তুমি স্বামীর কাছে থাক্‌লে—এঁর সেবা হবে না…তুমি চ'লে এসো"।

মহেন্দ্র (ভীত-কৌতূহলী কণ্ঠে)

তুমি কি বল্‌লে—কল্যাণী?

কল্যাণী

আমি যেন কেঁদে বল্‌লুম: "স্বামী ছেড়ে আস্‌বো কেমন ক'রে"? তখন আবার বাঁশী বেজে উঠ্‌লো। তিনি বল্‌লেন: "আমি স্বামী, আমি মাতা, আমি পিতা, আমি পুত্র, আমি কন্যা—আমার কাছে এসো"। আমি কি বল্‌লুম—মনে নেই। আমার ঘুম ভেঙে গেল।

[কল্যাণীর কণ্ঠ অশ্রুভারাক্রান্ত।—মহেন্দ্র কিয়ৎকাল বিস্মিত, স্তম্ভিত ও ভীতভাবে নীরব রহিল—]

মহেন্দ্র

আশ্চর্য্য! দু'জনেই আমরা ভূতভাবন ভগবানের রূপ দেখেছি আশ্চর্য্য উপায়ে—দু'জনেই ডাক পেয়েছি দেবতার!

[তাহাদের মধ্যে ক্ষণেক নীরবতা বিরাজ করিতে লাগিল। যেন দূরাগত বংশী-ধ্বনি-মিশ্রিত মাতৃ-আহ্বান শ্রুত হইল। ইহার সঙ্গে মিলিত হইল মৃদু-মধুর সঙ্গীত-মন্ত্র।]

কি ভাব্‌ছ?

মহেন্দ্র

কি করবো—তাই ভাব্‌ছি। আর ভাব্‌ছি: স্বপ্ন কেবল বিভীষিকা—আপনার মনে জন্ম নিয়ে আপনি লয় পায়—জীবনে জলবিম্ব।…চলো—ঘরে যাই।

কল্যাণী

যেখানে দেবতা তোমাকে যেতে বলেন—তুমি সেখানে যাও।

[এই বলিয়া কল্যাণী মহেন্দ্রের কোলে কন্যাকে তুলিয়া দিল]

মহেন্দ্র

আর তুমি—তুমি কোথা' যাবে?

[কল্যাণী দুই হাতে দুই চোখ ঢাকিয়া মাথা টিপিয়া ধরিয়া বলিল :

কল্যাণী

আমাকেও দেবতা যেখানে যেতে বলেছেন—আমিও সেখানে যাবো।

মহেন্দ্র (চমকিত স্বরে)

সে কোথা' ? কেমন ক'রে যাবে ?

[কল্যাণী তাহার বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে বিষের কৌটা বাহির করিয়া দেখাইল]

মহেন্দ্র

সে কি ? বিষ খাবে ?

কল্যাণী

খাবো মনে করেছিলুম, কিন্তু—

[কল্যাণী কথা শেষ না করিয়া চিন্তাকুলিত ভাবে নীরব হইল।—মহেন্দ্র তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে মহেন্দ্র নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিল :

মহেন্দ্র

'কিন্তু' ব'লে—তুমি কি বল্‌ছিলে—কল্যাণী ?

কল্যাণী

খাবো মনে করেছিলুম···কিন্তু তোমাকে রেখে—সুকুমারীকে রেখে বৈকুণ্ঠেও আমার যেতে ইচ্ছা করে না। আমি মর্‌বো না।

[এই বলিয়া কল্যাণী বিষের কৌটাটি মাটিতে রাখিল]

মহেন্দ্র

কল্যাণী—কি দুঃখে মর্‌বে ?

কল্যাণী

না—না : আমি মর্‌বো না—মর্‌তে পার্‌বো না। তবু ভয় হয়—পাছে—

মহেন্দ্র

কিসের ভয় ?

কল্যাণী

ভয়—পাছে দেবতার প্রত্যাদেশ অমান্য কর্‌লে তাঁর কোপে পড়্‌তে হয়—

মহেন্দ্র

তাই ব'লে—হ'তে হবে দেবতার বলি!

কল্যাণী

দেবতার বলি নয়—দেবতার কাছে আত্ম-নিবেদন···নইলে তাঁর অভিশাপ লাগ্‌বে।

মহেন্দ্র

এই অভিশপ্ত দেশে আর অভিশাপ কি লাগ্‌বে—বলো কল্যাণী! আমরা আজ ম'রে বেঁচে আছি। এই কু-শাসনের ফলে যে—আমাদের সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা জন্মভূমি ছারেখারে গেল। সেদিন জাতীয় জীবনে সকলেই বেঁচে ছিল। দেশে কি সুখ—কি সমৃদ্ধি। জনে জনে ছিল—বল, স্বাস্থ্য-ধন্য পরমায়ু। অভাব-অভিযোগ ধারে ঘেঁস্‌তে পেতো না···এ-রকম খেয়োখেয়ি ছিল না। সরল বিশ্বাসে নিশ্চিন্ত সুখে সকলে স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নিয়ে সংসার চালাতো। আর আজ্‌কে দেশের কি অধঃপতন! এই দেশবাসীর দোষেই অশান্তির শিখা আজ জ্বলে' উঠেছে। অর্থের লালসায় আজ আমাদের দেশের লোকই গৃহশত্রু। আজ বাঙ্‌লার মরবার দিনই এসেছে—এই তো দেবতার অভিশাপ···আর অভিশাপ কা'কে বলে!

কল্যাণী

হায় দেবতার অভিশাপ! আজ দেশে—ধর্ম্মে-কর্ম্মে বাধা, প্রতিপদে বাধা! কিন্তু চিরদিনই কি এ দুরবস্থা থাক্‌বে? যিনি দুর্দ্দিনে এই দেশমাতাকে রক্ষা ক'রে এসেছেন—সেই শ্রীমধুসূদনের যদি ইচ্ছা হয়—মা আমার আবার বেঁচে উঠ্‌বেন।

মহেন্দ্র

জানি না—মা আমার কবে মুক্তি পাবেন! এ-দেশ বাঁচাবে কে? বিধাতার কি ইচ্ছা—কে জানে!

কল্যাণী

তাঁরই ইচ্ছায় দেশভক্ত সন্তানরা জেগে উঠে এই মৃত্যুজাল ছিঁড়ে দেবে··· এই দেশকে অনাচার, অবিচারের হাত থেকে বাঁচাবে। এ অভিশপ্ত জীবনের

হবে শেষ। দেবতার এ অভিশাপ ছু'দিনের, আবার সাধনা কর্‌তে হবে—তবে যাবে এই অভিশাপ—

[তাহারা কথোপকথনে অন্যমনস্ক হইয়া গিয়াছিল। তাহাদের কথাবার্ত্তার মধ্যে সুকুমারী বিষের কৌটাটি লইয়া খেলা করিতে ছিল···হঠাৎ কৌটাটি খুলিয়া বিষের বড়িটি পড়িয়া গেল—সুকুমারী তাহা কুড়াইয়া লইয়া মুখে পূরিল।—ক্ষণপরেই সুকুমারী কাসিতে কাসিতে কাঁদিয়া উঠিল।—কল্যাণী সেই শব্দে আকৃষ্ট হইয়া কন্যার দিকে লক্ষ্য পড়িতেই—চীৎকার করিয়া তাহার কাছে ছুটিয়া গেল—]

কল্যাণী

কি খেলো—কি খেলো ? সর্ব্বনাশ !

[কল্যাণী কন্যার মুখের মধ্যে আঙুল পুরিয়া দিল]

মহেন্দ্র

এ কি—বিষের কৌটো যে খালি প'ড়ে রয়েছে !

কল্যাণী

কৌটো খালি ?—দাঁত খোল্—খোল্ বল্‌ছি ! কি সর্ব্বনাশ হোলো গো ! ···এই যে বিষবড়িটা ! বাবাঃ ! মেয়ে বটে !···

[সুকুমারীর ক্রন্দন।—তাহাকে বৃক্ষতলে শোয়াইয়া দেওয়া হইল। —কল্যাণী নদী হইতে আঁচল ভিজাইয়া জল আনিয়া মেয়ের মুখে দিল—]

—কি হবে—বলো তো ?—একটু কি পেটে গেছে ?

[মহেন্দ্র বিষবড়িটি ভালো করিয়া নিরীক্ষণ করিতে লাগিল]

—কি গো : কথা কইচো না যে ?

মহেন্দ্র (হতাশভাবে)

বোধ হয়—অনেকটা খেয়েছে।

কল্যাণী

আমিও তাই ভেবেছি···নইলে মেয়ে আমার এমন ছটফট্ কর্‌ছে কেন ? এই দেখোনা—কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে ঝিমিয়ে পড়্‌ছে !

মহেন্দ্র (সোদ্বেগে)

সুকু—সুকু—মা আমার !

আর দেখো কি? যে পথে দেবতারা ডেকেছে—সেই পথে সুকুমারী চল্‌লো…আমাকেও যেতে হবে।

[সঙ্গে সঙ্গে কল্যাণী বিষের বড়ি মুখে ফেলিয়া গিলিয়া ফেলিল]

মহেন্দ্র

কি কর্‌লে—কল্যাণী—ও কি কর্‌লে?

[কল্যাণী স্বামীর পদধূলি গ্রহণ করিল…তারপরে উত্তর দিল :

কল্যাণী

প্রভু—কথা কইলে কথা বাড়্‌বে। আমি চল্‌লুম।

মহেন্দ্র (আত্মহারা হইয়া)

কল্যাণী কি কর্‌লে তুমি!—কল্যাণী! কি কর্‌লে!

কল্যাণী (মৃদুস্বরে)

আমি ভালোই করেছি…ছার স্ত্রীলোকের জন্যে পাছে তুমি দেবতার কাজে অযত্ন করো! দেখো: আমি দেববাক্য লঙ্ঘন করেছিলুম—তাই আমার মেয়ে গেল…আর অবহেলা কর্‌লে—পাছে তুমিও যাও!

মহেন্দ্র (ক্রন্দনরত)

তোমায় কোথাও রেখে আস্‌তুম…আমাদের কাজ সিদ্ধ হ'লে আবার তোমাকে নিয়ে সুখী হতুম। কল্যাণী—তুমি আমার সব! কেন এমন কাজ কর্‌লে? যে হাতের জোরে আমি তলোয়ার ধর্‌তুম—সেই হাতই কাটলে! তুমি ছাড়া আমি কি?

কল্যাণী (শান্তকণ্ঠে)

কোথায় আমায় নিয়ে যেতে? স্থান কোথায় আছে? মা, বাপ, স্বজন-বন্ধু—এই দারুণ দুঃসময়ে সকলেই তো মরেছে। কা'র ঘরে স্থান আছে—কোথায় যাবার পথ আছে—কোথায় নিয়ে যাবে? আমি গলগ্রহ। আমি মরেছি—ভালোই করেছি। আমায় আশীর্ব্বাদ করো—যেন আমি সেই—সেই আলোময় লোকে গিয়ে আবার তোমার দেখা পাই!

[কল্যাণী পুনরায় মহেন্দ্রের পদরেণু গ্রহণ করিয়া মাথায় দিল]

মহেন্দ্র (অশ্রু-জড়িত কণ্ঠে)

কল্যাণী ! এই কি দেবতার ইচ্ছা ! ?

কল্যাণী (অতি মৃদু-মধুর স্নেহময় কণ্ঠে)

দেবতারই ইচ্ছা।—দেখো : দেবতার ইচ্ছা—কা'র সাধ্য লঙ্ঘন করে! আমায় যেতে আজ্ঞা করেছেন—আমি মনে কর্‌লে কি থাক্‌তে পারি···নিজে না মর্‌তুম তো—অবশ্য আর কেউ মর্‌তো। আমি ম'রে ভালোই কর্‌লুম। তুমি যে-ব্রত নিয়েছ—কায়মনোবাক্যে তা' সিদ্ধ করো—পুণ্য হবে। আমার তা'তে স্বর্গলাভ হবে। দু'জনে একসঙ্গে অনন্ত স্বর্গভোগ কর্‌বো।

[মহেন্দ্র কোনো কথা না বলিয়া কন্যাকে কল্যাণীর কোলের কাছে দিয়া রোদনরত। কল্যাণীর মাথা তাঁহা'র উরুদেশে স্থাপন করিল।···সেই সময় নেপথ্য থেকে মৃদু অথচ গুরুগম্ভীর শব্দ শ্রুত হইল—]

সত্যানন্দ (নেপথ্য থেকে)

হরে মুরারে মধুকৈটভারে !
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে !

[কল্যাণী বিষের নেশায় কিঞ্চিত হৃতচেতনা - মোহভরে উৎকর্ণা হইয়া শুনিল - যেন বংশী-ধ্বনিতে বাজিতেছে···'হরে মুরারে' সুর ···]

কল্যাণী (মোহাভিভূতা)

ঐ—ঐ—বাঁশী বেজেছে···কে যেন বল্‌ছে—বাঁশীর স্বরে : 'হরে মুরারে মধুকৈটভারে' ! তুমিও বলো : 'হরে মুরারে মধুকৈটভারে' !

মহেন্দ্র (কাতর প্রার্থনার স্বরে)

হরে মুরারে মধুকৈটভারে !

[তখন চারিদিক্ হইতে উত্থিত—"হরে মুরারে" গীতধ্বনি কল্যাণীর শ্রবণে ঝঙ্কার তুলিল]

কল্যাণী ও মহেন্দ্র

হরে মুরারে মধুকৈটভারে !

["হরে মুরারে"— উচ্চারণ করিতে করিতে কল্যাণীর কণ্ঠ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আসিল···ক্রমে নিস্তব্ধ হইল—]

মহেন্দ্র

কল্যাণী! "হরে মুরারে" ডাক্তে ডাক্তে বৈকুণ্ঠে চ'লে গেলে!—হরে মুরারে মধুকৈটভারে!

[সঙ্গীত দ্রুত তানের লয়ে উচ্চগ্রামে উঠিল।...সত্যানন্দের প্রবেশ—]

সত্যানন্দ

হরে মুরারে মধুকৈটভারে!...

[সঙ্গীত ও একতান গীত নেপথ্য হইতে প্রতিধ্বনিত]

হরে মুরারে মধুকৈটভারে!

গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে!

[সত্যানন্দ সস্নেহে মহেন্দ্রর শিরঃস্পর্শ করিয়া তাহাকে কোলে টানিয়া লইলেন]

—মহেন্দ্র—ঈশ্বরকে ডাকো! বলো—'হরে মুরারে মধুকৈটভারে'!

[উভয়ের কণ্ঠ মুখর...ঠিক সেই সময় নজরন্দী জমাদার সিপাহী লইয়া সেখানে প্রবেশ করিল একেবারে সত্যানন্দের গলায় হাত দিয়া বিকট ভাষায় সম্বোধন করিল ঃ

নজরন্দী জমাদার

এই শালা সন্ন্যেসী!

[আর এক সিপাহী মহেন্দ্রকে ধরিল]

সিপাহী

আওর ভ শালাভি সন্ন্যেসী হ্যায়—উস্‌কা সাথ্ রয়্‌তা...শালা—আও—হুঁঃ—দেখো...সব্ বদ্‌মাস্!

[তৃণোপরি শায়িতা কল্যাণীকে ও তাহার কন্যাকে দেখিয়া এক সিপাহী চীৎকার করিয়া তাহাদের ধরিতে গেল]

অন্য সিপাহী

ঐ—আওর এক শালা সন্ন্যেসী লেড্‌ যাতা—আওর এক বাচ্চা সন্ন্যেসী—

[সিপাহী তাহাদের নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিল—একটী স্ত্রীলোক ও এক বালিকার মৃতদেহ]

—আরে—তোবা-তোবা—বেকুব বনায় দিয়া...একঠো জেনানা বিল্‌কুল্ মর্ গিয়া—আওর একঠো বাল্‌বাচ্ছা—ও ভি জীওয়ানী নেই হ্যায়।

ধীরানন্দ

তা'তো হবেই···সন্ন্যাসীর বেশে কাউকে দেখ্‌লে সিপাইরা কি ছেড়ে দেবে? দেখ্‌ছি—প্রভুর সঙ্গে মহেন্দ্র সিংহও ধরা পড়েছে।

জ্ঞানানন্দ

আমাদের গুরুর গুরু পরমগুরু—যিনি অনন্ত জ্ঞানময়—সর্ব্বদা শুদ্ধাচার——যিনি লোক-হিতৈষী—যিনি দেশ-হিতৈষী—যিনি সনাতন ধর্ম্মের পুনঃ-প্রচারের জন্য শরীর-পাতন প্রতিজ্ঞা করেছেন—যাঁকে বিষ্ণুর অবতার-স্বরূপ মনে করি—যিনি আমাদের মুক্তির উপায়—আমাদের শ্রেষ্ঠ অধিনেতা—তিনি আজ বিপন্ন!···ধীরানন্দ: এখন প্রভুর মুক্তির কি উপায়?

ধীরানন্দ

উপায় সন্তানদের হাতে। তবে—এ-কথা মনে রেখো—জ্ঞানানন্দ: প্রভুকে আটক রাখে—এমন লোক বাঙ্‌লায় নেই। তিনি অন্যান্য সন্তানের মতো কোনোকালে গেরুয়া ত্যাগ করেন না—সদাব্রহ্মচারী তিনি—চিরদিনই অনন্যপরায়ণ···তাঁর গতি কেউ স্তব্ধ কর্‌তে পারে না।

জ্ঞানানন্দ

জানি—তবু ও-কথায় আমার মন সান্ত্বনা মান্‌তে চায় না। এতো বড় স্পর্দ্ধা সহ্য করা ক্লীবের লক্ষণ।

ধীরানন্দ

কে সইতে বল্‌ছে! আমি আর দেরী কর্‌তে পারি না—জ্ঞানানন্দ! প্রভুকে এখনি অনুসরণ কর্‌তে হবে। মঠে ভবানন্দ আছেন—তাঁকে সংবাদ দাও। সন্তানদের সত্বর দাও ডাক···সকলে দলবদ্ধ হ'য়ে প্রভুর উদ্ধারে এসো বন্দী-কারাগারে।

জ্ঞানানন্দ

আমরা সেই পাপপুরী ভেঙে ধূলো গুঁড়ো ক'রে দোবো।—শঙ্খে দিই ডাক—সকল সন্তান এসে মিলিত হোক্!—

[যে দিক্ দিয়া সত্যানন্দ-মহেন্দ্র প্রভৃতি নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিল—সেই দিকে ধীরানন্দের প্রস্থান।—জ্ঞানানন্দ বিষণ্ণ মুখে যে পথ দিয়া আসিয়াছিল—সেই পথে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।···কয়েক মুহূর্ত্ত পরে

পশ্চাদ্ভাগ হইতে জীবানন্দ নেপথ্যের দিকে লক্ষ্য করিতে করিতে আবির্ভূত হইল—]

জীবানন্দ

গুরু সত্যানন্দকে সিপাহীরা ধ'রে নিয়ে যাচ্চে···কিন্তু প্রভুর সঙ্কেত-বাণী শুনলুম: 'ধীরসমীরে তটিনীতীরে বসতি বনে বরনারী'! নদীর ধারে আবার কোনো স্ত্রীলোক না খেয়ে প'ড়ে আছে নাকি? এখন কি করি? আমার প্রভু যে আজ বন্দী। কিন্তু এ সঙ্কেতের অর্থ কি? তাঁর জীবন-রক্ষার চেয়েও আজ্ঞা-পালন বড়—এই তাঁর কাছে প্রথম শিখেছি। তা' হ'লে তাঁর আজ্ঞা-পালনই আমার প্রথম কাজ।··দেখি—নদীর ধারে কোন্ বরনারী আবার প'ড়ে আছেন?···

[দুই চারিপদ অগ্রসর হইয়া আসিয়া দেখিল—একটি স্ত্রীলোকের মৃতদেহ ও এক জীবিতা শিশু-কন্যা]

—হ'লেও হ'তে পারে—এরাই মহেন্দ্রের স্ত্রী-কন্যা···কেন না প্রভুর সঙ্গে মহেন্দ্রকে দেখ্লুম। মহেন্দ্রের অনুবর্ত্তী হওয়াই আমার ওপর গুরুর আদেশ ছিল—এখন অন্য আদেশ।—যা' হোক্···

[উভয়কে পরীক্ষা করিল]

—মা-টি মারা গেছে···মেয়েটি বেঁচে রয়েছে। আগে মেয়েটিকে রক্ষা করা দরকার—নইলে বাঘ-ভালুকে খাবে।···

[মেয়েটিকে কোলে তুলিয়া লইয়া জীবানন্দের প্রস্থানোদ্যম—]

—ভবানন্দ ঠাকুর এখানেই কোথাও আছেন—নিশ্চয়, তিনিই স্ত্রীলোকটীর সৎকার করবেন। আমি বালিকাটীকে নিয়ে চলি—দেখি এ-র জীবন বাঁচাবার কি ব্যবস্থা করতে পারি।

[শাঁখে সঙ্কেত দিতে দিতে নিষ্ক্রান্ত।···ক্ষণপরেই চুড়িদার পায়জামা, মেরজাই, কাবা, মাথায় আমামা, পায়ে নাগরা পরিয়া মোগল যুবাপুরুষের সাজে সজ্জিত হইয়া ভবানন্দের প্রবেশ—]

ভবানন্দ

কিসের সঙ্কেত? আবার কোনো বিপদের ইঙ্গিত নাকি?···

[কয়েক পদ অগ্রসর হইতেই বৃক্ষপার্শ্বে শায়িত এক স্ত্রী-মূর্ত্তি তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল···তাহার গতি স্তব্ধ হইল—]

—একি! পথের ধারে আকাশ থেকে নক্ষত্র খ'সে প'ড়ে রয়েছে যে! —দীপ্ত স্ত্রীমূর্ত্তি! দেখি—দেখি—মৃতা না জীবিতা?…

[ভবানন্দ স্ত্রীলোকটিকে সতীক্ষ্ণ লক্ষ্য করিল]

নাঃ—জীবন-লক্ষণ কিছুই নেই…খালি একটা কৌটো প'ড়ে আছে—দেখ্‌তে পাই,—তবে কি বিষ খেয়ে মরেছে?…

[সেই দেহের নিকট বসিয়া পড়িয়া কপোলে করলগ্ন করিল—মাথায়, বগলে, হাতে, পায়ে হাত দিয়া দেখিল—এইরূপে নানা পরীক্ষা করিতে লাগিল]

—এখনো সময় আছে…কিন্তু বাঁচিয়ে কি কর্‌বো?…নাঃ—বিধাতার এই অপূর্ব্ব সৃষ্টি-মাধুরী ধূলোয় লুটোবে! একে বাঁচাতেই হবে।

[ভবানন্দ কল্যাণীর দেহটির 'পরে ঝুঁকিয়া পড়িয়া—তাহা তুলিয়া লইতে উদ্যত—মঞ্চ অন্ধকার-মগ্ন…

সঙ্গে সঙ্গে—

দৃশ্যাবর্ত্তন—

(৩) ক

দৃশ্যরূপ :-

ভৈরবীপুর গ্রাম।…একটি ছোট বাড়ী। চারিদিকে চারখানি ঘর। সামনে নিকানো অঙ্গন…সেখানে দুই চারিটি ফুলের গাছ। দাওয়ায় পাখীর খাঁচা ঝুলিতেছে। একটি বড় খাঁচা খালি পড়িয়া আছে। একটা ঢেঁকি। চারিটি চরকা দেখা যাইতেছে।… দাওয়ায় বসিয়া জীবানন্দ ঘ্যানর্ ঘ্যানর্ শব্দ তুলিয়া চরকা কাটিয়া যাইতেছিল। এমন সময়ে নিমাইমণি সুকুমারীকে আদরের ছলে ছড়া কাটিতে কাটিতে একটি ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল।—

নিমাই

(ছড়ার সুর)

আমার উজল-মানিক ধন—
কাঁচা সন্নের বরণ।

ওই ডাগর ডাগর আঁখি—
তা'য় কাজল-রেখায় আঁকি।
কিবা মুখের হাসিখানি—
দেখে চাঁদ যে অভিমানী—

[সুকুমারীকে চুম্বন ও আদর…চর্‌কার শব্দে সুকুমারী ভয় পাইয়া নিমাইকে জড়াইয়া ধরিল—]

সুকুমারী

ও মা…ওটা কি ডাকৃচে!

[নিমাই মেয়েটিকে সস্নেহে বুকে টানিয়া লইল]

নিমাই

এ কি এ? দাদা—চর্‌কা কাটো কেন?

জীবানন্দ

এতোক্ষণে তোর হোলো? মেয়েটিকে নিয়ে খুব যে মেতে গেছিস্—দেখ্‌ছি!

নিমাই

আশ্চর্য্য কি—শুনি!…হ্যাঁ দাদা—মেয়ে কোথায় পেলে? দাদা: তোমার মেয়ে হয়েছে নাকি—আবার বিয়ে করেছ নাকি?

জীবানন্দ (তাহাকে কিল্ মারিতে উঠিল)

বাঁদ্‌রী, আমার আবার মেয়ে! আমাকে কি হেঁজিপেঁজি পেলি নাকি? মেয়েটাকে দুধ খাইয়েছিস্?

নিমাই

মেয়েকে দুধ না খাইয়েই কি এখনো রেখেছি—মনে করো? যখনি ওকে আমার কোলে দিয়ে বলেছ—দুধ খাওয়াতে, তখুনি খাইয়ে দিয়েছি… তারপর সাজিয়েছি গুজিয়েছি—আহা! হ্যাঁ দাদা—কা'র মেয়ে—দাদা?

জীবানন্দ

তোর কি রে—পোড়ারমুখী?

নিমাই

আমায় মেয়েটি দেবে?

জীবানন্দ

তুই নিয়ে কি কর্‌বি ?

নিমাই

আমি মেয়েটিকে দুধ খাওয়াবো, কোলে কর্‌বো, মানুষ কর্‌বো…

[বলিতে বলিতে তাহার কণ্ঠ অশ্রু-ভারাক্রান্ত হইল। পরক্ষণেই সাম্‌লাইয়া লইয়া চোখ মুছিয়া হাসি দিয়া তাহা সে ঢাকিবার চেষ্টা করিল—]

—আমি তোমার মা হবো—নয় খুকু ?

সুকুমারী

তুমি মা…বাবা কোতা' মা—

নিমাই

আছে…আমায় মা বলো—ব—লো—মা—

সুকুমারী

তুমি মা—ও জুজু—

নিমাই

ওরে আমার কুড়োনো মানিক !…এই মেয়েটি আমায় দাও—দাদা !

(তাহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিল)

জীবানন্দ

তুই নিয়ে কি কর্‌বি— নিমি ? তোর কত ছেলে-মেয়ে হবে !

নিমাই

তা' হয় হবে। এখন এ মেয়েটি দাও…এরপর না হয় নিয়ে যেয়ো।

জীবানন্দ

তা' নে'—নিয়ে মর্‌গে যা'। আমি এসে মধ্যে মধ্যে দেখে যাবো। বোধ করি—উটি কায়েতের মেয়ে। আমি চল্‌লুম এখন—

নিমাই

সে কি দাদা ! ভালো ক'রে খাওয়া-দাওয়া হোলো না…আমার মাথা খাও, ও কেলা দু'টি খেয়ে যাও।

জীবানন্দ

তোর মাথা খাবো—আবার দু'টি খাবো, তুই তো পেরে উঠ্‌বো না—দিদি! খেলুম তো—আবার কত খাবো!...মল্লিকা ফুলের মতো পরিষ্কার অন্ন, কাঁচা কলায়ের দাল, জঙ্গুলে ডুমুরের দাল্‌না, পুকুরের রুই মাছের ঝোল, তা'র ওপর দুধ—উপরন্তু একটা পাকা কাঁটাল।—নিমাইদিদি, কে বলে মন্বন্তর? তোদের গাঁয়ে বুঝি মন্বন্তর আসেনি?

নিমাই

মন্বন্তর আসবে না কেন—বড় মন্বন্তর। তা' আমরা দু'টি মানুষ...ঘরে যা' আছে—লোককে দিই-থুই আর আপনারা খাই। আমাদের গাঁয়ে বৃষ্টি হয়েছিল, মনে নেই? তুমি যে সেই ব'লে গেলে—বনে বৃষ্টি হয়। তা' আমাদের গাঁয়ে কিছু কিছু ধান হয়েছিল...আর সবাই সহরে বেচে এলো—আমরা বেচিনি।

জীবানন্দ

বোনাই কোথা'?

নিমাই (ঘাড় হেঁট করিয়া নিম্নস্বরে)

সের দুই-তিন চাল নিয়ে কোথায় বেরিয়েছেন। কে নাকি চাল চেয়েছে।

জীবানন্দ

আচ্ছা: তবে আমি উঠি রে—নিমি!—আর তো তোর ঘরে কিছু এখন পুঁজি নেই...আর একদিন এসে খাবো। আজ যাই।

[নিমাই জীবানন্দের আরো কাছে আগাইয়া আসিয়া হাতে ধরিয়া মিনতির স্বরে বলিল:

নিমাই

দাদা—আমার একটা কথা রাখ্‌বে কি?

জীবানন্দ

কি?

নিমাই

আমার মাথা খাও—

জীবানন্দ

কি বল্‌না—পোড়ারমুখী!

নিমাই

কথা রাখ্‌বে?

জীবানন্দ

কি আগে বল্‌না!

নিমাই

আমার মাথা খাও—পায়ে পড়ি—

জীবানন্দ

তোর মাথা খাই—তুই পায়েও পড়্‌...কিন্তু কি বল্‌?

[নিমাই একহাতে আর-হাতের আঙুলগুলি টিপিয়া ঘাড় হেঁট করিয়া—আঙুলগুলি একবার নিরীক্ষণ করিল, তারপর একবার জীবানন্দের মুখের পানে চাহিল—একবার মাটির দিকে লক্ষ্য করিল—]

—কি রে বল্‌?

[শেষে নিমাই মুখ ফুটিয়া বলিয়া ফেলিল:

নিমাই

একবার বৌকে ডাক্‌বো?

জীবানন্দ (নিমাইকে মারিতে উদ্যত)

আমার মেয়ে ফিরিয়ে দে...আমি আর একদিন তোর চাল-দাল ফিরিয়ে দিয়ে যাবো। তুই বাঁদ্‌রী, তুই পোড়ারমুখী, তুই যা' না বল্‌বার—তাই আমাকে বলিস্‌?

নিমাই

তা'হোক্—আমি বাঁদ্‌রী, আমি পোড়ারমুখী...একবার বৌকে ডাকৃবো? —দাদা!

জীবানন্দ

আমি চল্‌লুম।

[জীবানন্দ প্রস্থানোদ্যত...নিমাই ছুটিয়া গিয়া পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল...]

নিমাই

আগে আমায় মেরে ফেলো—তবে তুমি যাও। বৌয়ের সঙ্গে না দেখা ক'রে তুমি যেতে পার্‌বে না।

জীবানন্দ

আমি কত লোক মেরে ফেলেছি—তা' তুই জানিস্?

নিমাই (ক্রুদ্ধস্বরে)

বড় কীর্ত্তিই করেছ! স্ত্রী ত্যাগ কর্‌বে, লোক মার্‌বে, আমি তোমায় ভয় কর্‌বো! তুমিও যে বাপের সন্তান—আমিও সেই বাপের সন্তান। লোক-মারা যদি বড়াই-এর কথা হয়—আমায় মেরে বড়াই করো।...বলো—ডাক্‌বো?

জীবানন্দ (নিমাই-এর কথায় হাসিয়া)

ডেকে নিয়ে আয়—কোন্ পাপিষ্ঠাকে ডেকে নিয়ে আস্‌বি—নিয়ে আয়! কিন্তু দেখ্: ফের্ যদি অমন কথা বল্‌বি—তোকে কিছু বলি না বলি, সেই শালার ভাই শালাকে মাথা মুড়িয়ে দিয়ে ঘোল্ ঢেলে উল্‌টো গাধায় চড়িয়ে দেশের বা'র ক'রে দোবো।

নিমাই

আমিও তা'হ'লে বাঁচি।...

[হাসিতে হাসিতে নিমাই দ্বারের দিকে অগ্রসর হইবার সময় কহিল:

—তবে তুমি একটু ওধারে গিয়ে বোসো—দাদা!...

[নিমাই দ্বারাভিমুখে নেপথ্যের দিকে চীৎকার করিয়া ডাক দিতে দিতে প্রস্থান করিল]

—ও বৌ—বৌ—

[ইত্যবসরে জীবানন্দ কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া—পরে চিন্তান্বিতভাবে পাদচারণ করিতে করিতে 'ন যযৌ ন তস্থৌ' অবস্থায় অন্তরালে অপসরণ করিল—মঞ্চ ক্ষণকাল শূন্য রহিল]...

নিমাই (নেপথ্য থেকে)

ও বৌ—শীগ্‌গির আয় না—

শান্তি (নেপথ্যে)

কেন গো...হোলো কি!

[নেপথ্য হইতে বলিতে বলিতে শান্তির হাত ধরিয়া একরকম টানিতে টানিতে ব্যস্তভাবে নিমাই-এর পুনঃপ্রবেশ]

নিমাই

বৌ, শীগ্‌গির—শীগ্‌গির !

[শতগ্রন্থিযুক্ত বসন-পরিহিতা রুক্ষকেশা অনিন্দ্যসুন্দরী তরুণী শান্তির হাস্যমুখে প্রবেশ]

শান্তি

শীগ্‌গির কি লো ? ঠাকুরজামাই তোকে মেরেছে নাকি··· ঘায়ে তেল মাখিয়ে দিতে হবে ?

নিমাই

কাছাকাছি বটে···তেল আছে ঘরে ?

আছে বৈ কি—এক ভাঁড় তেল আছে···আন্‌বো ?

নিমাই

না—না—থাক্···দাঁড়া—আমি তেল নিয়ে আসি।···

[ঘরের মধ্যে ঢুকিতে গিয়া ফিরিয়া কহিল :

—হ্যাঁ বৌ—তোর সেই ঢাকাই শাড়ীটা কোথায় আছে, বল্ !

শান্তি (কিঞ্চিৎ কৌতুক-মিশ্রিত বিস্ময়ের ভাণে)

কি লো : তুই কি ক্ষেপেছিস্ নাকি ?

নিমাই (দুম্ করিয়া তাহার পিঠে একটি কিল্ মারিয়া)

শাড়ী বের্ ক'রে নিয়ে আয়···যা' বল্‌ছি—শীগ্‌গির—

[বলিতে বলিতে ঘরের মধ্যে ঢুকিল—]

শান্তি

কত রঙ্গই জানিস্ ! দেখি—তোর রঙ্গ কতদূর গড়ায় !

[হাসিমুখে শান্তির দ্বার-পথে প্রস্থান।···ক্ষণপরে নিমাই তেলের বাটি ও চিরুণী হাতে লইয়া ফিরিয়া আসিল—]

নিমাই

কই লো বৌ—হোলো ? আয় না শীগ্‌গির !

শান্তি (নেপথ্য থেকে)

যাচ্ছি লো—যাচ্ছি।

নিমাই

দেরী করিস্ নে—শীগ্‌গির—

[শাড়ী-হাতে হাসিতে হাসিতে শান্তির পুনঃপ্রবেশ]

শান্তি

এই নে লো তোর ঢাকাই শাড়ী।

নিমাই

আয়—আয়—রাখ্ ও-সব।—মাথার ছিরি দেখোনা! দাঁড়া—জট্‌গুলো ছাড়িয়ে দিই।...

[নিমাই শান্তির মাথায় তেল মাখাইয়া চুল আঁচ্‌ড়াইয়া এক্‌টা চলনসই খোঁপা বাঁধিয়া দিল। তারপরে তাহাকে এক কিল্ মারিয়া বলিল :

—কই—দেখি—ঢাকাই শাড়ী।

শান্তি

কি লো নিমি—ঢাকাই শাড়ী কি হবে?

নিমাই

তুই পর্‌বি।

শান্তি

আমি পর্‌লে কি হবে?

[নিমাই শান্তির গলা দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া আদরের স্বরে কহিল :

নিমাই

স্বগ্‌গ হাতে পাবি—

শান্তি

সে কি লো?

নিমাই

এই ঢাকাই শাড়ী না পরিয়ে—এমন এক বর-পুরুষের সঙ্গে তোর দেখা করিয়ে দোবো—যা' স্বপ্নেও ভাবিস্ নি!

শান্তি

সে আবার কি কথা লো ?

নিমাই

ওরে—দাদা এসেছে···তোকে আস্‌তে বলেছে।

শান্তি

আমায় আস্‌তে বলেছেন! আস্‌তে বলেছেন তো ঢাকাই শাড়ী কেন? চল্‌না—এম্‌নি দেখা করি···

[নিমাই শান্তির গালে এক চড় মারিল। শান্তি নিমাই-এর কাঁধে হাত দিয়া তাহাকে যেন জোর করিয়া ঠেলিতে ঠেলিতে আগাইবার চেষ্টা করিল—]

—চল্ঃ কোথায় তিনি? এই ন্যাক্‌ড়া প'রে তাঁকে দেখে আসি।

নিমাই

তবু কিছুতেই ও শতকুটি কালো কাপড় বদ্‌লাবি নে?

শান্তি

না লো নাঃ চল্ না—নেমি! তিনি কই? দেরী করিস্ কেন? চল্!

নিমাই

অগত্যা···আচ্ছা জিদ্ বা' হোক্! তবে—এখানে দাঁড়াও দেবী—দাদাকে ডেকে দিই! দাদা—ও দাদা—

[ডাকিতে ডাকিতে প্রস্থান—শান্তি নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া রহিল ···তাহার দৃষ্টিতে কারুণ্য ফুটিয়া উঠিল···দুই চক্ষু অশ্রুসজল হইল।— —জীবানন্দের প্রবেশ।—শান্তি জীবানন্দের পদতলে প্রণতা হইয়া সজল-চোখে উঠিয়া দাঁড়াইল।]

জীবানন্দ

শান্তি! তোমার চোখে জল কেন?

শান্তি

নারীর এ স্বভাব-দুর্ব্বলতা···তাই চোখে আসে জল—

জীবানন্দ

তোমার এ-দুর্ব্বলতা কোনোদিন তো লক্ষ্য করিনি—শান্তি!

শান্তি

অনেক দিন পরে আজ হঠাৎ দেখা—তাই এ পোড়া চোখে জল বাধা মান্‌তে চায় না।

জীবানন্দ

ছিঃ—চোখ মোছো···তুমি স্ত্রীলোক হ'লেও তুমি তো অবলা নও!

শান্তি

কিন্তু প্রভু—পুরুষ হ'তে চেষ্টা ক'রেও পুরুষ হ'তে পারিনি যে···এ বুক মেয়েমানুষের বুক—বড় নরম জিনিস।

জীবানন্দ

তাই কি আমার 'পরে তোমার নিরুদ্ধ অভিমানের তিরস্কার!

শান্তি

তিরস্কার! সে আস্পর্দ্ধা আমার নেই···আর মান-অভিমান যে আমি অনেকদিনই জলাঞ্জলি দিয়েছি—তা তো জানো!···

[শান্তি ধীরে ধীরে আগাইয়া আসিয়া জীবানন্দের হাত হাতে তুলিয়া লইল—]

—ছি: তোমারো চোখে জল!—কেঁদো না! আমি জানি—তুমি আমার জন্যে কাঁদ্‌ছ। আমার জন্যে কেঁদো না···তুমি যে-ভাবে আমাকে রেখেছ—আমি তাইতেই সুখী।

[জীবানন্দ মাথা তুলিল, চক্ষু মুছিল, পরে স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল :

জীবানন্দ

তবে তোমার এ শতগ্রন্থি মলিন সজ্জা কেন—শান্তি? তোমার তো খাবার পর্‌বার অভাব নেই!

শান্তি

তোমার ধন তোমারি জন্যে আছে···টাকা নিয়ে কি কর্‌তে হয়—আমি তা' জানি না। যখন তুমি আস্‌বে—যখন তুমি আমাকে গ্রহণ কর্‌বে—

জীবানন্দ

গ্রহণ কর্‌বো—শান্তি! আমি কি তোমায় ত্যাগ করেছি?

শান্তি

ত্যাগ নয়···যবে তোমার ব্রত সাঙ্গ হবে—যবে আবার আমায় ভালোবাস্‌বে—

[কথা শেষ করিতে না দিয়া জীবানন্দ শান্তিকে নিবিড়ভাবে কাছে টানিয়া লইল। কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া—দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল :

জীবানন্দ

কেন দেখা করলুম !

শান্তি

কেন করলে ? তোমার তো ব্রতভঙ্গ করলে ?

জীবানন্দ

ব্রতভঙ্গ হোক্—প্রায়শ্চিত্ত আছে। তা'র জন্যে ভাবি না। কিন্তু তোমায় দেখে তো আর ফিরে যেতে পাচ্চি না ! আমি এই জন্যে নিমাইকে বলেছিলুম—দেখায় কাজ নেই···তোমায় দেখ্‌লে আমি ফির্‌তে পারি না। একদিকে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, জগৎসংসার—একদিকে ব্রত, হোম, যাগযজ্ঞ—সবই একদিকে···আর একদিকে তুমি। আমি কোনো সময়েই বুঝ্‌তে পারি না যে—কোন্ দিক্ ভারী।

শান্তি

ধর্ম্মরক্ষার জন্যে—দেশমাতৃকার সেবার জন্যে—তুমি সন্তান-ব্রত নিয়েছ, সে-ব্রত উদ্‌যাপন না করা পর্য্যন্ত তোমার কর্ত্তব্যের শেষ নেই। দেশকে বাঁচাতে হবে—দেশের মুক্তির জন্যে সর্ব্বস্ব পণ করতে হবে···

জীবানন্দ

দেশ তো শান্ত, দেশ নিয়ে আমি কি করবো ? দেশের এক কাঠা ভুঁই পেলে তোমায় নিয়ে আমি স্বর্গ-রচনা করতে পারি, আমার দেশে কাজ কি ? দেশের লোকের দুঃখ···যে তোমার মতো স্ত্রী পেয়ে ত্যাগ করলে—তা'র চেয়ে দেশে আর কে দুঃখী আছে ? যে তোমার অঙ্গে শতগ্রন্থি-বস্ত্র দেখ্‌লে—তা'র চেয়ে দরিদ্র দেশে আর কে আছে ? আমার সকল ধর্ম্মের সহায় তুমি···সে-সহায় যে ত্যাগ করলে—তা'র কাছে আবার সনাতন ধর্ম্ম কি ? আমি কোন্ ধর্ম্মের

জন্যে দেশে দেশে, বনে বনে—বন্দুক ঘাড়ে ক'রে—প্রাণিহত্যা ক'রে—এই পাপের ভার সংগ্রহ করি? পৃথিবী সন্তানদের আয়ত্ত হবে কি-না—জানি না। —কিন্তু তুমি আমার আয়ত্ত, তুমি পৃথিবীর চেয়ে বড়, তুমি আমার স্বর্গ।—চলো যাই—আর আমি ফির্‌বো না।

[ক্ষণকাল কঠিন নীরবতা বিরাজ করিতে লাগিল। শান্তি সজল নেত্রে জীবানন্দের পানে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল, মুহূর্ত্তেক পরে কহিল :

শান্তি

ছিঃ—তুমি বীর। আমার পৃথিবীতে বড় সুখ যে—আমি বীরপত্নী। তুমি তুচ্ছ স্ত্রীর জন্যে বীরধর্ম্ম ত্যাগ কর্‌বে? তুমি আমায় ভালোবেসো না—আমি সে-সুখ চাই না,—কিন্তু তোমার বীরধর্ম্ম কখনো ত্যাগ কোরো না।

জীবানন্দ

তুমি না হ'লে আমাকে এই পৌরুষ-বাণী কে শোনাবে—শান্তি! তুমি আমার গুরু-কন্যা, তুমি বিদুষী শুধু নও—ভয়শূন্যা তুমি। তোমার চরিত্র যেমন দৃঢ়—তেমনি তা'তে দেখেছি পৌরুষ। সে-পৌরুষ আমি শান্ত কমনীয় ক'রে তুল্‌তে তুল্‌তেই হঠাৎ আমি প্রভু সত্যানন্দের হাতে প'ড়ে সন্তান-ধর্ম্ম গ্রহণ করি। সেইদিন আমাদের নবীন যৌবনের সুখ-স্বপ্ন ভেঙে যায়।—সেই তোমাকে ছেড়ে গেছি···আর আজ নিমাই-এর কৌশলে তোমার সঙ্গে প্রথম দেখা হোলো। আবার তোমাকে ছেড়ে—ফিরে যেতে হবে!

শান্তি

হ্যাঁ: রমণীর প্রেমের চেয়ে আরো বড়—আরো মহৎ ধর্ম্ম তুমি বরণ ক'রে নিয়েছ। তা'র অপমান—আমার পক্ষে অসহ্য।

জীবানন্দ

আর আমি এখানে থাক্‌বো না···কিন্তু চোখ ভ'রে তোমাকে দেখ্‌তে পেলুম না—একদিন অবশ্য সে-দেখা দেখ্‌বো—একদিন অবশ্য আমাদের মনস্কামনা সফল হবে। এখন চল্‌লুম আমি। তুমি আমার এক অনুরোধ রক্ষা কোরো···এ বেশভূষা ত্যাগ করো—আমার পৈতৃক ভিটায় গিয়ে বাস করো।

শান্তি

তুমি এখন কোথায় যাবে ?

জীবানন্দ

এখন মঠে প্রভুর অনুসন্ধানে যাবো। তিনি যে-ভাবে নগরে গিয়েছেন—তা'তে কিছু আমি চিন্তিত হ'য়ে পড়েছি। দেউলে তাঁর সন্ধান না পাই নগরে যাবো।

শান্তি

তবে এসো! দেখো: যাবার আগে আমাকে একটা কথা ব'লে যাও—এ ব্রত-ভঙ্গের প্রায়শ্চিত্ত কি ?

জীবানন্দ

প্রায়শ্চিত্ত—দান, উপবাস, বারো কাহন কড়ি।

শান্তি (ঈষৎ হ'সে)

প্রায়শ্চিত্ত কি—তা' আমি জানি।...

(পরমুহূর্ত্তেই কণ্ঠে আকুতি প্রকাশিত)

—তবু ব'লে যাও: এক অপরাধে যে প্রায়শ্চিত্ত—শত অপরাধেও কি তাই ?

জীবানন্দ (বিস্মিত ও বিষন্নস্বরে)

এ সমস্ত কথা কেন ?

শান্তি

এক ভিক্ষা আছে...আমার সঙ্গে আবার দেখা না হ'লে প্রায়শ্চিত্ত কোরো না।

জীবানন্দ (সহাস্যে)

সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থেকো! তোমাকে না দেখে আমি মরবো না—মরবার ততো তাড়াতাড়ি নেই।—

[গললগ্নীকৃতবাসে শান্তি জীবানন্দের পদতলে প্রণতা...সেই অবসরেই জীবানন্দের প্রস্থান। মাথা তুলিয়া শান্তি দেখিল স্থান শূন্য—তখন উঠিয়া দাঁড়াইয়া পথের দিকে সজল দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।...তারপরে চোখ মুছিয়া মুখ প্রফুল্ল করিয়া দাওয়ায় আসিয়া

বসিল—কিন্তু কিছু গম্ভীর, চিন্তাযুক্ত, অন্যমনা।...নিমাই সুকুমারীকে কোলে লইয়া প্রবেশ করিয়া শান্তির কাছে আসিয়া বসিল।]

নিমাই (সান্ত্বনার স্বরে)

তবু তো দেখা হোলো।...

[শান্তি উত্তর দিল না—কিছুক্ষণ উভয়ে নীরব রহিল]

—দেখো দেখি—বৌ: কেমন মেয়েটি!

শান্তি

মেয়ে কোথা' পেলি...তোর মেয়ে হোলো কবে লো?

নিমাই

মরণ আর কি—তুমি যমের বাড়ী যাও! এ যে দাদার মেয়ে।

শান্তি (ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া)

আমি মেয়ের বাপের কথা জিজ্ঞেস্ করিনি—মা-র কথাই জিজ্ঞেস্ করেছি।

নিমাই (অপ্রতিভ হইয়া)

কা'র মেয়ে—কি জানি ভাই...দাদা কোথা' থেকে কুড়িয়ে-মুড়িয়ে এনেছে—তা' জিজ্ঞেস্ কববার তো অবসর হোলো না।—তা' এখন মন্বন্তরের দিন—কত লোক ছেলে-পিলে পথে-ঘাটে ফেলে দিয়ে যাচ্চে...আমাদের কাছেই কত ছেলে-মেয়ে বেচ্তে এনেছিল—তা' পরের ছেলে-মেয়ে কে আবার নেয়?...

[বলিতে বলিতে কণ্ঠ অশ্রু-সজল হইল...চোখের জল মুছিয়া আবার বলিতে আরম্ভ করিল:

—মেয়েটি দিব্যি সুন্দরী, নাদুস্-নুদুস্ চাঁদপানা দেখে—দাদার কাছে চেয়ে নিয়েছি।

শান্তি

তা' ভালো কাজই করেছিস্। মেয়েটিকে মনের মতো পেয়েছিস্—মনের সাধে মানুষ কর্।

নিমাই

যাবি খুকু—ঐ মা-র কাছে ?

সুকুমারী (নিমাই-এর কাছে ঘেঁসিয়া আসিয়া)

না—ও মা নয়—ওকে ভালোবাচ্‌বো না—তুমি মা।

নিমাই

ওরে আমার সোনামণি—

[নিমাই মেয়েটিকে কোলে বসাইয়া আদর করিতে লাগিল :

(ছড়ার সুরে—অনুবৃত্তি)

আমার ঘর করেছিস্ আলা—
আমার গলার মণির মালা,—
আমার কাজ-ভোলানো বুক-জুড়ানো
তুই যে সুধা-ঢালা।
কে বলে রে তুই কুড়িয়ে-পাওয়া ধন,—
আমার না খুকুরাণী সাত্‌রাজার ধন,—
আমার ভালোবাসার ধন—
আমার কোল-ভরানো ধন—
আমার লক্ষ চুমোর ধন !…

[শান্তি প্রস্থানোদ্যতা]

—চল্‌লে নাকি গো—বৌ—ও বৌ—অতো গম্ভীর কেন গো ! বলি—ও বৌঠাক্‌রুণ !

[শান্তি ঘাড় নাড়িয়া প্রস্থান করিল]—

—দৃশ্যাবর্ত্তন—

খ

দৃশ্যরূপ :—

[নগরের অভ্যন্তরে গৌরীঠাকুরাণীর দ্বিতল বাড়ী, তাহারই এক নাতিদীর্ঘ গৃহকক্ষ। দেওয়ালের গায়ে হরিনামের মালা টাঙানো, আর মধ্যে মধ্যে জগন্নাথ-বলরাম-সুভদ্রার পট, কালিয়-দমন,

নবনারীকুঞ্জর, বস্ত্রহরণ, গোবর্দ্ধনধারণ প্রভৃতি ব্রজলীলার চিত্রে রঞ্জিত। চিত্রগুলির নীচে লেখা—'চিত্র না বিচিত্র'।...

কক্ষদ্বার অতিক্রম করিয়া কল্যাণীকে সঙ্গে লইয়া মোগল-সাজে ভবানন্দ প্রবেশ করিল—পরমুহূর্ত্তে হাঁক পাড়িল :

ভবানন্দ

ও ঠাকৃরুণদিদি—ঠাকৃরুণদিদি !

[এই ডাকে অর্দ্ধবয়স্কা, মোটা-সোটা, কালো-কোলো, ঠেঁটি-পরা, উল্কি-কপালী এক স্ত্রীলোক উত্তর দিতে দিতে ভিতর-দ্বার দিয়া প্রবেশ করিয়া আগত ব্যক্তির বেশ দেখিয়া হঠাৎ থমকাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।—স্ত্রীলোকটির নাম—গৌরীঠাকুরাণী—]

গৌরী

কে গা—এই অসময়ে ? বলি—মান্ষের বাড়ী আস্বার কি...তুমি কে বাছা—আমার বাড়ী কেন ? আমি কি করিচি এমন্—

[ভবানন্দ হসিয়া উঠিল]

ভবানন্দ

গৌরীদিদি, ভয় পেয়ে গেছ নাকি ? আমাকে চিন্তে পার্ছ না ?

গৌরী

তা' কেমন ক'রে চিন্বো! একটু খুলেই বলো...তা' বাপু—সঙ্গে ইস্ত্রীনোক নিয়ে—আমার বাড়ী ছাড়া কি নিরিবিলি ঠাঁই খুঁজে পেলে না তুমি ? আমার ওপর কেন এতো জুলুম—

ভবানন্দ (কৌতুক-হাস্যে)

তুমি আমাকে ভালোবাসো ব'লেই না এই জুলুম...

গৌরী

ওমা—কি ঘেন্নার কথা—আমাকে অপমান করা—

[এই উক্তির সঙ্গেই দ্বার-বন্ধ করিয়া প্রস্থানোদ্যতা]

ভবানন্দ

ও ঠাকৃরুণদিদি—শুন্ছ : এতো চেঁচাও কেন—ঠাকৃরুণদিদি! আমায় এখনো চিন্তে পার্লে না ? আমি গোঁসাইঠাকুর—

[গৌরী দ্বারদেশে পুনরায় আসিয়া দাঁড়াইয়া ভবানন্দকে সতীক্ষ্ণ

দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়া চিনিতে পারিয়া পরম স্বস্তিতে হাসিয়া ফেলিল]

গৌরী

ওমা—তাই তো! বাঁচ্‌লুম! তা' ভাই ঃ ও-বেশে এলে—সহজে কি চেনা যায়? তোমার সঙ্গে ঐ মেয়েটি কে?

ভবানন্দ

সে খোঁজে তোমার কি হবে?

গৌরী

নতুন বুঝি বিয়ে-থা করেছ?

ভবানন্দ

আমাকে তুমি যা' তা' ঠাওরাও নাকি—ঠাক্‌রুণ?

গৌরী

তবে কে—সে-টা মুখ ফুটে না বল্‌লে—বুঝ্‌বো কেমন ক'রে, ভাই?

ভবানন্দ

কেবল জেনে রাখো—আমি রাস্তা থেকে এঁকে তুলে এনেছি।

গৌরী

রাস্তা-ঘাটে অমন মণি ছড়ানো থাকে? তোমার ভাগ্যি ভালো!

ভবানন্দ

আঃ—কি বল্‌ছ, ঠাক্‌রুণদিদি! মন্বন্তরের দিন সবই সম্ভব। রাস্তায় নদীর ধারে বিষ খেয়ে পড়েছিল···আমি নগরে আস্‌ছিলুম—চোখে পড়্‌লো। তারপর—

গৌরী

ও বাঁচ্‌লো কেমন ক'রে?

ভবানন্দ

বাঁচাতে হোলো···গুরুর কৃপায় সে-বিদ্যা আমার জানা আছে। একটা গাছের পাতার রস ওঁর গায়ে মাখিয়ে, সেই রস খাইয়ে, নাকে শুঁকিয়ে—অনেক কষ্টে বাঁচিয়েছি।—তারপরে অর্দ্ধজীবিত অবস্থায় তুলে নিয়ে গিয়ে অনেক সেবা-শুশ্রূষা ক'রে ওঁর পূর্ণজ্ঞান ফিরিয়ে এনে দিতে পেরেছি।

আর কিছু না ভেবে ওঁকে নিয়ে তোমার বাড়ীতে আসাই বুদ্ধির কাজ মনে করলুম—

গৌরী

বেশ করেছ—ভাই, বেশ করেছ।…আমার তো আর কেউ নেই—ঐ মেয়েটিকে আপনার ক'রে নিয়ে থাকবো।

ভবানন্দ

এখন কথা না বাড়িয়ে এঁকে কিছু খাইয়ে দাও দেখি।

গৌরী

তা' বটে—তা' বটে। এই যে যাচ্ছি, ভাই! [সসব্যস্তে প্রস্থান]

কল্যাণী

আপনি আমাকে কোথায় নিয়ে এলেন ?

ভবানন্দ

কেন—এ তো বেশ নিরাপদ যায়গা।

কল্যাণী

এ সর্ব্বহারার কাছে এখন সবই সমান। তবে—নারীর সম্মানের প্রশ্ন মরতে ব'সেও আমার মন থেকে দূর করতে পারিনি।

ভবানন্দ

তোমার সম্মানে কেউ আঘাত করবার নেই। কিন্তু মরার কথা আর তোলো কেন ? এ তো তোমার নবজীবন।

কল্যাণী

মৃত্যুই ছিল আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ, তাই ছিল ভগবানের ইঙ্গিত।

ভবানন্দ

হয়তো সে কোনো কার্য্য-সাধনের ইঙ্গিত—তোমাকে মৃত্যুর মোহে হতচেতন করায় তাঁর কোনো উদ্দেশ্য ছিল!

কল্যাণী

তাঁর কি উদ্দেশ্য—জানি না। মরণের সঙ্গে আমার মুখোমুখি দেখা হওয়া সত্ত্বেও তিনি যখন এ-জীবন ফিরিয়ে দিয়েছেন—তা' রাখতে হবে। কিন্তু আমার ভার বইবে কে ?

ভবানন্দ

কেন—আমি···যে তোমায় মৃত্যুর হাত থেকে টেনে এনেছে!

কল্যাণী

আপনি আমার ভার নেবেন কেন? আপনার সত্য পরিচয় কি?

ভবানন্দ

আমি যেই হই—নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দেওয়াই আমাদের ধর্ম্ম।

[গৌরীর পুনঃপ্রবেশ]

গৌরী

এসো—বাছা—এসো!—আহা: ফুলের মতো মুখখানি শুকিয়ে গেছে!

ভবানন্দ

তা'হ'লে এঁকে ভালো ক'রে দেখা-শোনা কোরো—ঠাক্‌রুণ! আমি মাঝে মাঝে এসে দেখে যাবো। এখন চল্‌লুম।

কল্যাণী

আপনি যাবার আগে—আপনাকে একটি প্রশ্ন কর্‌তে চাই।

ভবানন্দ

প্রশ্ন! আবার কিসের প্রশ্ন?

কল্যাণী

আছে।

গৌরী

তবে তোমার কথাটা আগে শেষ ক'রে নাও—সমস্ত ব্যবস্থা চুকিয়ে-বুকিয়ে আমি আস্‌ছি।

[ভবানন্দ জিজ্ঞাসু-দৃষ্টিতে কল্যাণীর দিকে চাহিল]

কল্যাণী

আপনি আমায় বাঁচালেন কেন?

ভবানন্দ

কেন—তোমার জীবনে দুঃখ কি?

কল্যাণী

দুঃখের কি শেষ আছে। স্বামী-সন্তান-কন্যা আমার এ-জীবন বোঝার

মতো—বেঁচে শুধু ম'রে-থাকা। কেন আপনি আমার প্রাণ-রক্ষা করলেন? এ-জ্বালা আমি সইবো কেমন ক'রে?

ভবানন্দ

সময় সব ভুলিয়ে দেয়—সবই স'য়ে যায়।—কিন্তু মরণের এতো কামনা কেন —রমণী? তোমার জীবনের কি সমস্ত সাধ মিটে গেছে—বলতে পারো? তোমার রূপ—তোমার যৌবন—

কল্যাণী

এই কথা শোনাবার জন্যেই কি আমাকে বাঁচিয়েছেন আপনি?

ভবানন্দ

বিধাতার অনুপম সৃষ্টি—তোমার মতো নারী-রত্ন ধূলোয় লুটোবে—তা' আমি মানুষ হ'য়ে কেমন ক'রে তুচ্ছ করি—বলো! মানুষের তা' ধর্ম্ম নয়। বারংবার চেষ্টা ক'রে তোমার মরণোন্মুখ জীবন ফিরিয়ে আনতে পেরেছি।—যখন তুমি প্রথম চোখ মেলে চাইলে—তখন আমার সে আনন্দ তোমার অনুভব-গোচর হবে কি-না—জানি না!

কল্যাণী

আপনার চেষ্টা নিষ্ফল হয়নি ব'লেই আপনার আনন্দ হয়েছিল—

ভবানন্দ

শুধু তাই নয়: তোমার অলস চোখের পাতা দু'টি যখন প্রভাত-পদ্মের মতো খুলে গেল—আমি যেন দেখতে পেলুম—পূর্ব্বদিকে ধীরে ধীরে প্রথম উষার অরুণ-রাগের বিকাশ···যেন জীবনে সেই প্রথম স্পন্দন—অপূর্ব্ব অনুভূতি—

কল্যাণী

ছি—ছি! আমার কাছে ও-কথা আর উচ্চারণ করবেন না। এ-যে আমার কাছে মৃত্যুর-ও অধিক যন্ত্রণা!

ভবানন্দ

আমাকে ক্ষমা করো! সে আমার জীবনের অত্যন্ত দুর্ব্বল মুহূর্ত্ত।—এখন আমি চললুম।

কল্যাণী

কোথায় যাবেন?

ভবানন্দ

প্রথম যাবো মঠে—আমার গুরু ব্রহ্মচারী মঠে ফিরেছেন কি-না সন্ধান নোবো। নগরে তাঁকে বন্দী অবস্থায় যেতে শুনেছি। তাই আমি চিন্তিত আছি। তিনি মুক্তি যদি না পেয়ে থাকেন—তা'হ'লে আবার নগরে ফির্‌তে হবে।

কল্যাণী

তবে—আসুন।

[ভবানন্দের প্রস্থান।—কল্যাণী গম্ভীরমুখে অন্যমনস্কভাবে বসিয়া রহিল।...ক্ষণপরে গৌরীর প্রবেশ।]

গৌরী

ওমা—একলা ব'সে রয়েচো! গোঁসাইঠাকুর চ'লে গেছে বুঝি? তা' যাক্—তবু তো তোমার একটা ব্যবস্থা হোলো। তোমার কোনো ভাব্‌না নেই।—গালে হাত দিয়ে ভাব্‌তে বস্‌লে যে! উঠে এসো—কিছু মুখে দেবে চলো!...

[কল্যাণী যন্ত্রচালিতের মতো উঠিয়া প্রস্থানোদ্যতা—]

—ও ভালোমানুষের মেয়ে—মুখটা যে শাওনের মেঘের মতন থম্‌থমে হ'য়ে উঠেচে...বলি—মন কি বৈরিগী হোলো!

কল্যাণী

আমি সর্ব্বত্যাগিনী বৈরাগিনী ভিন্ন আর কি!

গৌরী

বলো কি গো—এ বয়েসে বৈরিগিনী, যোগিনী!

[কল্যাণী ঘাড় নাড়িয়া নীরবে প্রস্থান করিল—]

দৃশ্যাবর্ত্তন—

[নিমাইমণির পূর্ব্ব পর্ণকুটীর :—দৃশ্য অন্ধকার-মগ্ন। শান্তি দ্বারপথে প্রবেশ করিয়া অঙ্গনে আসিয়া দাঁড়াইল।—শান্তির 'পরে আলোক-সম্পাৎ!...দৃষ্ট হইল—শান্তির অর্দ্ধাঙ্গ ধড়ারূপে গৈরিকবাসে আবৃত

আর হৃদয় আচ্ছাদিত আর-এক অর্দ্ধাংশ গৈরিকে, তাহার মাথায় জটাভার বিরচিত। একটি বৃহৎ হরিণ-চর্ম্ম কণ্ঠের উপর গ্রন্থি-যুক্ত হইয়া কণ্ঠ হইতে জানু পর্য্যন্ত দেহ আবৃত।—নিমাই প্রবেশ করিয়া—শান্তির 'পরে হঠাৎ লক্ষ্য পড়িতেই—ভীত-বিস্মিত হইল।]

নিমাই

কে গো—যোগী—না যোগিনী!···কে?—ওমা—বৌ! একি তোর বেশ? আবার সন্ন্যিসী হবার সাধ গেছে নাকি?

শান্তি

কেনই বা সাধ না যাবে? যা'র স্বামী সন্ন্যাসী—তা'র সন্ন্যাসিনী হওয়া ছাড়া আর কি গতি আছে?

নিমাই

কি মনে করেছিস্—বল্ দেখি?

শান্তি

এতোদিন যা' মনে করেছিলুম—আজ তা' কর্‌বো। যে আশায় এতোদিন করিনি, তা' সফল হয়েছে। সফল? সফল কি নিষ্ফল···নিষ্ফল। এ জীবনই নিষ্ফল।

নিমাই

কি বল্‌ছিস্ তুই? তোর জীবন নিষ্ফল কেন হ'তে যাবে? তাই ভেবে—একেবারে মনের দুঃখে ব্রহ্মচারিণী সেজে বসেছিস্?

শান্তি

আমার দুঃখ-সুখ কিছু নেই। যা' সঙ্কল্প করেছি—তা' কর্‌বো। তিনি ব'লে গেছেন—স্ত্রীর সঙ্গে দেখা কর্‌লে একবারেও যে প্রায়শ্চিত্ত, শতবারেও তাই।

নিমাই

তাই কি তুই আবার ঘর ছেড়ে মঠে গিয়ে উঠ্‌তে যাচ্চিস্, বৌ?

শান্তি

হ্যাঁঃ আমার স্বামী সর্ব্বত্যাগী হ'য়ে দেশমাতৃকার বেদীমূলে নিজেকে উৎসর্গ করেছেন—আমি তাঁর সহধর্ম্মিণী—তাঁর যদি আত্মবলিদান ব্রত হয়—আমারো

সেই ব্রত।—তোকে তাই বল্‌তে এসেছি—আমি আর ঘরে থাকতে পার্‌বো না।—বিধাতার তা' ইচ্ছা নয়।

নিমাই

সত্যিই বিদায় নিবি ?

শান্তি

হ্যাঁ বোন : পতির যা' ধর্ম্ম—পত্নীরও তাই।

[শান্তি নিক্রান্ত হইল—অশ্রুমুখী নিমাই তাহার পথের দিকে এক-দৃষ্টে চাহিয়া রহিল।...মঞ্চালোক স্তিমিত হইতে লাগিল।—ক্ষণপরে গীত-ধ্বনি শ্রুত হইল :

শান্তি (নেপথ্য থেকে)

(গান)

দড়বড়ি ঘোড়া চড়ি' কোথা' তুমি যাও রে,
সমরে চলিনু আমি, হামে না ফিরাও রে।
হরি হরি হরি হরি বলি রণরঙ্গে,
ঝাঁপ দিব প্রাণ আজি সমর-তরঙ্গে,—
তুমি কা'র কে তোমার কেন এসো সঙ্গে,—
রমণীতে নাহি সাধ, রণজয় গাও রে॥
পায়ে ধরি প্রাণনাথ—আমা' ছেড়ে যেয়ো না,—
ঐ শোনো বাজে ঘন রণজয়-বাজনা।
নাচিছে তুরঙ্গ মোর রণ ক'রে কামনা,—
উড়িল আমার মন ঘরে আর রবো না,—
রমণীতে নাহি সাধ, রণজয় গাও রে!
সমরে চলিনু আমি, হামে না ফিরাও রে॥

[গানটি ক্রমশঃ দূরবর্ত্তী হইয়া নেপথ্যে মিলাইয়া গেল—]

—দৃশ্যাবর্ত্তন—

(৪)

দৃশ্যরূপ ঃ—

[কারাগার।— রাত্রি।···কারাগার-মধ্যে আবদ্ধ সত্যানন্দ ও মহেন্দ্র।—]

সত্যানন্দ

মহেন্দ্র—আজ অতি আনন্দের দিন! কারণ—আমরা কারাগারে বদ্ধ হয়েছি। বলো—"হরে মুরারে"!

মহেন্দ্র (কাতরস্বরে)

হরে মুরারে।

সত্যানন্দ

কাতর কেন—বাপু? তুমি এ মহাব্রত গ্রহণ করলে স্ত্রী-কন্যা তো অবশ্য ত্যাগ করতে—আর তো কোনো সম্বন্ধ থাকতো না।

মহেন্দ্র

ব্রহ্মচারী ঃ ত্যাগ এক—যমদণ্ড আর। আর যে শক্তিতে আমি এ-ব্রত গ্রহণ করতুম—সে-শক্তি আমার স্ত্রী-কন্যার সঙ্গে গেছে।

সত্যানন্দ

শক্তি হবে। আমি শক্তি দোবো। মহামন্ত্রে দীক্ষিত হও, মহাব্রত গ্রহণ করো!

মহেন্দ্র (বিরক্তির স্বরে)

আমার স্ত্রী-কন্যাকে শিয়াল-কুকুরে খাচ্চে···আমাকে কোনো ব্রতের কথা বলবেন না।

সত্যানন্দ

সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকো। সন্তানরা তোমার স্ত্রীর সৎকার করেছে—কন্যাকে নিয়ে উপযুক্ত স্থানে রেখেছে।

মহেন্দ্র (বিস্মিত অথচ কিঞ্চিৎ অবিশ্বাসের স্বরে)

আপনি কেমন ক'রে জানলেন? আপনি তো বরাবর আমার সঙ্গে!

সত্যানন্দ

আমরা মহাব্রতে দীক্ষিত। দেবতা আমাদের দয়া করেন। আজ রাত্রেই তুমি এ-সংবাদ পাবে, আজ রাত্রেই তুমি কারাগার থেকে মুক্ত হবে।…

[মহেন্দ্র নিরুত্তর]

—বুঝেছি, তুমি বিশ্বাস করছ না। পরীক্ষা ক'রে দেখো।

[সত্যানন্দ এই উক্তির পরেই কারার দ্বার পর্য্যন্ত আসিয়া আব্‌-ছায়া অন্ধকারে কাহার সঙ্গে যেন কথা কহিয়া মহেন্দ্রের কাছে ফিরিয়া আসিলেন—]

মহেন্দ্র

কি পরীক্ষা?

সত্যানন্দ

তুমি এখনি কারাগার থেকে মুক্তি পাবে।

[পরমুহূর্ত্তে কারাগারের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। প্রহরীর বেশে এক ব্যক্তি সেই কক্ষে প্রবেশ করিল—]

আগন্তুক

মহেন্দ্রসিংহ কা'র নাম?

মহেন্দ্র

আমার নাম।

আগন্তুক

তোমার খালাসের হুকুম হয়েছে—যেতে পারো।

[প্রথমে মহেন্দ্র বিস্মিত হইল—পরে সন্দেহের কণ্ঠে বলিল :

মহেন্দ্র

আমাকে এ-কথা কি বিশ্বাস করতে হবে?

আগন্তুক

অবিশ্বাসের কোনো কারণ নেই। তুমি খালাস পেয়েছ—যাও।

[মহেন্দ্র ইতস্ততঃ করিয়া—ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল]

আগন্তুক

মহারাজ—আপনিও কেন যান্ না? আমি আপনার জন্যেই এসেছি।

সত্যানন্দ

তুমি কে ? ধীরানন্দ গোঁসাই ?

ধীরানন্দ

আজ্ঞে হাঁ।

সত্যানন্দ

প্রহরী হ'লে কেমন ক'রে ?

ধীরানন্দ

সিপাইদের হাতে আপনাকে বন্দী অবস্থায় দেখে আমি প্রচ্ছন্ন হ'য়ে অনুসরণ করি। আমি নগরে আস্‌বার পর—আপনারা এই কারাগারে আছেন শুন্‌তে পেয়ে এখানে কিছু ধুতুরা-মিশানো সিদ্ধি এনেছিলুম। যে খাঁ সাহেব পাহারায় ছিলেন—তিনি তা' সেবন ক'রে মাটিতে শুয়ে ঘুমোচ্চেন। এই জামাজোড়া, পাগ্‌ড়ী, বর্শা—যা' আমি প'রে আছি—সমস্ত তাঁরই।

সত্যানন্দ

তুমি এই বেশে নগর থেকে বেরিয়ে যাও। আমি এ উপায়ে যাবো না।

ধীরানন্দ

সে কি—কেন প্রভু ?

সত্যানন্দ

আজ সন্তানের পরীক্ষা।...

[মহেন্দ্র পুনরায় প্রত্যাবর্ত্তন করিল]

—ফিরলে যে—মহেন্দ্র ?

মহেন্দ্র

আপনি নিশ্চিত সিদ্ধপুরুষ ! কিন্তু আমি আপনার সঙ্গ ছেড়ে যাবো না।

সত্যানন্দ

তবে থাক...দু'জনেই আজ রাত্রে অন্য উপায়ে মুক্ত হবো ! এ কারাগার কি আমাদের বন্দী ক'রে রাখ্‌তে পারে...কারাগার আমাদের অভ্যর্থনা ক'রে নেয়। মুক্তি আমাদেরই হাতে।

[ধীরানন্দ নিষ্ক্রান্ত।...কারাকক্ষে স্তিমিত দীপালোকে বসিয়া রহিলেন সত্যানন্দ ও মহেন্দ্র—যেন কিসের জন্য প্রতীক্ষ্যমাণ।]

সত্যানন্দ (মৃদুস্বরে)

হরে মুরারে মধুকৈটভারে—হরে মুরারে মধুকৈটভারে—জয় শ্রীমধুসূদন !… শুন্‌তে পাচ্চো—মহেন্দ্র ?

[ইতোমধ্যে দূরাগত কোলাহল—"হরে মুরারে"—ভাসিয়া আসিতে লাগিল—]

মহেন্দ্র

কি—প্রভু !

সত্যানন্দ

শুন্‌তে পাচ্চো না—অদূরে সহস্র কণ্ঠের কলনাদ ?

[ক্রমশঃ উত্তেজিত সম্মিলিত কণ্ঠের কোলাহল—"হরে মুরারে"—বর্দ্ধিত হইতে লাগিল…মহেন্দ্র উৎকর্ণ হইয়া শুনিল—]

মহেন্দ্র

কাদের কোলাহল—প্রভু ! বাইরে কাদের গর্জ্জন শোনা যাচ্চে ?

সত্যানন্দ

এখনো বুঝ্‌তে পাচ্চো না—মহেন্দ্র ? মায়ের বীর সন্তানরা তাদের প্রাণের মূল্যে আমাদের মুক্তি দিতে ছুটে আস্‌ছে।

মহেন্দ্র

রাজরক্ষীদের বাধা এড়িয়ে এই সুরক্ষিত কারায় তা'রা কেমন ক'রে আস্‌বে ?

সত্যানন্দ

সন্তানদের কাছে কিছুই অসম্ভব নয়। মন্ত্রের সাধন যাদের সঙ্কল্প—প্রাণ তাদের কাছে খেলার বস্তু। জীবন-মৃত্যু তাদের আজ্ঞাধীন কিঙ্কর। যিনি অপ্রতিমপ্রভাব, সংগ্রামে জয়বিধাতা—সেই বিপদহন্তা শ্রীহরির নামে তা'রা নগররক্ষীদের হতবুদ্ধি ক'রে দেবে। এখানকার সমস্ত কারারক্ষীর উদ্যত হাত পঙ্গু ক'রে দেবে—মা-র সন্তানের দল। তাদের গতির বাধা এই কারার প্রাচীর চূর্ণ চূর্ণ ক'রে তা'রা ধূলিসাৎ কর্‌বে। তা'রা অপ্রমেয়—তা'রা দুর্ব্বার।—ঐ শোনো ; ওরা এগিয়ে এসেছে।

[কোলাহল প্রচণ্ড হইয়া উঠিল।—বহুকণ্ঠে চীৎকার : "হরে মুরারে— হরে মুরারে" তৎপরে- "বন্দে মাতরম্"—]

মহেন্দ্র (উচ্চকিত ভাবে)

ব্রহ্মচারী—বাইরে যে তুমুল কাণ্ড চলেছে !

সত্যানন্দ

শ্রীমধুসূদনের তাই ইচ্ছা…কে রোধ করে ? আজ মৃত্যুর তাণ্ডবে তাণ্ডবে সকল বন্ধন মুক্ত হবে। যে শৃঙ্খল বাঁধন এনে দিয়েছে—সেই শৃঙ্খল খ'সে প'ড়ে চরণে কর্‌বে নমস্কার—তুল্‌বে নূপুরের শিঞ্জন। অত্যাচারীর উদ্ধত শির হবে অবনমিত। বলো—বন্দে মাতরম্ !

মহেন্দ্র

বন্দে মাতরম্

[বহুকণ্ঠে—"বন্দে মাতরম্"—চীৎকার…কারাকক্ষে জ্ঞানানন্দ ও ধীরানন্দ-চালিত মন্ত্র-মুখর সন্তানগণ প্রবেশ করিল—সকলের হাতে রক্তাক্ত কৃপাণ ও বর্শা।…বহুকণ্ঠ—"জয় শ্রীগুরু" উচ্চারণ করিল। —সত্যানন্দকে সকলে ঘিরিয়া দাঁড়াইল…"জয় শ্রীহরি"—"হরে মুরারে"—রবে সেই কক্ষ মুখরিত হইল—]

সত্যানন্দ

বীর সন্তানগণ—তোমরা আজ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছ। ধন্য তোমরা ! যিনি মধুকৈটভ-হন্তা, যিনি হিরণ্যকশিপু, কংস, দন্তবক্র, শিশুপাল প্রভৃতি অসুরদের বিনাশ করেছেন, যাঁর চক্রের ঘর্ঘর-নির্ঘোষে মৃত্যুঞ্জয় শম্ভুও ভীত হয়েছিলেন… যিনি অজেয়, রণে জয়দাতা—আমরা তাঁর উপাসক, তাঁর বলে আমাদের বাহুতে অনন্ত বল…তিনি ইচ্ছাময়—তাঁরই ইচ্ছাতে আমাদের এই রণজয় হয়েছে। বলো—"হরে মুরারে মধুকৈটভারে—গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে" !…

[সম্মেলক কণ্ঠ—"হরে মুরারে—হরে মুরারে—"]

—বলো—বন্দে মাতরম্ !

[সকলে—"বন্দে মাতরম্"—তিনবার উচ্চারণ করিল।…অদূরে কোলাহল চলিতেছিল…দূরে পটভূমিকায় বহ্নিশোণিমা।]

সত্যানন্দ

মহেন্দ্র—চ'লে এসো ! আমরা মুক্ত।—সন্তানগণ : ফিরে চলো…অনর্থক অনিষ্ট করা মানবধর্ম্ম নয়…আগুন নিয়ে খেলা ক'রে লাভ নেই—এই পাবক

অগ্নিকে আমাদের কাজে লাগাতে হবে। সে সুদিন দেশ-জননীর দ্বারে আগতপ্রায়।—"বন্দে মাতরম্" !—

[সকলের মুখে ধ্বনিত : "বন্দে মাতরম্"—]

সন্তানগণ

(গান)

সপ্তকোটি-কণ্ঠ-কলকল-নিনাদকরালে—
দ্বিসপ্তকোটিভুজৈর্ধৃত-খরকরবালে—
অবলা কেন মা এতো বলে।

বহুবলধারিণীং, নমামি তারিণী,
রিপুদলবারিণীং মাতরম্।
বন্দে মাতরম্॥

[সঙ্গীত ধ্বনিত হইতে লাগিল]—

—মন্থরগতি—

প
ট
ক্ষে
প

গর্ভ

(১)

দৃশ্যরূপ :—

[আনন্দমঠ। তাহার অভ্যন্তরে দেবালয়।—মন্দির-দ্বার বন্ধ। তাহার সম্মুখ-চত্বরে বসিয়া—ভগ্নোৎসাহ জীবানন্দ, ভবানন্দ ও সত্যানন্দ।]

ভবানন্দ

প্রভু! সেদিন গুরুর অপমানের উত্তর দিয়েছিল সন্তানরা, সমস্ত বাধা-বিঘ্ন চূর্ণ ক'রে অন্যায়ের করেছিল প্রতিকার, সেদিন হয়েছিল সন্তানের জয়। সন্তানের সেই কাজ দৌরাত্ম্য-বোধে দলে দলে এলো পরগণা-সিপাই—আমাদের দমন করবে ব'লে—কামান, গোলা, বন্দুক নিয়ে। তাদের কাছে হোলো আমাদের হীন পরাজয়। এই পরাজয়ের গ্লানি আমি কিছুতেই ভুলতে পারছি না।

সত্যানন্দ

এ-গ্লানি মন থেকে মুছে ফেলো—ভবানন্দ! সেদিন সামান্য ঢাল, তলোয়ার আর বল্লম নিয়ে বিপক্ষের আগ্নেয় অস্ত্রের বিরুদ্ধে যুঝে-ওঠা সন্তানদের পক্ষে অসম্ভব ছিল।

ভবানন্দ

কেন প্রভু: তোপের মুখে অসংখ্য সন্তান মরেছে—তবুও আমরা যুদ্ধে ক্ষান্তি দিইনি। আমরা শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ করতুম—ফলাফলের বিচার আমাদের ছিল না। আপনি প্রত্যাবর্ত্তনের আদেশ দিলেন—আমাদের নতশিরে ফিরতে হোলো।

সত্যানন্দ

সে-ক্ষেত্রে অকারণ বলক্ষয় ক'রে যুদ্ধের আগুনে শত শত প্রাণ আহুতি দেওয়া নির্ব্বুদ্ধিতা হোতো।—অতিবড় দুঃসাহসী বীরও সামান্য অসি-হাতে যুদ্ধ ক'রে গোলার মারণ থেকে কাউকে বাঁচাতে পারতো না। অনর্থক সন্তান-বধে কোনো ফল হোতো না—নিশ্চয় জেনো। আমাদের সর্ব্বকর্ম্ম ব্যর্থ হ'য়ে যেতো।

জীবানন্দ

মহারাজ : দেবতা আমাদের প্রতি এমন অপ্রসন্ন কেন? কি দোষে আমরা পরগণা-সিপাইদের কাছে পরাজিত হলুম?

সত্যানন্দ

জীবানন্দ—দেবতা অপ্রসন্ন নন্। যুদ্ধে জয়-পরাজয় দুই-ই আছে। সেদিন আমরা জয়ী হয়েছিলুম—আজ পরাভূত হয়েছি। শেষ জয়ই জয়। আমার নিশ্চিত ভরসা আছে যে: যিনি এতোদিন আমাদের দয়া করেছেন—সেই শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী বনমালী আবার দয়া কর্‌বেন। তাঁর পাদস্পর্শ ক'রে দেশমাতৃকার পুণ্য মন্ত্র মুখে নিয়ে যে মহাব্রতে আমরা ব্রতী হয়েছি—অবশ্য সে-ব্রত আমাদের সাধন কর্‌তে হবে···বিমুখ হ'লে আমরা অনন্ত নরক ভোগ কর্‌বো। আমাদের ভাবী মঙ্গলের বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই। কিন্তু যেমন দৈব অনুগ্রহ ভিন্ন কোনো কার্য্য সিদ্ধ হ'তে পারে না—তেমনি পুরুষকারও চাই।

জীবানন্দ

আমাদের কি পুরস্কারের অভাব আছে—প্রভু? তাই কি আমাদের পরাভব?

সত্যানন্দ

হাঁ: আমাদের পুরুষকারের নিতান্ত অভাব—আমাদের তা' অর্জ্জন কর্‌তে হবে, আমাদের হ'তে হবে আরো শক্তিশালী। তা'র জন্যে যথাযোগ্য আয়োজন করা দরকার।

জীবানন্দ

কেমন ক'রে—প্রভু!

সত্যানন্দ

জীবানন্দ—সন্তান হ'য়ে তুমি এই প্রশ্ন কর্‌লে? মা-র সন্তানের পক্ষে কঠিন কাজ আছে কি?

জীবানন্দ

কি উপায়ে তা' সম্ভবপর—আজ্ঞা করুন!

সত্যানন্দ

সে-জন্তে আমি আজ রাত্রে তীর্থযাত্রা কর্‌বো। যতদিন না ফিরে আসি—ততোদিন তোমরা কোনো গুরুতর ব্যাপারে হস্তক্ষেপ কোরো না, শুধু আত্মরক্ষার জন্তে খণ্ড যুদ্ধ কর্‌তে কোনো বাধা নেই।—কেননা এবার শুধু পরগণাসিপাই নয়—কল্‌কাতা থেকে কোম্পানীর সুশিক্ষিত সেনাও আস্‌তে পারে।—কিন্তু সন্তানদের একতা রক্ষা কোরো, তাদের গ্রাসাচ্ছাদন যুগিয়ো, আর মা-র রণজয়ের জন্তে অর্থ-ভাণ্ডার পূর্ণ কোরো। এই ভার তোমাদের দু'জনের ওপর রইলো।

ভবানন্দ

কিন্তু প্রভু: আজকের এই দুর্দ্দিনে আমাদের ওপর এই গুরুভার দিয়ে তীর্থ যাত্রা কর্‌ছেন—তা'তে আমাদের পুরুষকারের কি বৃদ্ধি হবে?

সত্যানন্দ

ভবানন্দ: আমি তীর্থযাত্রা কর্‌বো পুণ্যসঞ্চয়ের অভিলাষে নয়—শক্তি-সংগ্রহের জন্যে···আর এই নবশক্তিসাধন-যজ্ঞের উত্তরসাধক হবে হেতিকার শিল্পিগণ—তাদের আমি নিমন্ত্রণ ক'রে নিয়ে আস্‌বো।

জীবানন্দ

এই মা-র মন্দিরে?

সত্যানন্দ

তা' এখন আর সম্ভবপর নয়—কারণ এ-স্থান আর নিরাপদ্ মনে করি না।

ভবানন্দ

তবে কি উপায় হবে?

সত্যানন্দ

উপায় আমি বহুদিন থেকে চিন্তা করেছি। ঈশ্বর আজ তা'র সুযোগ দিয়েছেন। তোমরা বল্‌ছিলে—ভগবান্ প্রতিকূল, আমি দেখ্‌ছি—তিনি অনুকূল। দেবীগড় আমি কেন্দ্র করবো।

জীবানন্দ

সে কি? সেখানে কি উপায়ে হবে?

সত্যানন্দ

নইলে কি জন্তে আমি মহেন্দ্র সিংহকে এ-ব্রত গ্রহণ কর্‌বার জন্তে আকিঞ্চন করেছি ?

ভবানন্দ

মহেন্দ্র কি ব্রত গ্রহণ করেছেন ?

সত্যানন্দ

ব্রত গ্রহণ করেনি, কর্‌বে। আজ তা'কে দীক্ষিত কর্‌বো।

জীবানন্দ

কই : মহেন্দ্র সিংহকে ব্রত গ্রহণ করাবার জন্তে কি আকিঞ্চণ হয়েছে—তা' আমরা দেখিনি। তা'র স্ত্রী-কন্থার কি অবস্থা হয়েছে—কোথায় তাদের রাখ্‌লে ? আমি একটী কন্থা নদীতীরে পেয়ে আমার ভগিনীর কাছে রেখে এসেছি। সেই কন্থার পাশে একটী সুন্দরী স্ত্রীলোক ম'রে পড়েছিল। তা'রা তো মহেন্দ্রের স্ত্রী-কন্থা নয় ? আমার কিন্তু তাই বোধ হয়েছিল।

সত্যানন্দ

সেই মহেন্দ্রের স্ত্রী-কন্থা।

ভবানন্দ (চমকিত হইয়া)

মহেন্দ্রের স্ত্রী···

জীবানন্দ

মহেন্দ্রের স্ত্রী মোলো কিসে ?

সত্যানন্দ

বিষপান ক'রে।

জীবানন্দ

কেন বিষ খেলো ?

সত্যানন্দ

ভগবান্ তা'কে প্রাণত্যাগ কর্‌তে স্বপ্নাদেশ করেছিলেন।

ভবানন্দ

সে স্বপ্নাদেশ কি সন্তানের কার্য্যোদ্ধারের জন্তেই হয়েছিল ?

সত্যানন্দ

মহেন্দ্রের কাছে সেই কথাই শুনলুম।···এখন সন্ধ্যা হ'য়ে এলো, আমি সায়ংকৃত্য করতে চললুম। তারপরে নূতন সন্তানদের দীক্ষিত করবো।

ভবানন্দ

সন্তানদের? কেন: মহেন্দ্র ছাড়া আর কেউ আপনার নিজ শিষ্য হবার স্পর্দ্ধা রাখে নাকি?

সত্যানন্দ

হ্যাঁ: আর একটি নতুন লোক। আগে আমি তা'কে কখনো দেখিনি—আজ নতুন আমার কাছে এসেছে। সে অতি তরুণবয়স্ক যুবাপুরুষ। আমি তা'র আকার-ইঙ্গিতে আর কথাবার্ত্তায় খুব প্রীত হয়েছি—খাঁটি ব'লে তা'কে বোধ হয়েছে। তা'কে সন্তানের কাজ শেখাবার ভার জীবানন্দের ওপর রইলো।··· কারণ—জীবানন্দ লোকের চিত্ত আকর্ষণ করতে বড় সুদক্ষ।—আমি চললুম··· তোমাদের প্রতি আমার একটা উপদেশ বাকি আছে—অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে তা' শোনো।

উভয়ে (যুক্তকরে)

আজ্ঞা করুন।

সত্যানন্দ

তোমরা দু'জনে যদি কোনো অপরাধ ক'রে থাকো, কিংবা আমি ফিরে আস্‌বার আগে করো—তবে তা'র প্রায়শ্চিত্ত আমি না এলে কোরো না। আমি ফিরে এলে—প্রায়শ্চিত্ত অবশ্য কর্ত্তব্য হবে।

[সত্যানন্দের প্রস্থান।···ভবানন্দ ও জীবানন্দ উভয়ে পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিল—]

ভবানন্দ

তোমার ওপর নাকি?

জীবানন্দ

বোধ হয়। ভগিনীর বাড়াতে মহেন্দ্রের কন্যা রাখতে গিয়েছিলুম।

ভবানন্দ

তা'তে দোষ কি? সে-টা তো নিষিদ্ধ নয়। ব্রাহ্মণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে এসেছ কি?

জীবানন্দ

বোধহয় গুরুদেব তাই মনে করেন।···

[ভবানন্দ কোনো কথা কহিল না···তাহার ভ্রূ-দু'টি কুঞ্চিত হইল]

—তোমার অতো ভাবনা কেন ? তোমার তো আর ব্রাহ্মণীর বালাই নেই !

ভবানন্দ

না : তা' নেই···তবে কি জানি—হয়তো গুরুদেব কিছু সন্দেহ রাখেন !

(অপসরণ)

[নেপথ্য হইতে দেবারতির শঙ্খ-ঘণ্টা-ডমরু ও রামশৃঙ্গ প্রভৃতি ঝঙ্কৃত হইল।—জীবানন্দ ও ভবানন্দ যোড়করে দাঁড়াইয়া রহিল।··· সত্যানন্দের কণ্ঠোচ্চারিত শ্লোকগাথা শ্রুত হইতে লাগিল :

সত্যানন্দ (নেপথ্য থেকে)

অনন্ত প্রাণ ত্রিলোক-নিধান অসীম তোমার মোহন স্বরূপ।
জগদ্‌গুরুর মুরৎপ্রকাশ বিরাট্ তোমার অচিন্ত্য রূপ।
অনুপম-প্রভাব-শালিন্ সকল লোকের জনন তুমি।
দেবেশ হে জগন্নিবাস অসীম জ্ঞানের ধারণ তুমি।
রুদ্র মহান্ প্রলয়-কারণ প্রলয়ানল মহৎ মরণ।
কালান্তক পরমপুরুষ দেবপ্রধান অখিল শরণ।
জ্বলৎ তোমার উগ্র দ্যুতি দগ্ধ করুক্ শত্রুদলে।
কিরীটী হে চক্রপাণি শক্তি-প্রসাদ বাহুর বলে।
প্রসন্ন হও প্রসন্ন হও প্রসন্ন হও প্রবলপরাণ।
জানাও তোমার অনন্তভাব অনন্ত ঐ বিশ্ব-বিধান।
জাগো ওহে সহস্রকর অরাতি আজ নিধন করো।
শান্তি-শোভন ললাটিকায় চতুর্ভুজ-মূর্ত্তি ধরো।
হে গরীয়ান্ মুক্তি আনো ক্ষমা করো সকল প্রমাদ।
প্রসন্ন হও প্রসন্ন হও শোনাও মুক্তি-শঙ্খ-নিনাদ॥

[স্তোত্র আবৃত্তির পরে অদূরাগত "বন্দে মাতরম্" গীতাংশ ভাসিয়া আসিল···গীতকালে ভবানন্দ ও জীবানন্দের প্রস্থান।—গীতান্তে মহেন্দ্রের সঙ্গে কথা বলিতে বলিতে সত্যানন্দের পুনঃ প্রবেশ—]

সত্যানন্দ

মহেন্দ্র—তোমার এ সন্তান-ধর্ম্মে দীক্ষা পূর্ণ হোক্! কিন্তু তুমি উতলা হোয়ো না—তোমার কন্যা জীবিত আছে।

মহেন্দ্র

কোথায়, মহারাজ?

সত্যানন্দ

তুমি আমাকে মহারাজ বল্‌ছ কেন?

মহেন্দ্র

সকলেই বলে—তাই। মঠের অধিকারীদের 'রাজা' সম্বোধন কর্‌তে হয়। আমার কন্যা কোথায়—মহারাজ?

সত্যানন্দ

তা' শোন্‌বার আগে—একটা কথার স্বরূপ উত্তর দাও। তুমি সন্তান-ধর্ম্ম মনে-প্রাণে গ্রহণ কর্‌লে তো!

মহেন্দ্র

তা' নিশ্চিত মনে মনে স্থির করেছি।

সত্যানন্দ

তবে—কন্যা কোথায়—শুন্‌তে চেয়ো না!

মহেন্দ্র

কেন, মহারাজ?

সত্যানন্দ

যে এ-ব্রত গ্রহণ করে—তা'র স্ত্রী-পুত্র আত্মীয়-স্বজন কারোর সঙ্গে সম্বন্ধ রাখ্‌তে নেই। স্ত্রী-পুত্র-কন্যার মুখ দেখ্‌লেও প্রায়শ্চিত্ত আছে।...যতদিন না সন্তানের মানস সিদ্ধ হয়—ততোদিন তুমি কন্যার মুখ দেখ্‌তে পাবে না।—যদি সন্তান-ধর্ম্ম গ্রহণ কর্‌লে—তবে কন্যার সন্ধান জেনে কি কর্‌বে...দেখ্‌তে তো পাবে না!

এ কঠিন নিয়ম কেন—প্রভু?

সত্যানন্দ

সন্তানের কাজ অতি কঠিন কাজ। যে সর্ব্বত্যাগী—সে ভিন্ন অন্য কোনো ব্যক্তি এ-কাজের উপযুক্ত নয়। মায়া-রজ্জুতে যা'র চিত্ত বদ্ধ থাকে—লকে-বাঁধা ঘুড়ির মতো—সে কথনো মাটি ছেড়ে স্বর্গে উঠ্‌তে পারে না।

মহেন্দ্র

মহারাজ—কথা ভালো বুঝ্‌তে পার্‌লুম না। যে স্ত্রী-পুত্রের মুখদর্শন করে—সে কি কোনো গুরুতর কাজের অধিকারী নয়?

সত্যানন্দ

পুত্র-কলত্রের মুখ দেখ্‌লেই আমরা দেবতার কাজ ভুলে যাই। সন্তান-ধর্ম্মের নিয়ম এই: যেদিন প্রয়োজন হবে—সেই দিন সন্তানকে প্রাণত্যাগ করতে হবে।...তোমার কন্যার মুখ মনে পড়্‌লে তুমি কি তা'কে রেখে মর্‌তে পার্‌বে?

মহেন্দ্র

তা' না দেখ্‌লেই কি কন্যাকে ভুল্‌বো?

সত্যানন্দ

না ভুল্‌তে পারো—এ ব্রত গ্রহণ করা কেন?

মহেন্দ্র

সন্তানমাত্রেই কি এই রকম স্ত্রী-পুত্রকে ভুলে ব্রত গ্রহণ করেছে। তা'হ'লে সন্তানেরা সংখ্যায় অতি অল্প।

সত্যানন্দ

সন্তান দুই শ্রেণীর—দীক্ষিত আর অদীক্ষিত। যা'রা অদীক্ষিত—তা'রা সংসারী বা ভিখারী...তা'রা কেবল যুদ্ধের সময় এসে উপস্থিত হয়, লুঠের ভাগ বা অন্য পুরস্কার পেয়ে চ'লে যায়। যা'রা দীক্ষিত—তা'রা সর্ব্বত্যাগী, তা'রা সম্প্রদায়ের কর্ত্তা। তোমাকে অদীক্ষিত সন্তান হ'তে অনুরোধ করিনি,—যুদ্ধের জন্যে লাঠি-সড়্‌কীওয়ালা অনেক আছে। দীক্ষিত না হ'লে সম্প্রদায়ের কোনো গুরুতর কাজে অধিকারী হওয়া যায় না।...তুমি পূর্ব্ব-মন্ত্র ত্যাগ ক'রে যে নূতন মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছ—সেই পুণ্য মন্ত্রের প্রেরণায় তোমাকে ব্রতপালন কর্‌তে হবে।...সন্তানেরা বৈষ্ণব,—এই ধর্ম্ম: দুষ্টের দমন, ধরিত্রীর

উদ্ধার। শ্রীভগবান্ বিষ্ণুই জেতা, জয়দাতা, পৃথিবীর উদ্ধারকর্ত্তা, আর সন্তানের ইষ্টদেবতা···তিনি অনন্ত শক্তিময়। আমরা সেই অনন্ত শক্তির উপাসনা করি।

মহেন্দ্র

সন্তানেরা তবে উপাসক-সম্প্রদায় মাত্র?

সত্যানন্দ

তাই।—আমরা রাজ্য চাই না···যা'রা পরস্বাপহারী, অধর্ম্মাচারী, অত্যাচারী, অন্যায়-বিলাসী, ভগবানের বিদ্বেষী—কেবল তাদেরই সবংশে নিপাত করতে চাই।—অনন্তপ্রভাবশালী অসীম সত্তাস্বরূপ ত্রিলোকনাথের কাছে শক্তি-সাধনের বর প্রার্থনা করো!

[নিরুদ্ধ মন্দির-দ্বার মুক্ত হইল। প্রতিভাত হইল—সেই অপূর্ব্ব প্রকাণ্ড আকার চতুর্ভুজমূর্ত্তি। প্রতিমার সাম্‌নে বহু দীপাধার-দণ্ড শোভমান। তাহার 'পরে রৌপ্য, স্বর্ণ ও রত্নে রঞ্জিত প্রদীপসকল প্রজ্জলিত। সেই আলোক-দীপ্তিতে গর্ভগৃহ আলোকিত। রাশি রাশি পুষ্প স্তূপাকারে পরিশোভিত। প্রতিমা পুষ্পমাল্যে শোভমানা।···প্রতিমার সামান্য অন্তরে বসিয়া তরুণ সন্ন্যাসীর সাজে শান্তি মৃদু গীতস্বরে উচ্চারণ করিতেছিল :

"হরে মুরারে মধুকৈটভারে!
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে"!···

—অলক্ষিতে শান্তির অপসরণ।···মহেন্দ্র প্রণত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল —]

সত্যানন্দ

তোমার এ ব্রত সার্থক হোক্! দেখো বৎস: তুমি যে এই মহাব্রত গ্রহণ করলে, সেজন্যে ভগবান্ আমাদের ওপর অনুকূল বিবেচনা করি। তোমার দ্বারা মা-র মহৎ কার্য্য অনুষ্ঠিত হবে। তুমি মন দিয়ে আমার আদেশ শোনো। তোমাকে জীবানন্দ-ভবানন্দের সঙ্গে বনে বনে ফিরে যুদ্ধ করতে বলি না। তুমি পদচিহ্নে ফিরে যাও। স্বধামে থেকেই তোমাকে সন্ন্যাস-ধর্ম্ম পালন করতে হবে।

মহেন্দ্র (বিস্মিত ও বিমর্ষ হইয়া)

স্বধামে থেকে ?

সত্যানন্দ

হ্যাঁ ঃ শোনো মহেন্দ্র ! এখন আমাদের আশ্রয় নেই, এমন স্থান নেই যে— প্রবল সেনা এসে আমাদের অবরোধ করলে আমরা খাদ্যসামগ্রী নিয়ে দ্বার বন্ধ ক'রে দশদিন নির্ব্বিঘ্নে থাকবো। আমাদের গড় নেই। তোমার অট্টালিকা আছে, তোমার গ্রাম তোমার অধিকারে। আমার ইচ্ছা—সেইখানে একটি গড় প্রস্তুত করি।

মহেন্দ্র

কি উপায়ে তা' সম্ভব হবে—প্রভু ?

সত্যানন্দ

উপায় আছে—মহেন্দ্র ! পরিখা-প্রাচীর দিয়ে পদচিহ্ন ঘিরতে হবে, মাঝে মাঝে সেখানে ঘাঁটি বসিয়ে—বাঁধের ওপর কামান পেতে দিলে উত্তম গড় প্রস্তুত হ'তে পারে। তুমি গৃহে গিয়ে বাস করো—ক্রমে ক্রমে দু'হাজার সন্তান সেখানে পৌঁছে যাবে। তাদের দিয়ে গড়, ঘাঁটির বাঁধ—এই সমস্ত তৈরী করতে থাকবে। তুমি সেখানে উত্তম লোহার এক ঘর নির্ম্মাণ করাবে—সেই লৌহ-ঘর হবে সন্তানদের অর্থের ভাণ্ডার। স্বর্ণে পূর্ণ সিন্দুকগুলি তোমার কাছে একে একে পাঠাবো। তুমি সেই অর্থ নিয়ে এই সকল কাজ সম্পন্ন করবে। আর আমি নানা স্থান থেকে কৃতকর্ম্মা শিল্পীদের আনাচ্চি। শিল্পীরা এলে—তুমি পদচিহ্নে কারখানা স্থাপন করবে। সেখানে কামান, গোলা, বারুদ, বন্দুক— প্রস্তুত করাবে। এইজন্যে তোমাকে ঘরে ফিরতে বলছি।

মহেন্দ্র

আপনার আদেশ মাথায় পেতে নিলুম—প্রভু ! আমি সমস্তই স্বীকার ক'রে নিচ্চি।

সত্যানন্দ

তা' হ'লে—মহেন্দ্র ঃ এখন বিদায় নাও।

[মহেন্দ্র সত্যানন্দের পাদ-বন্দনা করিয়া বিদায় গ্রহণ করিল।— সত্যানন্দ এবার উঠিয়া মন্দিরের দিকে অগ্রসর হইলেন—তাঁহার

যেন আগমন-প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। ক্ষণপরে মঠের পরিচারক গোবর্দ্ধন-আনীত দ্বিতীয় শিষ্য সন্ন্যাসীবেশী শান্তি প্রবেশ করিয়া সত্যানন্দকে প্রণাম করিল—]

সত্যানন্দ

শুভমস্তু !—এই কৃষ্ণাজিনের ওপর বোসো। তুমি এখন ব্রতপাল। তুমি সত্যপথাশ্রয়ী হও, তোমার প্রকৃতি হোক্ নির্ভীক, তোমার সাধনা সফল হোক্—এই আমার আশীর্ব্বাদ।

শান্তি

আপনার আশীর্ব্বাদ ব্যর্থ হবে না—প্রভু !

সত্যানন্দ

তুমি যোগ্য সন্তান হ'য়ে উঠ্‌তে পার্‌বে তো ?

শান্তি

পরীক্ষায় প্রমাণ নিন্।

সত্যানন্দ

ভালো—ভালো : কর্ম্মে তোমার বেশ আগ্রহ—দেখ্‌ছি। এখন ভক্তি। কেমন : কৃষ্ণের 'পরে তোমার খুব ভক্তি আছে কি-না ?

শান্তি

কি ক'রে বল্‌বো ? আমি যা'কে ভক্তি মনে করি—হয়তো সে ভণ্ডামি—নয়তো আত্মপ্রতারণা।

সত্যানন্দ

ভালো : তোমার কথায় আমি সন্তুষ্ট হলুম। তোমার বিবেচনা আছে··· যা'তে ভক্তি দিন দিন বেড়ে ওঠে—সেই অনুষ্ঠান করো। আমি আশীর্ব্বাদ করি—তোমার যত্ন সফল হবে, কেননা—তোমার বয়স খুব অল্প। বৎস : তোমায় কি ব'লে ডাক্‌বো—তা' এ পর্য্যন্ত জিজ্ঞেস্ করিনি।

শান্তি

আপনার যা' অভিরুচি ! আমি বৈষ্ণবের দাসানুদাস।

সত্যানন্দ

তোমার নবীন বয়স দেখে তোমায় নবীনানন্দ বল্‌তে ইচ্ছা করে···এই নাম

তুমি নাও। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞেস্ করি—তোমার পূর্ব্বে কি নাম ছিল? যদি বল্‌তে কোনো বাধা থাকে—তবুও বলো। আমার কাছে বল্‌লে আর কোনো লোকের কাণে যাবে না। সন্তান-ধর্ম্মের মর্ম্ম এই : যা' বলা যায় না—তা'-ও গুরুর কাছে বল্‌তে হয়···বল্‌লে কোনো ক্ষতি হয় না।

শান্তি

আমার নাম—শান্তিরাম দেবশর্ম্মা।

সত্যানন্দ

তোমার নাম—শান্তিমণি পাপিষ্ঠা।···

[সত্যানন্দ নবীন শিষ্যের ছদ্মবেশ উদ্‌ঘাটন করিতে—তাহার জাল বেশ খসিয়া পড়িল।···শান্তি তখন ছুই চোখ ঢাকা দিয়া অধোবদন হইল—]

—ছি মা : আমার সঙ্গে প্রতারণা! যদি আমাকেই ঠকাবে তো এ-বয়সে এই অসংলগ্ন পুরুষ-বেশের বিড়ম্বনা কেন? আর—তোমার ঐ গলার স্বর—ঐ চোখের চাহনি কি লুকোতে পারো? যদি এমন নির্ব্বোধই হতুম—তবে কি এতো কাজে হাত দিতুম?

[শান্তি এক্ষণে মাথা তুলিয়া সত্যানন্দের মুখের 'পরে বিলোল কটাক্ষপাত করিয়া উত্তর দিল :

শান্তি

প্রভু—দোষই বা কি করেছি? স্ত্রী-বাহুতে কি কখনো বল থাকে না?

সত্যানন্দ

গোষ্পদে যেমন জল।

শান্তি

সন্তানদের বাহুবল আপনি কখনো পরীক্ষা ক'রে থাকেন?

সত্যানন্দ

থাকি।···

[সত্যানন্দ এক ইস্পাতের ধনুক ও লোহার কতকটা তার আনিয়া দিলেন—]

—এই ইস্পাতের ধনুকে এই লোহার তারে গুণ দিতে হয়। গুণের

পরিমাণ—দু' হাত। গুণ দিতে দিতে ধনুক উঠে পড়ে···যে গুণ দেয়—তা'কে ছুড়ে ফেলে দেয়। যে গুণ দিতে পারে—সেই প্রকৃত বলবান্।

[শান্তি ধনুক ও তার উক্তরূপে পরীক্ষা করিল]

শান্তি

সকল সন্তান কি এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে ?

সত্যানন্দ

না : এই দিয়ে কেবল তাদের বল বুঝেছি।

শান্তি

কেউ কি এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়নি ?

সত্যানন্দ

চারজন মাত্র।

শান্তি

জিজ্ঞেস করবো কি—কে কে ?

সত্যানন্দ

নিষেধ কিছু নেই। একজন আমি।

শান্তি

আর ?

সত্যানন্দ

জীবানন্দ, ভবানন্দ, জ্ঞানানন্দ।

[শান্তি ধনুক ও তার লইয়া অনায়াসে ধনুকে গুণ দিয়া সত্যানন্দের চরণতলে ফেলিয়া দিল।- সত্যানন্দ বিস্মিত, ভীত ও স্তম্ভিত হইয়া গেলেন—]

সত্যানন্দ

এ-কি ! তুমি দেবী না মানবী ?

শান্তি (করযোড়ে)

আমি সামান্যা মানবী—কিন্তু আমি ব্রহ্মচারিণী।

সত্যানন্দ

তাই-বা কিসে ? তুমি কি বালবিধবা ? না : বালবিধবারও এতো বল হয় না—তা'রা যে একাহারী !

শান্তি

আমি সধবা।

সত্যানন্দ

তোমার স্বামী নিরুদ্দিষ্ট ?

শান্তি

উদ্দিষ্ট। তাঁর উদ্দেশেই এসেছি।

[হঠাৎ সত্যানন্দের ভ্রূকুঞ্চিত হইল—সামান্যক্ষণ চিন্তার পরে বলিলেন :

সত্যানন্দ

মনে পড়েছে···জীবানন্দের স্ত্রীর নাম—শান্তি। তুমি কি জীবানন্দের ব্রাহ্মণী ?···

[জটাভারে শান্তি অবনত মুখ ঢাকিল]

—কেন এ পাপাচার করতে এলে ?

[শান্তি এই কথায় সহসা জটাভার পৃষ্ঠে নিক্ষিপ্ত করিয়া উন্নত

শান্তি

পাপাচরণ কি—প্রভু ? পত্নী স্বামীর অনুসরণ করে—সে কি পাপাচরণ ? সন্তান-ধর্ম্মশাস্ত্র যদি একে পাপাচরণ বলে—তবে সন্তান-ধর্ম্ম অধর্ম্ম। আমি তাঁর সহধর্ম্মিণী, তিনি ধর্ম্মাচরণে ব্রতী—আমি তাঁর সঙ্গে ধর্ম্মাচরণ করতে এসেছি।

[শান্তির তেজস্বিনী বাণী শুনিয়া—আর উন্নতগ্রীবা, স্ফীতবক্ষ, কম্পিত অধর ও উজ্জ্বল অশ্রুপ্লুত চোখ দেখিয়া—সত্যানন্দের মুখ হর্ষদীপ্ত হইল—]

সত্যানন্দ

তুমি সাধ্বী। কিন্তু দেখো মা : পত্নী কেবল গৃহধর্ম্মেই সহধর্ম্মিণী—বীরধর্ম্মে রমণী কি ?

শান্তি

কোন্ মহাবীর পত্নী-বিনা বীর হয়েছেন ? রাম সীতা-বিহনে কি বীর

হতেন ? অর্জ্জুনের কতগুলো বিবাহ—গণনা করুন দেখি ? ভীমের যত বল—ততো পত্নী। ত কবল্‌বো, আপনাকে বল্‌তেই বা কেন হবে ?

সত্যানন্দ

কথা সত্য। কিন্তু রণক্ষেত্রে কোন্ বীর জায়া নিয়ে আসে ?

শান্তি

অর্জ্জুন যখন যাদবীসেনার সঙ্গে অন্তরীক্ষ হ'তে যুদ্ধ করেছিলেন—কে তাঁর রথ চালিয়েছিল ? দ্রৌপদী সঙ্গে না থাকলে—পাণ্ডব কি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যুঝ্‌তো ?

সত্যানন্দ

তা' হোক্ ঃ সামান্য মানুষের মন স্ত্রীলোকে আসক্ত হয়—তা'র কাজে বাধা আনে। তাই সন্তানের ব্রত—রমণী-জাতির সঙ্গে একাসনে বস্‌বে না। জীবানন্দ আমার দক্ষিণহস্ত। তুমি আমার ডান হাত ভেঙে দিতে এসেছ ?

শান্তি

আমি আপনার দক্ষিণ হাতে শক্তি বাড়াতে এসেছি। আমি ব্রহ্মচারিণী—প্রভুর কাছে ব্রহ্মচারিণীই থাক্‌বো। আমি কেবল ধর্ম্মাচরণের জন্যে এসেছি—স্বামীদর্শনের জন্যে নয়। বিরহ-যন্ত্রণায় আমি কাতরা নই। স্বামী যে ধর্ম্ম নিয়েছেন—আমি তা'র ভাগ কেন নোবো না ? তাই এসেছি।

সত্যানন্দ

ভালো ঃ তোমায় দিনকয়েক পরীক্ষা ক'রে দেখি।

শান্তি

আনন্দমঠে আমি থাক্‌তে পাবো কি ?

সত্যানন্দ

আজ আর কোথায় যাবে ?

শান্তি

তারপর ?

সত্যানন্দ

তারপর !—মা ভবানীর মতো তোমারো কপালে আগুন আছে—সন্তান-সম্প্রদায়কে কেন দাহ করবে ? কে সহ্য করবে—মা—তোমার চোখের ও বিদ্যুতের জ্বালা ?

শান্তি

প্রভু ঃ ভগবানের কাছে আমি প্রার্থনা করি—আমার নারীত্বে তিনি গৌরব এনে দিন, আমার সাধনা সফল করুন !—দেশমাতৃকার সেবায় আমি যেন স্বামীর পাশে দাঁড়িয়ে কৃতকার্য্য হই, আমাকে করুন বীরজায়া।

সত্যানন্দ

বিধাতার বর তুমি পাবে—মা ! তোমাকে আশীর্ব্বাদ করি : তুমি দীর্ঘাবস্তী হও—চিরশুদ্ধমতী হও—সাধনায় তোমার সিদ্ধি হোক্ !…

[শান্তি নতজানু হইয়া সত্যানন্দের পদধূলি গ্রহণ করিল]

—এখন তুমি বিশ্রাম করোগে !—কে আছ ?

গোবর্দ্ধনের প্রবেশ ও অভিবাদন]

গোবর্দ্ধন

আজ্ঞা আমি আছি—শ্রীশ্রীশ্রীগুরুমহারাজ !

সত্যানন্দ

আমার এই নবীন শিষ্যটিকে আজ রাত্রে থাক্‌বার মতো মঠে একটা ঘর দেখিয়ে দাও।

গোবর্দ্ধন

জি আজ্ঞা—শ্রীশ্রীপ্রভুমহারাজ !…এসো—নবীন ঠাকুর !

[গোবর্দ্ধনের সঙ্গে শান্তি প্রস্থান করিল। সত্যানন্দ পুথি-পাঠে মনোনিবেশ করিলেন।]

—দৃশ্যাবর্ত্তন—

(২)

দৃশ্যরূপ ঃ—

[জীবানন্দের কক্ষ।—গোবর্দ্ধন ও পশ্চাদ্-বর্ত্তিনী নবীনানন্দ-বেশে শান্তির প্রবেশ—]

শান্তি

তোমার নাম সন্তান গোবর্দ্ধন…তুমিও তা'হ'লে এক সন্তান ?

গোবর্দ্ধন

আজ্ঞা হাঁ—নবীন ঠাকুর ! আমিও একটা ছোটখাটো সন্তান।

শান্তি

বেশ : কিন্তু অনেক ঘর খালি প'ড়ে রয়েছে—দেখ্‌লুম, যা' দেখালে—একটাও তো আমার পছন্দ হোলো না।

গোবর্দ্ধন

তা'হ'লে আর কি করি—বলো নবীন ঠাকুর ! তোমার মনের মতন একটা ঘর তৈরী কর্‌তে হয়···এখন শ্রীশ্রীগুরুর ইচ্ছা।

শান্তি

কৌতুক করো কেন ? একটা ঘরের মতো ঘর দেখাও !

গোবর্দ্ধন

এতোগুলো ঘর—একটাও পছন্দ হোলো না তোমার ? অ্যা ! বলো কি ?

শান্তি

না : একটিও আমার মনের মতো নয়।

গোবর্দ্ধন

তবে আর কি হবে···চলো নবীন ঠাকুর—তোমাকে শ্রীশ্রীগুরুবাবার কাছে ফিরেফির্‌তি নিয়ে যাই।

শান্তি

ব্যস্ত কেন ?—হ্যাঁ ভাই সন্তান গোবর্দ্ধন—

গোবর্দ্ধন

আজ্ঞা করো—নবীন ঠাকুর—

শান্তি

বলো—নবীনানন্দ।

গোবর্দ্ধন

নবীনানন্দ ? ওঃ—আজ্ঞা করো—নবীনানন্দ ঠাকুর !

শান্তি

ঐ দিকে যে ক'খানি ঘর রইলো—সে তো ভালো ক'রে দেখা হোলো না ?

গোবৰ্দ্ধন

ওঃ বাবা—ও ঘরগুলো ? তা'—ও-সব খুব ভালো ঘর বটে, কিন্তু ঐ-সমস্ত ঘরেই লোক আছে তো দেখ্‌লে।

শান্তি

কা'রা আছে ?

গোবৰ্দ্ধন

বড় বড় সেনাপতি আছে।

শান্তি

বড় বড় সেনাপতি কে ?

গোবৰ্দ্ধন

ভবানন্দ, জীবানন্দ, ধীরানন্দ, জ্ঞানানন্দ। আনন্দমঠ—আনন্দময়।

শান্তি

ঘরগুলো আবার একবার দেখি—চলো না।

গোবৰ্দ্ধন

ওঃ বাবা—ওঁরা রাগ করবেন···একবার তো উঁকি-ঝুঁকি মেরে দেখা সায় ক'রে আসা হোলো।

শান্তি

কা'র কোন্ ঘর—তা'তো আমায় বল্‌লে না ?

গোবৰ্দ্ধন

কেন—প্রথমেই তো ধীরানন্দ ঠাকুরের ঘরে নিয়ে গেলুম। তিনি তখন একমনে মহাভারত পড় ছিলেন—অভিমন্যুর পালা—কেমন ক'রে সপ্তরথীর সঙ্গে যুদ্ধ চলেছে—সেই কায়দাটা আয়ত্ত ক'রে নিচ্ছিলেন···শুন্‌লে না ?—ঐ রকম লেখা-পড়ায় ওঁর বড় মন। রামায়ণ-মহাভারত প'ড়ে যুদ্ধের ফন্দি শিখে নিতে ওঁর মতন ওস্তাদ আর দেখি না। বুঝ্‌লে ঠাকুর ?

শান্তি

হুঁ : তা'র পাশের ঘরটা কা'র ?

গোবৰ্দ্ধন

জ্ঞানানন্দ ঠাকুরের···দেখ্‌লে না—কেমন যুদ্ধের প্যাঁচ্ কসচেন তিনি ?

নিজে নিজেই তলোয়ার ঘোরাচ্চেন বন্‌বন্‌ ক'রে—যেন হাজার হাজার শত্তুর সাম্‌নে রয়েচে—তাদের কাঁচা মাথা কচ্‌কচ্‌কচাং কচাকচ্‌ উড়ে য়াচ্চে ওঁর তলোয়ারের ঘায়ে···এই ভাব আর কি। বরাবরই এই অভ্যেসটা ওঁর বেজায় দেখ্‌তে পাই।

শান্তি

তারপর ?

গোবর্দ্ধন

ওঃ—সে ভবানন্দ ঠাকুরের ঘর। দেখেচো তো—তাঁর কি ভাব ? তিনি তখন কড়িকাটের দিকে উর্দ্ধদিষ্টি হ'য়ে শিবচক্ষু মেলে' কি যেন ধ্যান কচ্ছিলেন—বড় ভাবুক লোক—বড় ভালোমানুষ···আজকাল দেখ্‌তে পাই—ভাব্‌নাটা যেন ওঁর কিছু মাত্রায় বেড়ে উঠেচে···ভেবে ভেবেই না উনি শেষ হ'য়ে যান্‌!

শান্তি

এখন বলো তো—এটা কা'র ঘর ?

গোবর্দ্ধন

জীবানন্দ ঠাকুরের।

শান্তি

সে আবার কে ?···কই ঃ কেউ তো এখানে নেই ?

গোবর্দ্ধন

কোথায় গেছেন—এখনি আস্‌বেন।

শান্তি

এই ঘরটি সকলের ভালো।

গোবর্দ্ধন

তা'—এ ঘরটা তো হবে না।

শান্তি

কেন ?

গোবর্দ্ধন

জীবানন্দ ঠাকুর এখানে থাকেন।

শান্তি

তিনি না হয়—আর একটা ঘর খুঁজে নিন্।

গোবর্দ্ধন

তা' কি হয়? যিনি এ-ঘরে আছেন—তিনি কত্তা বল্লেই হয়…যা' করেন—তাই হয়।

শান্তি

আচ্ছা—তুমি যাও। আমি যায়গা না পাই—গাছতলায় থাক্‌বো।

গোবর্দ্ধন

কিন্তু—নবীন ঠাকুর—

শান্তি

নবীনানন্দ—

গোবর্দ্ধন

হাঁ—নবীনানন্দ ঠাকুর—এখানে কিন্তু—

শান্তি

আর 'কিন্তু' নয়—তুমি যাও।

গোবর্দ্ধন

কিন্তু—

শান্তি

যাও—

গোবর্দ্ধন

ওঃ—আচ্ছা—যাবো?—ত—বু—

শান্তি

আবার!

গোবর্দ্ধন

জি আজ্ঞা! তা' হ'লেও বুঝে দেখো—কিন্তু-

শান্তি

আঃ—যাও—বল্‌ছি!

গোবৰ্দ্ধন

এই যে—যাচ্ছি—যাচ্ছি। তবু কিনা—অর্থাৎ কি-ন্-ভু···

[শান্তি পুনর্ব্বার হুম্‌কি দিতে গোবৰ্দ্ধনের প্রস্থান।··· শান্তি সেই ঘরের মধ্যস্থিত একটি কৃষ্ণাজিন বিছাইয়া প্রদীপটি উজ্জ্বল করিয়া লইয়া একখানি পুথি খুলিয়া বসিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল।···কিছুক্ষণ পরেই জীবানন্দ প্রবেশ করিয়া শান্তিকে দেখিয়া চমকাইয়া উঠিল—]

জীবানন্দ

এ কি এ? শান্তি?

[শান্তি ধীরে ধীরে পুথিখানি রাখিয়া জীবানন্দের মুখের পানে চাহিল]

শান্তি

শান্তি কে—ম'শায়?

জীবানন্দ

অবাক্ কর্‌লে! শান্তি কে ম'শায়? কেন—তুমি শান্তি নও?

শান্তি

আমি নবীনানন্দ গোস্বামী।

[ঘৃণাসহকারে নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া এই উত্তর দিয়া আবার পুথিপাঠে মন দিল। জীবানন্দ উচ্চ-হাস্য করিয়া উঠিল—]

জীবানন্দ

এ নতুন রঙ্গ বটে! তারপর—নবীনানন্দ, এখানে কি মনে ক'রে এসেছ?

শান্তি

ভদ্রলোকের মধ্যে এই রীতি প্রচলিত আছে যে—প্রথম আলাপে 'আপনি' 'মহাশয়'—এই সব সম্বোধন কর্‌তে হয়। আমিও আপনাকে অসম্মান ক'রে কথা বল্‌ছি না—তবে আপনি কেন আমাকে 'তুমি—তুমি' কর্‌ছেন?

[জীবানন্দ গলায় কাপড় দিয়া যোড়হাত করিয়া কপট-গাম্ভীর্য্যে উত্তর করিল :—

জীবানন্দ

যে আজ্ঞে: এখন বিনীতভাবে দাসের নিবেদন—কি জন্যে ভরুইপুর থেকে এ দীনভবনে ম'শায়ের শুভাগমন হয়েছে—আজ্ঞা করুন।

শান্তি (অতি গম্ভীরভাবে)

ব্যঙ্গেরও প্রয়োজন দেখ্‌ছি না। ভরুইপুর আমি চিনি না। আমি সন্তানধর্ম্ম গ্রহণ করতে এসে—আজ দীক্ষিত হয়েছি।

জীবানন্দ

আ সর্ব্বনাশ! সত্যি নাকি?

শান্তি

সর্ব্বনাশ কেন? আপনিও দীক্ষিত।

জীবানন্দ

তুমি যে স্ত্রীলোক!

শান্তি

সে কি? এমন কথা কোথা' পেলেন?

জীবানন্দ

আমার বিশ্বাস ছিল—আমার ব্রাহ্মণী স্ত্রীজাতীয়।

শান্তি

ব্রাহ্মণী? আছে নাকি?

জীবানন্দ

ছিল তো জানি।

শান্তি

আপনার বিশ্বাস যে—আমি আপনার ব্রাহ্মণী?

জীবানন্দ

(আবার যোড়হাত করিয়া গলায় কাপড় দিয়া অতি-বিনীতভাবে বলিল:

আজ্ঞে হ্যাঁ—ম'শায়!

শান্তি

যদি এমন হাসির কথা আপনার মনে উদয় হ'য়ে থাকে—তবে আপনার কর্ত্তব্য কি—বলন দেখি?

জীবানন্দ (কপটগাম্ভীর্য্যে)

আপনার ছদ্মবেশ উন্মোচন ক'রে স্বরূপ-প্রকাশ—তারপর…

[শৃঙ্গার অভিনয়]

শান্তি

এ আপনার দুষ্ট বুদ্ধি কিংবা গঞ্জিকার ওপর অসাধারণ ভক্তির পরিচয় মাত্র। আপনি দীক্ষাকালে শপথ করেছেন—স্ত্রীলোকের সঙ্গে এক আসনে বস্‌বেন না। যদি আমাকে স্ত্রীলোক ব'লে আপনার ভ্রান্ত বিশ্বাস হ'য়ে থাকে—এমন সর্পে রজ্জুভ্রম অনেকেরই হয়—তবে আপনার উচিত—পৃথক্ আসনে বসা। আমার সঙ্গে আপনার আলাপও অকর্ত্তব্য।

জীবানন্দ

যে আজ্ঞা।

[শান্তি পুনর্ব্বার গ্রন্থপাঠে মনোনিবেশ করিল।—জীবানন্দ উচ্চ-হাস্য করিয়া পৃথক্ শয্যা-রচনায় মন দিল।]

—দৃশ্যাবর্ত্তন—

(৩)

দৃশ্যরূপ :—

[শিবগ্রাম। রেশমের কুঠি। কাপ্তেন টমাসের দরবার-কক্ষ।]…

টমাস

এই—টুমি কোন্ জমিন্‌ডারের আড্‌মী আছে ?

নায়েব

আজ্ঞা সাহেববাহাদুর : রায়সাগরের জমিদারের নায়েব আমি—মানে আমাদের রাজাসাহেব—

টমাস

রাজাসাহেব ! ও আচ্ছা…এ কোন্ চিজ্ আছে ?

নায়েব

আমাদের রাজাসাহেব হুজুরের কাছে এই নজর পাঠিয়েচেন।

টমাস

বহুট্ আচ্ছা—হামি খুব খুসি হইয়াছে। হাঁ—রাজাসাহেব হামারে সিপাই-লোক ডিবেটো ?

নায়েব

জি আজ্ঞা—হুজুর : রাজাসাহেব বহুৎ সেলাম দিয়ে জানিয়েচেন যে—তাঁর পাইক-বরকন্দাজ দিয়ে যথাসাধ্য সাহায্য কর্‌বেন তিনি। তা' না কল্লেই বা চল্‌বে কেমন ক'রে···ডাকাত সন্ন্যিসীদের দৌরাত্ম্য তো আর সওয়া যাচ্চে না। রাজাসাহেবের কাছারিবাড়ী পুড়িয়ে দিয়েচে তা'রা—মালখানা লুট্ করেচে।

টমাস

হাঁ : বাট্ ভ্যাট্‌স্ এ ট্রাইফল্, দে আর ওয়েল্‌নাই ডিফাংক্ট। লুক্ হিয়ার্—হেই জমাডার : ইন্‌কো শুনাইয়া ডেও—হামাড়্ টশরিফ্ আনিবার সময় হামার ড়সড্ যে সব রিবেল্ লুঠ্ কড়িটে আসিয়াছিল—টাডের কী ড়কম ডমন্ কড়া হইয়াছে।

জমাদার

হুজুর—তা' তো দেখেচি। বুনো সন্ন্যিসীদের দেখাদেখি কতকগুলো চোয়াড়, হাড়ি, ডোম, বাগ্‌দী—হুজুরের সেপাইদের জন্তে গাড়ী গাড়ী বোঝাই ভালো.ঘি, ময়দা, মুরগী, চাল আস্‌ছিল—তা'র লোভে প'ড়ে তাই লুট্ কর্‌তে গেছ্‌লো। তা'রা সেপাইদের দু'চারটে বন্দুকের গুঁতো খেয়েই পালিয়েচে—কয়েকজন মরেচে—আবার ধরাও পড়েচে জনকতক! তাতে কী এমন সুরাহা হয়েচে ?

টমাস

হাঁ—হাঁ : হামি ক্যাল্‌কাটায় রিপোর্ট ডিয়াছি—একশ'ও সাটার জন সিপাহী লইয়া চৌদ্দ হাজার সাট্ শটো রিবেল্‌কে একডম্ হটাইয়া ডেওয়া গিয়াছে। একাইশ শ'ও টিপার জন ডেড্, বারো শ'ও টেট্রিশ্ জন উন্‌ডেড্,আওর সাট্ সাট্ জন গ্রেপ্‌টার।—বাশ্—রিবেল্‌টো সব খটম্।

জমাদার

দু'-চারজন ডোম-বাগ্‌দী ধ'রে আর মেরে—কী হবে ?তা'রা তো সন্ন্যাসী

নয়—গাঁইয়া লোক—পেটের দায়ে লুট্ কত্তে গেছ্লো। আসলে গণ্ডগোল বাধাচ্চে—ঐ সমস্ত গুণ্ডা সন্ন্যিসীর দল…তাদের দলকে দল পিষে ফেল্‌তে না পাল্লে—কোনো রকম সুবিধে হওয়া দায়—হুজুর!

টমাস

ওয়েল্—হামি কি বালো বন্‌ড্‌বষ্ট্ কড়ি নাই? অলরেডি রাজার সিপাই মেঙ্গে লইয়াছি—জমিন্‌ডারডিগেরও আড্‌মী লইয়াছি—পরগণা-সিপাই ভি আছে…কম্পানীর বহুট্ ট্রেণ্ড্ অ্যাণ্ড্ ওয়েল্-আর্ম্‌ড্ সোল্‌জার্-এর সাঠে ডেশী বিডেশী সিপাই মিলাইয়া একটা বড় ফোর্স্ টৈয়াড্ করিয়াছি,—টুমি কি বুঝে নাই?

জমাদার

বুঝেচি—হুজুর: তবে বুঝেও কিছু বুঝে উঠ্‌তে পারা যাচ্চে না। আমরা ভরসা পাচ্চি কই?

টমাস

আ-হা—হামি আচ্ছা আচ্ছা ফাইটারকে সিপাই-সাঠ্ এক একঠা ডেশ্ ভাগ কড়িয়া ডিয়াছি…হুকম ডিয়াছি—এই এই যায়গা জেলিয়ার মাফিক্ জাল ডিয়া ছাঁকিটে ছাঁকিটে যাইবে, আর যেথানে রিবেল্ ডেখিবে—পিঁপীড়ার মটো টাহাডেড় জানে মাড়িবে। নাউ—নাথিং টুবি ওরিড্ অ্যাট্—সব ঠাণ্ডা হইয়া যাইবে।

জমাদার

তা' হ'লে আর দেখ্‌তে হবে না—হুজুর! দেখ্‌তে পাচ্চি—এবার সন্ন্যিসী লুঠেড়াগুলো বেজায় জব্দ হবে। ওরা—হুজুর—যেখন তেখন একটা দল বেরিয়ে এসে লুট্-পাট্ ক'রে স'রে পড়ে—চোখে-কানে দেখ্‌বার-শোন্‌বার পর্য্যন্ত সময় দেয় না। লুটে লুটে সমস্ত কাহিল্ ক'রে দিলে—সাহেববাহাদুর! এঁটে ওঠা শক্ত হ'য়ে উঠেচে।

এক কর্ম্মচারী

সাচ্চা বাত্—হুজুর! 'হরি-হরি' ফুকারে আওর তলোয়ার চালাতে থাকে…ধর-পাকড় করাই যাচ্ছে না।—নায়েব-সুবা আওর নায়েব-দেওয়ানদের ভি গেরাহ্যাই করে না।

টমাস

.বুচার বাবুকে ভি কেয়ার করে না? সে টো নর্থ্ বেঙ্গলে বড্মাস্‌ডের্ এ—ই—হোয়াট্‌স্ ড্যাট্—হাঁ—বেল্‌কানটার চাবুক মাড়িয়া একডম্ ঠাণ্ডা কড়িয়া ডিয়াছে। টাকেও ভয় নাই ঐ সেন্নাসী রিবেল্‌ডের—হোয়াট্?

অন্য কর্ম্মচারী

আজ্ঞা—যাই বলুন: ওরা কাউকে মানে না।—তা' যারই নাম করুন... হুজুর কা'কে বল্‌চেন?

টমাস

আ-হা—ডেবীসিং—ডেবীসিং—একডম্ ভীষণ আড্মী। উহাকে ডর করে না—কে—কে আছে? ঐ ডুকম জবরডষ্ট্ নাহি হইলে কাম চলিটে পাড়ে কি! ডেবীসিঙ্-এর নিক্‌নেম হামাডের কাছে—বুচার। ডেবীসিংকা মাফিক্ টোমাডেড়্ সকোলকে হইটে হইবে। আওর আছে নায়েব-সুবা রেজা খাঁ...ঠিক আড্মী আছে—মাল কি জিয়াডা খাজ্‌না জুলুম করিয়া আডায় কড়িটে জানে বিউটিফুল্—কম্পানীকে খুব খুসি রাখিয়াছে—একডম্ ফাংকি ডেয় নাই। আচ্ছা: এই অডার্লি—ব্রিং মাই গান্—হামাড়া হাটিয়ার—আওর ফাক্টর সাহেবকো সেলাম দেও—জল্‌দি...

[আর্দ্দালী প্রস্থান করিল]

—হামাড়্ সাঠে এখোন্ কোন্ কোন্ আড্মী যাইটে পাড়ে—আয়াম্ ভেরী ফণ্ড্ অফ হান্টিং—শিকাড়্ কড়িটে যাইবো। এই শিউগাঁওমে বেশ উট্টম জাঙ্গল্ আছে—শিকাড়ে বাহিড় হইবো। শের্ মিলিটে পাড়ে—

[আর্দ্দালী বন্দুক আনিয়া দিল।...কুঠির অধ্যক্ষ ডানিওয়ার্থের প্রবেশ—]

ডানিওয়ার্থ্

হ্যালো ক্যাপ্‌টেন্—হ্যাভিং এ ডম্‌বার? ওয়েল্—ওয়েল্—হোয়াট্ অন্ আর্থ্ আর্ ইউ আপ্ টু?

টমাস

আয়াম্ আউট্ ফর্ হান্‌টিং—

ডানিওয়ার্থ

ও—দি কয়েষ্ট্ ইজ্ ডেন্স্ অ্যাণ্ড্ ইন্‌ফেক্টেড্ উইথ্ ফিয়ার্স্ অ্যানিম্যাল্‌স্ …মোর্‌ওভার দি সেন্নাসীজ্ আর্ আন্‌রুলি অ্যাণ্ড্ র‍্যাদার্ ফর্মিডেব্‌ল্।

টমাস

ড্যাম্ ইওর সেন্নাসীজ্!—নাও—উইল্-উ কাম্ উইথ্ মি টু দি গ্রীন্‌উড্—এঃ…কাম্ অ্যালঙ্!

[সকলে নিক্রান্ত হইল—]

—দৃশ্যাবর্ত্তন—

(৪)

দৃশ্যরূপ :—

[অরণ্যভূমি। পার্শ্বে লতা-গুল্মে লুক্কায়িত একটি পাতার কুটীর। ভবানন্দের সঙ্গে কয়েকজন গ্রামীণ্ সন্তানের কথোপকথন করিতে করিতে প্রবেশ—]

সন্তান—১

এতোদিনে কাল ছিয়াত্তর সাল ঈশ্বর-কৃপায় শেষ হোলো বটে—কিন্তু বাঙ্‌লার ছয় আনা রকম মানুষকে যমপুরে পাঠিয়ে তবে এই দুর্বৎসর নিজে কালগ্রাসে পড়েচে।—তা' কত কোটি মানুষ নিয়ে গেল—তা'র কি ঠিকঠিকানা আছে?

ভবানন্দ

ও কথা ভেবে আর লাভ কি? এখন সাতাত্তর সালে ঈশ্বর সুপ্রসন্ন হয়েছেন। সুবৃষ্টি হয়েছে—পৃথিবী শস্তে শ্যামলা হ'য়ে উঠেছে। লোকে এবার দু'মুঠো খেয়ে বাঁচবে।

সন্তান—২

তা' তো বুঝ্‌লুম—ঠাকুর: কিন্তু দেশ যে জনশূন্য। গাঁয়ে গাঁয়ে খালি বাড়ী প'ড়ে রয়েচে—জন্তু-জানোয়ারদের বাসা হয়েচে সেখানে। সমস্ত ভূত-প্রেতের আড্ডা। অনেক গাঁয়ে জমিতে চাষ-আবাদ কর্‌বার লোক নেই। সব জঙ্গলে ভ'রে উঠচে—কত সুন্দর সুন্দর বাগান বন হ'য়ে যাচ্চে।

সন্তান—১

দেখ্‌লে চোখে জল আসে···যে চণ্ডীমণ্ডপে দুর্গোৎসব হোতো—সে-সব জায়গা শিয়ালের গর্ত্তে ভ'রে গেছে। দোলমঞ্চে পেঁচার আশ্রয়, নাট্‌মন্দিরে বিষধর সাপ দিনের বেলাতেও শিকার খুঁজে বেড়ায়। আর আনন্দ কর্‌বার কি আছে?

ভবানন্দ

এতে নিরুৎসাহ হ'লে চল্‌বে না। নিজেদের শক্তি-সামর্থ্যের ওপর বিশ্বাস রাখো—সকলে দলবদ্ধ হও—সমস্ত গ্রামবাসী নিজেরা নিজেদের সহায় হ'য়ে দাঁড়াও। মা বসুমতী যখন ফসল প্রসব করেছেন—সে অবশ্যই দেশের ক্ষুধা মেটাবে। আর দুঃখের কি আছে?

সন্তান—১

সে কি আমাদের ভোগে আস্‌বে? বাঙ্‌লায় সোনার ফসল ফলেছে সত্য—তবে কেটে তোল্‌বার লোক নেই, খাবার লোক নেই···বিক্রী কর্‌বার জিনিস জন্মায়—কেন্‌বার লোক নেই···চাষায় চাষ করে—টাকা পায় না—জমিদারের খাজ্‌না দিতে পারে না···রাজা জমিদারী কেড়ে নিচ্চে—জমিদাররা সর্ব্বস্ব খুইয়ে গরীব হ'য়ে পড়্‌চে।

সন্তান—২

বসুমতী অনেক প্রসব কর্‌চেন—তবু আর ধন জন্মে না, কারো ঘরে ধন নেই। যে যা' পায়—কেড়ে খায়। চোর-ডাকাতেরা মাথা তুলেচে—সাধু ভয়ে ঘরের কোণে লুকিয়ে প্রাণ বাঁচাচ্চে। তা'র ওপর সিপাই-বরকন্দাজদের জোর-জুলুম। এই তো দেশের অবস্থা—একেবারে অশাসনের ফলে অরাজক।

ভবানন্দ

সে-জন্যে ভাবনা কেন? তোমরা এতো সন্তান রয়েছ—এ অনাচার রোধ কর্‌তে যদি না পার্‌লে—তবে বৃথাই তোমাদের সন্তান-ধর্ম্ম নেওয়া। এ অত্যাচার, অরাজকতা নিবারণ করো···তোমরা গ্রামবাসী সন্তানরাই তো আমাদের এক প্রকার সহায়। আমরা দলবদ্ধ হ'লেও—এখন বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থান কর্‌ছি—কেননা সেপাইরা নিয়ত আমাদের সন্ধানে ফির্‌ছে। দেউল ছেড়ে কেন্দ্র পদচিহ্নে চ'লে গেছে—সন্তানরা ঝোপে-জঙ্গলে আত্মগোপন ক'রে

আছে—তবে সুযোগ বুঝ্‌লেই শত্রুদের উপযুক্ত শিক্ষা দিতে ভোলে না। এ-সময়ে আত্মরক্ষার ভার নিজেদের হাতে নিতে হবে···ব'সে থাক্‌লে চল্‌বে না—নিত্য কাজ ক'রে যাও।

সন্তান—১

আমরা তো আপনার আদেশ মেনে চল্‌চি। নিত্য সচন্দন তুলসী-দলে বিষ্ণুপাদপদ্ম পূজো করি—আর যা'র ঘরে বন্দুক-পিস্তল আছে—কেড়ে আনি।

ভবানন্দ

সন্তানের যোগ্য কাজই করো। ভাই: যদি একদিকে একঘর মণি-মাণিক্য-হীরে-প্রবাল দেখো—আর একদিকে দেখো একটা ভাঙা বন্দুক, মণি-রত্ন ছেড়ে সেই ভাঙা বন্দুকটি নিয়ে আস্‌বে।···

[জ্ঞানানন্দের প্রবেশ]

—কি খবর জ্ঞানানন্দ?

জ্ঞানানন্দ

সুখবর। গ্রামে গ্রামে চর পাঠিয়েছি। সমস্ত চর গ্রামে গিয়ে স্বধর্ম্মীকে—'ভাই বিষ্ণুপূজা করবি' ব'লে—বিশ-পঁচিশ জনকে জড়ো ক'রে তুল্‌ছে···তারপর দুষ্ট অনাচারী দেশদ্রোহীদের ঘর-দোর জ্বালিয়ে দেওয়া হ'চ্চে—তাদের সর্ব্বস্ব লুঠে নিয়ে নতুন বিষ্ণুভক্তদের বিলিয়ে দেওয়া হ'চ্চে।

ভবানন্দ

বলো কি? তা'হ'লে চমৎকার আয়োজন চল্‌ছে—বল্‌তে হবে!

জ্ঞানানন্দ

নিশ্চয়: লুঠের ভাগ পেয়ে গ্রামের লোকেদের খুব সন্তোষ—তাদের মন্দিরে এনে বিগ্রহের পা' ছুঁইয়ে সন্তান ক'রে নেবার ব্যবস্থা হয়েছে। লোকেও দেখ্‌ছে— সন্তান হ'লে বিলক্ষণ লাভ···কেউ দ্বিরুক্তি কর্‌ছে না।

ভবানন্দ

তা'র কারণ—রাজ্যের অরাজকতায় আর কুশাসনে সকলে বিরক্ত হ'য়ে উঠেছে। তাই তা'রা চায়—সুশাসিত দেশে বাস ক'রতে, তা'রা চায়—অন্যায়ের উচ্ছেদ কর্‌তে, তা'রা চায়—ধর্ম্মরক্ষা কর্‌তে, তা'রা চায়—নিজের দেশে স্বাধীন হ'য়ে বাঁচার মতো বেঁচে থাক্‌তে। এই সঙ্কল্প সকলের মনে জেগে উঠেছে ব'লেই

—দিনে দিনে হাজারে হাজারে সন্তান-সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্চে। পরদেশী আততায়ী আর ঘরশত্রু স্বার্থপর দুষ্টের শাসন করতে তাদের উৎসাহের অন্ত নেই।

জ্ঞানানন্দ

তা'রা যেখানে এই সব দুষ্টের এলাকা দেখে—পুড়িয়ে ছাই ক'রে দেয়। সন্তানদের এখন রোখে কে ?···ফৌজদারী সিপাই-এর এমন অবস্থা হয়েছে যে : তা'রা কোনো বৃদ্ধার মুখে হরিনাম শুন্‌লে ভয়ে পালিয়ে যায়।

ভবানন্দ (হাস্য)

এ-সব দেখে শুনে হেষ্টিংস্ এখন কাপ্তেন টমাস নামে এক সুদক্ষ সৈনিককে অধিনায়ক ক'রে একদল কোম্পানীর সৈন্য পাঠিয়ে দিয়েছে। এ-রা আমাদের বিদ্রোহ দমন কর্‌তে উঠে প'ড়ে লেগেছে।

জ্ঞানানন্দ

কিন্তু তা'র ফল কি হ'চ্চে—জানো তো ? একেবারে শস্য-কর্ত্তন···

[কর-সঞ্চালনে বুঝাইয়া দিল]

ভবানন্দ

কাপ্তেন টমাস এখন একটু হয়তো বুঝেছে—সন্তানরা অসংখ্য, অজেয়।

জ্ঞানানন্দ

হ্যাঁ : 'হরি-হরি' ধ্বনিতে কাপ্তেনের কান কালা হ'য়ে যাবার যোগাড় হয়েছে।

ভবানন্দ

আমার মনে মনে বড় সাধ কবে বেটাকে কবন্ধ ক'রে আমি দ্বিতীয় মধুরারি উপাধি নোবো। [নেপথ্য থেকে অশ্বক্ষুরের শব্দ ও কণ্ঠ শ্রুত হইল—]

টমাস (নেপথ্য থেকে)

কাম্ অ্যালঙ্—কম্পানী—কাম্ অ্যালঙ্!

[শিকারের কোলাহল ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া আসিল—কাছে আসিয়া থামিয়া গেল—]

ভবানন্দ

ওহে—এ বনের দিকে কা'রা এগিয়ে আস্‌ছে ? এ.সো—সকলে এখান থেকে স'রে যাই। [ভবানন্দ প্রভৃতি দ্রুত নিষ্ক্রান্ত]

জমাদার (নেপথ্য থেকে)

হুজুর ঃ আর রাস্তা নেই—আমরা আর যেতে পারবো না।

[নেপথ্য থেকে বলিতে বলিতে শিকারী-বেশে বন্দুক-কাঁধে টমাস আর ডানিওয়ার্থ ও দলবলের প্রবেশ—]

টমাস

কৈ নেই যানে শেকেগা ?

কয়েকটি কণ্ঠ

নেই হুজুর—নেই শেকুঙ্গা।

টমাস

জমাডার ?

জমাদার

না—হুজুর !

টমাস

আচ্ছা ঃ টোম্ লোক যাও—হাম আভি নেই ঘুমেগা …

[সকলের প্রস্থানোদ্যম]

—ডানিওয়ার্থ—আর্ ইউ কামিং উইথ্ মি

ডানিওয়ার্থ

নো—প্লিজ টমাস—স্কিউজ মি ! দেয়ার আর্ ফিয়াস´ টাইগারেস্ হিয়ার—ডোণ্ট্ লাইক্ টু জেপার্ডাইজ্ মাই লাইফ্ ফর নাথিং—দেয়াস´ নো গেম…

টমাস

রাইট্-ও ঃ গুড্ বাই ! আ'-ইল্ ও-অক্ অ্যালোন—নেভার মাইণ্ড—কম্পানী—গো ব্যাক্

ডানিওয়ার্থ

গুড্ বাই ক্যাপ্টেন্—উইশ্ ইউ গুড লাক্

টমাস্

গুড্ বাই ক্যাপ্টেন্ !…

টমাস ব্যতীত সকলের প্রস্থান

—হিয়া একঠো ভি শের নেই হায়…

[চারিদিকে ইতস্ততঃ শিকারের অন্বেষণ-অভিনয়—এমন সময়ে অদূরাগত নারীকণ্ঠের গীত-ধ্বনি শুনিয়া উৎকর্ণ হইল—]

---আ-হা—দি সুইট্ মেলডি অফ্ লাভ্ !

[সেই সুর লক্ষ্য করিয়া প্রস্থান করিল। গান দূরে মিলাইয়া গেল।...ভবানন্দ ও জ্ঞানানন্দের অপর পার্শ্ব দিয়া পুনঃপ্রবেশ—]

ভবানন্দ

নিশ্চয় কোম্পানীর চর--

জ্ঞানানন্দ

চর !—তা'হলে শিক্ষা দেওয়া দরকার—

ভবানন্দ

কোনো দরকার নেই...ও এখন একলা—ওকে আঘাত করা কাপুরুষতা।

জ্ঞানানন্দ

তা'হ'লে আমাদের এখন কি কাজ ?

ভবানন্দ

কাজ ? সে-জন্যে ভাবনা নেই। বুঝ্‌তে পাচ্চি—একটা বড় যুদ্ধের এ একটা ইঙ্গিত। এ অঞ্চলে যে যে সন্তানকে দেখ্‌তে পাবে—তাদের সাবধান ক'রে দাও।...আমাকে একবার নগরে যেতে হবে।

জ্ঞানানন্দ

এ-সময়ে নগরে ?

ভবানন্দ

হঁ্যা ঃ হয়তো আর খাবার সময় পাবো না—অবসর না-ও মিল্‌তে পারে।

জ্ঞানানন্দ

কি এমন প্রয়োজন ?

ভবানন্দ (ঈষৎহাস্যে)

প্রয়োজন ! প্রয়োজন আছে।—

[উভয়ের দুই দিক দিয়া প্রস্থান।...মঞ্চ কয়েক মুহূর্তের জন্য শূন্য রহিল।—তৎপরে নবীনানন্দবেশী শান্তি গাহিতে গাহিতে প্রবেশ করিল।...টমাস ক্ষণপরে অপর পার্শ্ব দিয়া পুনঃপ্রবেশ করিয়া হঠাৎ দেখিতে পাইল—এক বৃক্ষতলে লতাগুল্মাদিতে বেষ্টিত হইয়া এক

নবীন সন্ন্যাসীর মূর্ত্তি একটি গাছে হেলান্ দিয়া দাঁড়াইয়া গাহিতেছে।—টমাস প্রথমে বিস্মিত হইল—পরে সে হঠাৎ ক্রুদ্ধস্বরে বন্দুক আস্ফালন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল :

টমাস

এই—টুমি কে ?

শান্তি

আমি সন্ন্যাসী।

টমাস

তুমি রিবেল্ !

শান্তি

সে কি ?

টমাস

হামি টোমায় গুলি করিয়া মাড়িব।

শান্তি

মারো।

[টমাস গুলি করিতে ইতস্ততঃ করিতেছিল। এমন সময়ে চক্ষের নিমেষে সন্ন্যাসীবেশী শান্তি তাহার উপর পড়িয়া তাহার বন্দুক কাড়িয়া লইল। শান্তি নিজের বক্ষাবরণ-চর্ম্ম খুলিয়া ফেলিয়া দিল—এক টানে জটা বা শিরস্ত্রাণ খুলিয়া ফেলিল। টমাস বিস্ময়-বিস্ফারিত দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল—সেই মূর্ত্তিটিকে—]

টমাস

এ ড্যাম্‌সেল্ !

শান্তি (সহাস্যে)

সাহেব—আমি স্ত্রীলোক, কাউকে আঘাত করি না। তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস কর্‌ছি : এখানকার লোকেদের সঙ্গে মারামারি হ'চ্চে—তোমরা মাঝখানে কেন ? আপনার ঘরে ফিরে যাও।

টমাস

টুমি কে ?

শান্তি

দেখ্‌ছ—সন্ন্যাসিনী। যাঁদের সঙ্গে লড়াই কর্‌তে এসেছ—তাঁদের কারো স্ত্রী।

টমাস

টুমি বড় স্পিরিটেড্‌ ওম্যান্‌ আছে—টোমাড় কারেজে হামি খুসি আছে। ...এই ডেখো—টুমি হামাডেড়্‌ আর্মির গাইড্‌ হইবো? রাষ্টা ডেখাইটে পাড়িবো? বখ্‌শিস্‌ মিলিবে জরুর্‌!

শান্তি

বলো কি—সাহেব: আমি আমার স্বামীকে ছেড়ে কোথায় যাবো?...

[রহস্যচ্ছলে হঠাৎ বন্দুক-আস্ফালন—টমাস চমকিত...শান্তি হাস্য-মুখরা—]

—নে' তোর বন্দুক নে'! এমন বুনোর সঙ্গেও কেউ কথা কয়! যা' এখান্‌ থেকে—পালা'!

[শান্তি বন্দুক ফেলিয়া দিয়া হাসিতে হাসিতে লতাগুল্মের মধ্যে সরিয়া গেল—]

টমাস

ড্রেঞ্জ্‌!

[ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল।—গীত-ধ্বনিতে বনভূমি পুনর্ব্বার মুখরিত হইল।—শান্তি পুনঃপ্রকাশিতা—]

শান্তি

(গান)

এ যৌবন-জলতরঙ্গ রোধিবে কে!
হরে মুরারে! হরে মুরারে!

[সারঙ্গের মধুর স্বরানুবৃত্তি শ্রুত হইল।—শান্তির সঙ্গে নেপথ্য-বাসী পুরুষ-কণ্ঠ মিলিত হইল—]

এ যৌবন-জলতরঙ্গ রোধিবে কে!
হরে মুরারে! হরে মুরারে!

[দ্বৈতকণ্ঠ ও সঙ্গীতে একত্র হইয়া ও পরক্ষণে শান্তির একক কণ্ঠে গানটি অপূর্ব্ব রসশ্রী-মণ্ডিত হইল—]

এ যৌবন-জলতরঙ্গ রোধিবে কে

হরে মুরারে! হরে মুরারে

জলেতে তুফান হয়েছে,

আমার নূতন তরী ভাস্‌লো সুখে,

মাঝিতে হাল্ ধরেছে।

হরে মুরারে! হরে মুরারে

ভেঙে বালির বাঁধ—

পূরাই মনের সাধ,

জোয়ারগাঙ্গে জল ছুটেছে—

রাখিবে কে!

হরে মুরারে! হরে মুরারে!

[সঙ্গীতে শেষাংশটুকু বাজিতে লাগিল।—শান্তি শাখা-পল্লবরাশির মধ্যে লুক্কায়িত কুটীরের লতাদ্বার মোচন করিল।—কুটীরে ডালের বাঁধন, পাতার ছাওয়া, কাঠের মেজে, তার উপর মাটি ঢালা।—কুটীর-দ্বার উন্মুক্ত হইলে দেখা গেল—জীবানন্দ বসিয়া সারঙ্গ বাজাইতেছে। শান্তিকে দেখিয়া জীবানন্দ যন্ত্রটি রাখিয়া দিল।···
···কথা বলিতে বলিতে জীবানন্দ কুটীর হইতে বাহির হইয়া সাম্‌নে আসিয়া দাঁড়াইল—]

জীবানন্দ সকৌতুকে

এতো দিনের পর জোয়ার-গাঙ্গে জল ছুটেছে কি?

শান্তি (সহাস্যে)

নালা-ডোবায় কি জোয়ার-গাঙ্গে জল ছোটে?

জীবানন্দ (বিষন্নমুখে)

দেখো শান্তি: একদিন আমার ব্রতভঙ্গ হওয়ায় আমার প্রাণ তো উৎসর্গই হয়েছে। যে পাপ—তা'র প্রায়শ্চিত্ত কর্‌তেই হবে। এতোদিন এ-প্রায়শ্চিত্ত কর্‌তুম—কেবল তোমার অনুরোধেই করিনি। কিন্তু একটা ঘোরতর যুদ্ধের বিলম্ব নেই। সেই যুদ্ধের ক্ষেত্রে—আমাকে সে-প্রায়শ্চিত্ত কর্‌তে হবে এ-প্রাণ ত্যাগ কর্‌তেই হবে। আজ থেকে অবকাশ-রঞ্জন মধুর যন্ত্র ফেলে আবার কঠিন অস্ত্র হাতে তুলে নোবো।

[বলিতে বলিতে কুটীরের মধ্য হইতে একটি অস্ত্র হাতে লইয়া ফিরিয়া আসিল]

শান্তি (কথায় বাধা দিয়া)

থামো—থামো তুমি !...এ-কি—একেবারে রণমুখী যে ! সত্যিই রণে চল্‌লে নাকি ?

জীবানন্দ

শান্তি : আমি একবার মঠে যাবো—গুরুতর কাজ আছে। আবার যুদ্ধ বোধহয় আসন্ন হ'য়ে এসেছে।

শান্তি

যুদ্ধ আসন্ন ?

জীবানন্দ

হ্যাঁ : শিকারী-বেশী গোরা শত্রুচরের দেখা পাওনি তুমি ? আমার বিশ্বাস—শত্রুপক্ষ আনন্দ-কাননের সন্ধান নিশ্চয় পেয়েছে।—আমি এখন যাই—সন্তানদের কার্য্যগতি স্থির কর্‌তে হবে।

[প্রস্থানোদ্যত]

শান্তি

তবে দেখো—

জীবানন্দ

কি ?...

[শান্তি কুটীর-মধ্য হইতে একটি অস্ত্র-হাতে ক্ষিপ্র বাহির হইয়া আসিল]

—অস্ত্র ধর্‌বার আবার সাধ হয়েছে নাকি ?

শান্তি

দেখ্‌ছ কি...আমি তোমার নিত্যসঙ্গিনী। আমি তোমার ধর্ম্মপত্নী—সহধর্ম্মিণী, ধর্ম্মে সহায়। তুমি অত্যন্ত গুরুতর ধর্ম্মগ্রহণ করেছ। সেই ধর্ম্মের সহায় হবো ব'লে—আমি গৃহত্যাগ ক'রে এসেছি। দু'জনে একসঙ্গে সেই ধর্ম্মাচরণ করবো—সেজন্যে ঘর ছেড়ে এসে বনে বাস কর্‌ছি।

জীবানন্দ

এই বনবাস স্বর্গবাস ক'রে তুল্‌বে—এই আমার ইচ্ছা।—তুমি প্রাণের ধর্ম্মকে ঠেলে রেখে—আমার কি ধর্মে সহায় হবে ?

শান্তি

তোমার ধর্ম্ম বৃদ্ধি করবো। ধর্ম্মপত্নী হ'য়ে তোমার ধর্ম্মের বিঘ্ন ক'রবো কেন ? আমাদের বিবাহ-মিলন ইহকাল অতিক্রম ক'রে পরকালে গিয়ে পূর্ণ হ'য়ে উঠ্‌বে—পরকালে দ্বিগুণ ফল ফল্‌বে।···আর দেখো গোঁসাই—ইহকালেই কি আমাদের বিবাহ নিস্ফল ? তুমি আমায় ভালবাসো—আমি তোমায় ভালোবাসি, এর চেয়ে ইহকালে আর কি গুরুতর ফল আছে ? বলো—বন্দে মাতরম্‌ !

[উভয়ের কণ্ঠ "বন্দে মাতরম্‌" মন্ত্র-মুখর]

জীবানন্দ

বন্দে মাতরম্‌ !···তা'হ'লে তুমি এসো—আমি চলি !

শান্তি

হরে মুরারে !

[জীবানন্দের প্রস্থান।···শান্তির অপসরণ। শান্তি পথপানে ক্ষণেক চাহিয়া রহিল—তারপরে হাস্যমুখে কণ্ঠে গান মুখর করিয়া তুলিল :

"হরে মুরারে মধুকৈটভারে !
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে" !···

—[সঙ্গীতালঙ্কার পরে গাহিল :

"জয় জগদীশ হরে !
নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতম্‌
সদয়হৃদয় দর্শিতপশুঘাতম্‌,
কেশব ধৃতবুদ্ধশরীর ···
জয় জগদীশ হরে" !

* * *

—[তখন নেপথ্য হইতে সত্যানন্দের গম্ভীর কণ্ঠ নিনাদিত হইল :

"ম্লেচ্ছনিবহনিধনে কলয়সি করবালম্—
ধূমকেতুমিব কিমপি করালম্।
কেশব ধৃতকল্কিশরীর
জয় জগদীশ হরে"!

* * *

[এই উচ্চারণ করিতে করিতে সত্যানন্দের প্রবেশ। শান্তি ভক্তিভরে প্রণতা হইয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিল—]

শান্তি

প্রভু! আমি এমন কি ভাগ্য করেছি যে—আপনার শ্রীপাদপদ্মের এখানে দর্শন পাই! আজ্ঞা করুন—আমাকে কি করতে হবে?...

[গাহিয়া উঠিল]

—তব চরণপ্রণতা বয়মিতি ভাবয়
কুরু কুশলং প্রণতেষু!

সত্যানন্দ

মা—তোমার কুশলই হবে।

শান্তি

কিসে ঠাকুর! আপনার তো আদেশ আছে—আমার বৈধব্য!

সত্যানন্দ

তোমাকে আমি চিনতুম না। মা—দড়ির জোর না বুঝে আমি জেয়াদা টেনেছি। তুমি আমার চেয়ে জ্ঞানী—এর উপায় তুমি করো!

শান্তি

কিসের উপায়—প্রভু?

সত্যানন্দ

জীবানন্দের প্রাণরক্ষার কারণ—শুধু তুমি। সে তোমার মুখ চেয়েই এতোদিন জীবন রেখেছে...তা'কে রক্ষা করতে হবে—সে তোমার দ্বারাই সম্ভব...তা'হ'লেই আমার কর্ম্ম সফল হ'তে পারে।

[শান্তির নয়নে বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল—তাহার নয়ন দু'টি রোষদীপ্ত হইল—]

শান্তি

কি ঠাকুর! আমার স্বামীর ধর্ম্মে বাধা দিই—এমন সাধ্য আমার নেই। ইহলোকে স্ত্রীর পতি দেবতা—কিন্তু পরকালে সবারই ধর্ম্ম দেবতা। আমার কাছে আমার পতি বড়—তা'র চেয়ে আমার ধর্ম্ম বড়—তা'র চেয়ে আমার কাছে আমার স্বামীর ধর্ম্ম বড়। আমার ধর্ম্মে—আমার যে-দিন ইচ্ছা—জলাঞ্জলি দিতে পারি। আমার স্বামীর ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দোবো? মহারাজ—আমায় ও-অনুরোধ আর করবেন না!

সত্যানন্দ (বিচলিত হইয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া)

মা—দেশমাতৃকার মুক্তি-সাধন-যজ্ঞে—পৌরুষের এই উদ্বোধন-ব্রতে প্রাণ উৎসর্গ করতেই হবে। যা'রা দেশকে বাঁচাবার জন্যে হাতে খড়্গ তুলে নিয়ে দেশবৈরীদের মৃত্যু এনে দিচ্চে—তা'রা কি মৃত্যু এড়িয়ে যেতে পারবে—মা? কিন্তু উদ্দেশ্য ভুললে চলবে না—কর্ম্মকে বিড়ম্বিত করলে চলবে না—এই দেশমাতৃকার শৃঙ্খল-মোচন করতে গিয়ে হয়তো আমাদের সকলকেই সংহার-লীলায় প্রাণ আহুতি দিতে হবে···তাই হবে জননী-জন্মভূমির লাঞ্ছনায় তাঁর সন্তানের প্রায়শ্চিত্ত—তা'র আগে নয়, তা' না হ'লে সে হবে অধর্ম্ম। আমাদের এই জাগ্রত ধরণীতে, এই কর্ম্মধামে জাগতেই হবে—এই মৃত্যুকে জয় করতেই হবে, যুগে যুগে পুঞ্জীকৃত এই জড়ের জঞ্জাল মৃত আবর্জ্জনার স্তূপ দূর করতেই হবে। তাই আমি দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের প্রাণ-ভিক্ষা করি। মা—এই মহাব্রত পালন করতে হ'লে বৃথা প্রাণ বলি দেওয়া অবৈধ। তুমি মহৎ কাজের জন্যে রক্ষা করো জীবানন্দের জীবন—আপনার জীবন!

শান্তি

হে মুক্তিমন্ত্রদাতা—গুরুদেব!

[যুক্তকরে নম্র-শিরে তাঁহার কাছে মুখোমুখি দাঁড়াইল]

সত্যানন্দ

মহাশক্তির উদ্দেশে প্রণাম করো!···বন্দে মাতরম্!

শান্তি

বন্দে মাতরম্!···

[শান্তি অদৃশ্য মহাশক্তির উদ্দেশে প্রণাম করিল।···সত্যানন্দ নিষ্ক্রান্ত।]

—নম নম নম হে অভয়া—শত্রুদর্পনিসূদনী মহাশক্তি হে আমার পুণ্যময়ী দেশমাতৃকারূপিণী!—

ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী
—নমামি ত্বাম্!

—দৃশ্যাবর্ত্তন—

(৩)

দৃশ্যরূপ :—

[গৌরীঠাকুরাণীর চিত্র-বিচিত্র গৃহকক্ষ।…একটি মাদুর বিছানো। তার চারিপাশে দুই তিনখানি তুলটের পুঁথি পড়িয়া রহিয়াছে। দেখিলে মনে হয়—যেন কে সদ্য পাঠ ছাড়িয়া উঠিয়া গিয়াছে।… ঘর গোছাইতে গোছাইতে গৌরী নিজে নিজেই বকিয়া যাইতেছিল। —তাহার সীমন্তদেশে কেশগুচ্ছ চূড়াকারে বাঁধা—তাহাতে একটি বকফুল গোঁজ—]

গৌরী

আর কত্তো করি! কাজ কত্তে কত্তিই জীবনটে ব্রেথাই গেল! তা মোলো যা'—কেবুলি হাঁড়ি ঠেলো, খাও-দাও, আর ঘুমোও! পেরাণে সাদ-আল্লাদ ব'লে কি কোনো বালাই থাক্‌তে নেই গা'! শুদু ভেবে ভেবেই এই অল্প বয়েসে এমন চুলগুনো পেকে যাচ্চে। পোড়া বিধেতার কি একটুকুও আক্কেল্ আছে—না হুঁস্‌গন্যি আছে!—হুঁঃ—বলে—কত সাধ যায় রে চিতে—

[এই সময় ভবানন্দের প্রবেশ]

ভবানন্দ

ঠাকুরুণদিদি—প্রাতঃপ্রণাম!

[গৌরী চমকিয়া উঠিয়া গায়ের কাপড় সামলাইতে লাগিল—ময়লাহাতে মাথায় কাপড় দেওয়া বা মাথার বকফুল সরানো সম্ভবপর হইল না। অপ্রতিভ হইয়া কথার জবাব দিল :]

গৌরী

কে—গোঁসাইঠাকুর? এসো—এসো! আমায় আবার পাত্তোপেন্নাম কেন—ভাই?

ভবানন্দ

তুমি ঠান্‌দিদি যে !

গৌরী

আদর ক'রে বলো ব'লে। তোমরা হ'লে গোঁসাই মানুষ—দেব্‌তা। তা' করেচো—করেচো, বেঁচে থাকো। তা' কল্লেও ক'ত্তে পারো—হাজার হোক্‌—আমি বয়সে বড়ো তো !

ভবানন্দ

সে কি ঠান্‌দিদি ! রসের মানুষ দেখে ঠান্‌দিদি বলি···নইলে যখন হিসেব হয়েছিল—তুমি আমার চেয়ে ছ'বছরের ছোট হয়েছিলে—মনে নেই ? নিন্দুক লোকে যদিও বলে—তুমি আমার চেয়ে বয়সে বছর পঁচিশের বড়—ও শটুকে গুণ্‌তে ভুল—বাজে কথা। এমনকি তোমায় সাঙ্গা করাও চলে।

গৌরী

সে কি কথা ? ছি—অমন্ কথা কি বল্‌তে আছে ?

ভবানন্দ

তবে সাঙ্গা হবে না ?

গৌরী

তা' ভাই—যা' জানো—তা' করো,—তোমরা হ'লে পণ্ডিত—আমরা মেয়েমানুষ—কি বুঝি ?

[ভবানন্দ অতিকষ্টে হাস্য সংবরণ করিয়া কহিল :

ভবানন্দ

সেই ব্রহ্মচারীটার সঙ্গে একবার দেখা হ'লেই হয়। বলি ঠান্‌দিদি—মন স্থির ক'রে ফেলো, হতাশ হোয়ো না।—(হাস্য)

গৌরী

যাও—যাও—আর ঠাট্টা ক'ত্তে হবে না। সাঙ্গাই যদি করবে—তবে অমন টুকটুকে উড়োপাখীকে খাঁচায় পুরে রাখা কেন ?—সাঙ্গার কথাটা তবে বুঝি তামাসা !

ভবানন্দ

যাক্‌গে—যাক্‌গে···হ্যাঁ ঃ সে কেমন আছে ?

গৌরী (ছাড়োছাড়ো ভাবে)

আছে আর কেমন—যেমন থাকে।

ভবানন্দ

তুমি গিয়ে একবার দেখে এসে বলো—কেমন আছে।—ব'লে এসো ঃ আমি এসেছি, একবার সাক্ষাৎ কর্‌বো।

গৌরী

তা' ডেকে দিচ্চি। এইতো ছিল এখেনে—

[শেষ কথাগুলি বলিতে বলিতে গৌরীর প্রস্থান।—ভবানন্দ চিন্তাকুলভাবে দেওয়ালের ছবিগুলি অন্যমনস্কের মতো দেখিতে লাগিল।—ক্ষণপরে কল্যাণীর প্রবেশ—]

ভবানন্দ

আবার যুদ্ধ আসন্ন···এ-যুদ্ধে জীবন পণ রেখে হারজিতের খেলা খেল্‌তে হবে। আব দেখা হবে কি না হবে···তাই তোমার কাছে এসেছি—রণে যাবার আগে।···কেমন কল্যাণী—শারীরিক মঙ্গল তো ? এই কথাই জান্‌তে এলুম।

কল্যাণী

এ প্রশ্ন কি আপনি ত্যাগ কর্‌বেন না ? আমার শারীরিক মঙ্গলে আপনারই কি ইষ্ট—আর আমারই বা কি ইষ্ট ?

ভবানন্দ

যে বৃক্ষ রোপণ করে—সে তাইতে নিত্য জল দেয়। গাছ বাড়্‌লেই তা'র সুখ। তোমার মৃতদেহে আমি জীবন রোপণ করেছিলুম···বাড়্‌ছে কি-না—জিজ্ঞাসা কর্‌বো না কেন ?

কল্যাণী

বিষবৃক্ষের কি ক্ষয় আছে ?

ভবানন্দ

জীবন কি বিষ ?

কল্যাণী

না হ'লে অমৃত ঢেলে আমি তা ধ্বংস কর্‌তে চেয়েছিলুম কেন ?

ভবানন্দ

অনেকদিন জিজ্ঞেস্ কর্‌বো—মনে ছিল, সাহস ক'রে জিজ্ঞেস্ কর্‌তে পারিনি : কে তোমার জীবন বিষময় করেছিল ?

কল্যাণী (অবিচলিত কণ্ঠে)

আমার জীবন কেউ বিষময় করেনি—জীবনই বিষময়। আমার জীবন বিষময়—আপনার জীবন বিষময়—সকলের জীবন বিষময়।

ভবানন্দ

সত্য কল্যাণী—আমার জীবন বিষময়। যে-দিন অবধি তোমায়···তোমার ব্যাকরণ শেষ হয়েছে ?

কল্যাণী

না।

ভবানন্দ

অভিধান ?

কল্যাণী

ভালো লাগে না।

ভবানন্দ

বিদ্যা অর্জ্জনে কিছু আগ্রহ দেখেছিলুম। এখন এ অশ্রদ্ধা কেন ?

কল্যাণী

আপনার মতো পণ্ডিত-ও যখন মহাপাপিষ্ঠ—তখন লেখাপড়া না করাই ভালো।···আমার স্বামীর সংবাদ কি—প্রভু ?

ভবানন্দ

বারবার সে সংবাদ কেন জিজ্ঞাসা করো ? তিনি তো তোমার পক্ষে মৃত !

কল্যাণী

আমি তাঁর পক্ষে মৃত—তিনি আমার পক্ষে নন্।

ভবানন্দ

তিনি তোমার পক্ষেই মৃতবৎ হবেন ব'লেই তো তুমি মর্‌লে ! বারম্বার সে কথা কেন—কল্যাণী ?

কল্যাণী

ম'লে কি সম্বন্ধ যায়? তিনি কেমন আছেন?

ভবানন্দ

ভালো আছেন।

কল্যাণী

কোথায় আছেন? পদচিহ্নে?

ভবানন্দ

সেইখানেই আছেন।

কল্যাণী

কি কাজ করছেন?

ভবানন্দ

যা' করছিলেন···দুর্গ-নির্ম্মাণ, অস্ত্র-নির্ম্মাণ। তাঁরি নির্ম্মিত অস্ত্রে সহস্র সহস্র সন্তান সজ্জিত হয়েছে। তাঁর কল্যাণে—কামান, বন্দুক, গোলা, গুলি, বারুদের আমাদের আর অভাব নেই। সন্তান-মধ্যে তিনিই শ্রেষ্ঠ। তিনি আমাদের মহৎ উপকার করছেন—তিনি আমাদের দক্ষিণ বাহু।

কল্যাণী

আমি প্রাণত্যাগ না করলে কি এতো হোতো? যা'র বুকে কাদা-পোরা কলসী বাঁধা—সে কি ভব-সমুদ্রে সাঁতার দিতে পারে? যা'র পায়ে লোহার শিকল—সে কি দৌড়োয়? কেন সন্ন্যাসী—তুমি এ ছার জীবন রেখেছিলে?

ভবানন্দ

স্ত্রী সহধর্ম্মিণী—ধর্ম্মের সহায়।

কল্যাণী

ছোট ছোট ধর্ম্মে। বড় বড় ধর্ম্মে কণ্টক। আমি বিষ-কণ্টক দিয়ে তাঁর অধর্ম্ম-কণ্টক তুলে ফেলেছিলুম।—ছি: দুরাচার পামর ব্রহ্মচারী—এ প্রাণ তুমি ফিরে দিলে কেন?

ভবানন্দ

ভালো: যা' দিয়েছি—তা' না হয় আমারি আছে!—কল্যাণী: যে প্রাণ

[illegible] পারবো ?

[কল্যাণী সে প্রশ্নের উত্তর না দিয়া প্রশ্নান্তর করিল :

কল্যাণী

আপনি সংবাদ রাখেন কি—আমার সুকুমারী কেমন আছে ?

ভবানন্দ

অনেক দিন সে সংবাদ পাইনি। জীবানন্দ অনেক দিন সে-দিকে যান্‌নি।

কল্যাণী

সে-সংবাদ কি আমায় আনিয়ে দিতে পারেন না ? স্বামীই আমার ত্যাজ্য···বাঁচলুম তো—কন্যা কেন ত্যাগ কর্‌বো ? এখন তো সুকুমারীকে পেলে এ-জীবনে কিছু সুখের সম্ভাবনা হ'তে পারে। কিন্তু—আমার জন্যে আপনি কেন এতো কর্‌বেন ?

ভবানন্দ

কর্‌বো কল্যাণী···তোমার কন্যা এনে দোবো। কিন্তু—তারপর ?

কল্যাণী

তারপর কি—ঠাকুর ?

ভবানন্দ

স্বামী ?

কল্যাণী

স্বেচ্ছায় ত্যাগ করেছি।

ভবানন্দ

যদি তাঁর ব্রত সম্পূর্ণ হয় ?

কল্যাণী

তবে তাঁরই হবো। আমি যে বেঁচে আছি—তিনি কি জানেন ?

ভবানন্দ

না।

কল্যাণী

আপনার সঙ্গে কি তাঁর সাক্ষাৎ হয় না ?

ভবানন্দ

হয়।

কল্যাণী

আমার কথা কিছু বলেন না ?

ভবানন্দ

না। যে স্ত্রী ম'রে গেছে—তা'র সঙ্গে স্বামীর আর সম্বন্ধ কি ?

কল্যাণী

কি বল্‌ছেন ?

ভবানন্দ

তুমি আবার বিবাহ কর্‌তে পারো—তোমার পুনর্জন্ম হয়েছে।

কল্যাণী

আমার কন্যা এনে দাও।

ভবানন্দ

দোবো।—তুমি আবার বিবাহ কর্‌তে পারো।

কল্যাণী

তোমার সঙ্গে নাকি ?

ভবানন্দ

বিবাহ ক'র্বে ?

কল্যাণী

তোমার সঙ্গে নাকি ?

ভবানন্দ

যদি তাই হয় ?

কল্যাণী

সন্তানধর্ম্ম কোথায় থাক্‌বে ?

ভবানন্দ

অতল জলে।

কল্যাণী

পরকাল ?

ভবানন্দ

কল্যাণী

এই মহাব্রত ?

ভবানন্দ

অতল জলে।

কল্যাণী

কিসের জন্তে সব অতল জলে ডোবাবে ?

ভবানন্দ

তোমার জন্তে! দেখো : মানুষ হোক্, ঋষি হোক্, সিদ্ধ হোক্, দেবতা হোক্—চিত্ত কারো বশ নয়। সন্তানধর্ম্ম আমার প্রাণ, কিন্তু আজ প্রথম বলি—তুমিই আমার প্রাণাধিক প্রাণ। যে-দিন তোমার প্রাণ-দান করেছিলুম—সেইদিন থেকে আমি তোমার পায়ের তলায় নিজেকে বিকিয়ে দিয়েছি। আমি জান্তুম না যে : সংসারে এতো রূপ আছে। এমন রূপ আমি কোনোদিন চোখে দেখ্বো—জান্লে, কখনো সন্তানধর্ম্ম গ্রহণ কর্তুম না।

কল্যাণী

তুমি রমণীর রূপের কাছে তোমার ধর্ম্মকে বলি দিতে চাও ?

ভবানন্দ

এ-ধর্ম্ম ঐ রূপের আগুনে পুড়ে ছাই হয়। ধর্ম্ম পুড়ে গেছে। প্রাণ আছে। আজ চার বৎসর প্রাণও পুড়্ছে—আর থাকে না। দাহ—কল্যাণী—দাহ—জ্বালা! কিন্তু জ্বল্বে যে ইন্ধন—তা' আর নেই। প্রাণ যায়!—চার বৎসর সহ্য করেছি—আর পার্লুম না। তুমি আমার হবে ?

কল্যাণী

তোমারি মুখে শুনেছি যে : সন্তানধর্ম্মের এই নিয়ম—যে ইন্দ্রিয়পরবশ হয়—তা'র প্রায়শ্চিত্ত—মৃত্যু। এ-কথা কি সত্য ?

ভবানন্দ

এ-কথা সত্য।

কল্যাণী

তবে তোমার প্রায়শ্চিত্ত—মৃত্যু ?

ভবানন্দ

আমার একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত—মৃত্যু।

কল্যাণী

আমি তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ করলে—তুমি মর্‌বে ?

ভবানন্দ

নিশ্চিত মর্‌বো।

কল্যাণী

আর যদি মনস্কামনা সিদ্ধ না করি ?

ভবানন্দ

তথাপি—মৃত্যু আমার প্রায়শ্চিত্ত···কেননা—আমার চিত্ত ইন্দ্রিয়ের বশ হয়েছে।

কল্যাণী

আমি তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ কর্‌বো না। তুমি কবে মর্‌বে ?

ভবানন্দ

আগামী যুদ্ধে।

কল্যাণী

তবে তুমি বিদায় হও।···আমার কন্যা পাঠিয়ে দেবে কি ?

ভবানন্দ (সজলকণ্ঠে)

দোবো। আমি ম'রে গেলে আমায় মনে রাখ্‌বে কি ?

কল্যাণী

রাখ্‌বো। ব্রতচ্যুত অধর্ম্মী ব'লে মনে রাখ্‌বো।

ভবানন্দ

কল্যাণী !!

কল্যাণী

ধিক্‌—ব্রতচারী সন্ন্যাসী ! এই তোমার ব্রত-সাধন ?

[ভবানন্দ অনুতাপদগ্ধ চিত্রাপিতের ন্যায় ক্ষণেক দাঁড়াইয়া রহিল]

ভবানন্দ

[illegible] ।

[ত্বরিতপদে নিষ্ক্রান্ত]

কল্যাণী (দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া)

হায়—রমণী-রূপ-লাবণ্য ! এই সংসারে তোমাকেই ধিক্ !

[কল্যাণী পুথিপাঠে বসিল]

—দৃশ্যাবর্ত্তন—

বিষ্কম্ভ

দৃশ্যরূপ :—

[বনপথ। সন্ধ্যা ঘনায়মান।—মঞ্চোপরি আব্ছায়া আলো-অন্ধকার। ধীরানন্দ প্রবেশ করিয়া চলিতে উদ্যত—ভবানন্দ প্রবেশান্তর অগ্রবর্ত্তী ব্যক্তিকে সম্বোধন করিল :

ভবানন্দ

কে হে যাও ?

ধীরানন্দ

জিজ্ঞাসা কর্তে জান্লে—উত্তর দিই···আমি পথিক।

ভবানন্দ

বন্দে—

ধীরানন্দ

মাতরম্।

ভবানন্দ

আমি ভবানন্দ গোস্বামী।

ধীরানন্দ

আমি ধীরানন্দ।

ভবানন্দ

ধীরানন্দ ! কোথায় গিয়েছিলে ?

ধীরানন্দ

তোমারই সন্ধানে।

ভবানন্দ

কেন ?

ধীরানন্দ

একটা কথা বলতে।

ভবানন্দ

কি কথা ?

ধীরানন্দ

নির্জ্জনে বক্তব্য।

ভবানন্দ

এইখানেই বলো না—এ অতি নির্জ্জন স্থান ।

ধীরানন্দ

তুমি নগরে গিয়েছিলে ?

ভবানন্দ

হ্যাঁ।

ধীরানন্দ

গৌরী দেবীর বাড়ী ?

ভবানন্দ

তুমিও নগরে গিয়েছিলে নাকি ?

ধীরানন্দ

সেখানে একটা পরমাসুন্দরী যুবতী বাস করে ?

ভবানন্দ (কিঞ্চিৎ বিস্মিত ও শঙ্কিত)

এ সমস্ত কি কথা ?

ধীরানন্দ

তুমি তা'র সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলে ?

ভবানন্দ

তারপর ?

ধীরানন্দ

তুমি সেই কামিনীর ওপর খুব অনুরক্ত !

ভবানন্দ (অল্পক্ষণ চিন্তা করিয়া)

ধীরানন্দ—কেন এতো সন্ধান নিলে ? দেখো—ধীরানন্দ : তুমি

যা' বলছ—সে সমস্তই সত্য। তুমি ভিন্ন আর ক'জন এ-কথা জানে ?

ধীরানন্দ

আর কেউ না।

ভবানন্দ

তবে তোমাকে বধ করলেই আমি কলঙ্ক থেকে মুক্ত হ'তে পারি ?

ধীরানন্দ

পারো।

ভবানন্দ

তা' হ'লে—এসো : এই বিজন স্থানে দু'জনে যুদ্ধ করি। হয় তোমাকে বধ ক'রে আমি নিষ্কণ্টক হই—নয় তুমি আমাকে বধ ক'রে আমার সমস্ত জ্বালা নির্ব্বাণ করো। অস্ত্র আছে ?

ধীরানন্দ

আছে। শুধু-হাতে কা'র সাধ্য—তোমার সঙ্গে এই সমস্ত কথা কয় ? যুদ্ধই যদি তোমার মত হয়—তবে অবশ্য যুদ্ধ করবো। সন্তানে সন্তানে বিরোধ নিষিদ্ধ—কিন্তু আত্মরক্ষার জন্যে কারোর সঙ্গে বিরোধ নিষিদ্ধ নয়। যা' বলবার জন্যে আমি তোমাকে খুঁজছিলুম—তা' সবটা শুনে' যুদ্ধ করলে ভালো হয় না ?

ভবানন্দ

ক্ষতি কি—বলো না !

[ভবানন্দ নিষ্কাশিত তরবারি ধীরানন্দের স্কন্ধে স্থাপিত করিয়া তাহার পলায়নের পথ বন্ধ করিল—]

ধীরানন্দ

আমি এই বলছিলুম—তুমি কল্যাণীকে বিবাহ করো—

ভবানন্দ

কল্যাণী ! তা'-ও জানো ?

ধীরানন্দ

বিবাহ করো না কেন ?

ভবানন্দ

তা'র যে স্বামী আছে।

ধীরানন্দ

বৈষ্ণবের ও-রকম বিবাহ হয়।

ভবানন্দ

সে নেড়া বৈরাগীর—সন্তানের নয়। সন্তানের বিবাহই নাই।

ধীরানন্দ

সন্তান-ধর্ম্ম কি অপরিহার্য্য? তোমার যে প্রাণ যায়!…ছি! ছি! আমার কাঁধ যে কেটে গেল!

[তরবারির চাপে ধীরানন্দের কাঁধ কাটিয়া রক্তাক্ত হইল]

ভবানন্দ

তুমি কি অভিপ্রায়ে আমাকে অধর্ম্মে মতি দিতে এসেছ? নিশ্চয়—তোমার কোনো স্বার্থ আছে।

ধীরানন্দ

তা'ও বল্‌বার ইচ্ছা আছে: তলোয়ার বসিয়ো না—বল্‌ছি। এই সন্তান-ধর্ম্মে আমার হাড় জরজর হয়েছে—আমি সে পরিত্যাগ ক'রে স্ত্রী-পুত্রের মুখ দেখে দিনপাত কর্‌বার জন্যে বড় উতলা হয়েছি। আমি এ সন্তানধর্ম্ম ছাড়্‌বো। কিন্তু আমার কি বাড়ী গিয়ে বস্‌বার যো আছে? বিদ্রোহী ব'লে অমাকে অনেকেই চেনে, ঘরে গিয়ে বস্‌লেই—হয় মাথা কাটা যাবে, নয়—সন্তানেরাই বিশ্বাসঘাতক ব'লে মেরে ফেলে চ'লে যাবে। এই জন্যেই তোমাকে আমার পথে নিয়ে যেতে চাই।

ভবানন্দ

কেন—আমায় কেন?

ধীরানন্দ

সেইটি আসল কথা। এই সন্তানেরা তোমার আজ্ঞাধীন—সত্যানন্দ এখন এখানে নেই—তুমি এখন নায়ক। তুমি এই সেনা নিয়ে যুদ্ধ করো—তোমার জয় হবে, এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস। যুদ্ধজয় হ'লে তুমি কেন স্বনামে রাজ্য-স্থাপন করো না—সেনা তো তোমার আজ্ঞাকারী!

ভবানন্দ

তারপর—ধীরানন্দ !

ধীরানন্দ

তারপর—তুমি রাজা হও, কল্যাণী তোমার মন্দোদরী হোক্—আমি তোমার অনুচর হ'য়ে স্ত্রী-পুত্রের মুখ দেখে দিন কাটিয়ে দিই—আর আশীর্ব্বাদ করি। সন্তান-ধর্ম্ম অতল জলে ডুবিয়ে দাও।

[ভবানন্দ ধীরানন্দের স্কন্ধ হইতে তরবারি ধীরে ধীরে নামাইল—]

ভবানন্দ

ধীরানন্দ : যুদ্ধ করো—তোমায় বধ কর্‌বো। আমি ইন্দ্রিয়ের বশে যেতে পারি—কিন্তু বিশ্বাসহন্তা নই। তুমি আমাকে বিশ্বাসঘাতক হ'তে পরামর্শ দিয়েছ—নিজেও বিশ্বাসঘাতক। তোমাকে মার্‌লে ব্রহ্মহত্যা হয় না। তোমাকে মার্‌বো।···

[তাহার কথা শেষ হইতে না হইতেই ধীরানন্দ ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। ভবানন্দ দাঁড়াইয়া রহিল। ভবানন্দ কিছুক্ষণ অন্যমনা ছিল—]

—কোথায় ধীরানন্দ ? বিশ্বাসঘাতক পালিয়ে প্রাণ বাঁচিয়েছে—নইলে তা'কে উপযুক্ত শিক্ষা দিতুম। আজ আমার শিক্ষা-দীক্ষা—সবই কি ব্যর্থ হ'য়ে যাবে !···

[ভবানন্দ দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া একটি শিলার 'পরে অন্যমনস্কভাবে বসিল। অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছিল। দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া—মাথা নত করিয়া কিছুক্ষণ বসিয়া রহিল। তারপর মুখ তুলিয়া কহিল :

—আজ আমার কাছে পৃথিবী লোপ পেয়েছে ! আমার পক্ষে এই ভুবন নিরর্থক·· কিছু নেই—কেউ নেই, সব জড়—মূক—পাষাণপুরী !···

[পুনরায় ভবানন্দ কপালে হাত দিয়া গভীর চিন্তায় নিমগ্ন—স্পন্দ নাই, নিশ্বাস নাই, ভয় নাই—]

—যা' ভবিতব্য—তা' অবশ্য হবে ! আমি ইন্দ্রিয়ের স্রোতে ভেসে গেলুম—এই আমার দুঃখ ! এক মুহূর্ত্তে দেহের ধ্বংস হ'তে পারে—দেহের ধ্বংসেই

ইন্দ্রিয়ের ধ্বংস,—আমি সেই ইন্দ্রিয়ের বশীভূত হলুম ? আমার মরণ শ্রেয়ঃ। ধর্ম্মত্যাগী ! ছিঃ !—মর্‌বো।...

[এমন সময় মাথার উপরে পেচকের চীৎকার ও অশুভসূচক শব্দ হইল—]

—ও কি শব্দ ? কানে যেন গেল—যম আমায় ডাক্‌ছে ! আমি জানি না : কে শব্দ কর্‌লে—কে আমায় ডাক্‌লে—কে আমায় বিধি দিলে—কে বল্‌লে মর্‌তে !...পুণ্যময়ী অনন্তে—তুমি শব্দময়ী, কিন্তু তোমার শব্দের তো অর্থ বুঝ্‌তে পাচ্চি না ! আমায় ধর্ম্মে মতি দাও—আমাকে পাপ থেকে বিরত করো !... হে গুরুদেব : জননী-জন্মভূমির সেবায় যেন এই প্রাণ থাকে, ধর্ম্মে যেন আমার দৃঢ় মতি থাকে—

[তখন নেপথ্য হইতে অতিমধুর অথচ গম্ভীর মর্ম্মভেদী স্বর শোনা গেল। সে স্বর সত্যানন্দের—]

সত্যানন্দ (নেপথ্য থেকে)

হে দেশভক্ত সন্তান—ধর্ম্মে তোমার মতি থাক্‌বে—আশীর্ব্বাদ আমার ! তোমার প্রাণ মৃত্যুহীন হবে।

[ভবানন্দ বিস্মিত ও চমকিত হইল]

ভবানন্দ

একি এ ? এ যে গুরুদেবের কণ্ঠ ! ফিরে এসেছেন প্রভু ?—মহারাজ, কোথায় আপনি ? এ সময়ে দাসকে দর্শন দিন্ ! প্রভু—গুরু : দেখা দিন্—দেখা দিন্ !—প্রভু—প্রভু—গুরুদেব !...কেউ কোথাও নেই—কোনো উত্তর নেই। নিস্তব্ধ, নিঝুম, বোবা প্রকৃতি !

[দূরাগত কণ্ঠধ্বনি শ্রুত হইল :

সত্যানন্দ

হরে মুরারে—হরে মুরারে মধুকৈটভারে !
হরে মুরারে—হরে মুরারে !

[কণ্ঠ নেপথ্যে মিলাইয়া গেল—]

ভবানন্দ

প্রভু—প্রভু : আজ্‌কের দিনেও দেখা দিলে না—প্রভু !—তথাপি—আমি

প্রমাণ দোবো : যোগ্য সন্তান আমি—দেশমাতার সত্যসেবক। এই বর দাও—গুরু : মায়ের মুক্তি-সংগ্রামে যদি মরি—যতদিন না মাতৃভূমির উদ্ধার হয়, আমি যেন বারংবার এই দেশের পুণ্য মাটিতেই জন্ম নিতে পারি !—বন্দে মাতরম্ !

[ভবানন্দ ধীর পদক্ষেপে প্রস্থানোদ্যত—মঞ্চ অন্ধকারময় হইল—]

—দৃশ্যাবর্ত্তন—

বা

—তিরস্করণী—

৬ (ক)

দৃশ্যরূপ :—

[কানন-প্রদেশ।...সন্তানগণ দলে দলে সমবেত হইতে লাগিল—]

গোবর্দ্ধন

ওরে ভাই—শুনেচিস্—মহারাজ ফিরে এসেচেন !

সন্তান—১

প্রভু ফিরে এসেচেন ? খুব আনন্দের খবরটা দিলি কিন্তু—ভাই গোবর্দ্ধন ! তোর ভালো হোক্।

বহুকণ্ঠ

জয় গুরুজীর জয়।

সন্তান—২

আচ্ছা : মহারাজ কি জন্যে কোথায় গিয়েছিলেন—বলতে পারিস্ ? এ-খবরটা জানিস্ কেউ ?

গোবর্দ্ধন

আমি জান্‌বো না তো—জান্‌বে কে ? আসলে—আমি হ'চ্চি একটা খাঁটি ছোটোখাটো সন্তান—

সন্তান—১

ওহে—ছোটখাটো সন্তান গোবর্দ্ধন কি খাঁটি কথা বলে শোন্ !

গোবর্দ্ধন

আমি জানি তো—শ্রীশ্রীগুরুদেব সন্তানদের মঙ্গল-কামনায় তপস্যা করতে হিমালয়ে গিয়েছিলেন।

সন্তান—২

তা' হ'লে—মহারাজের তপস্যায় সিদ্ধি হয়েচে বল্—আমাদের রাজ্য হবে, কি বলিস্?

গোবর্দ্ধন

সে আর বল্‌তে? বেটা শত্রুগুলো এবার নিপাত যাবে। এবারে আমাদের পায় কে? শত্রু দেখো—আর মারো।

সন্তান—১

আর বাধা দেয় কে? মার—মার্—যেখানে দুষ্টের দল—তাদের দেখ্ আর মার্—

গোবর্দ্ধন

কোমর বাঁধো সব ক'সে···মার—মার্—শত্রু মার···

বহুকণ্ঠ

জয়—জয়—মহারাজকি জয়!

একটি কণ্ঠ

বল্ ভাই—"হরে মুরারে মধুকৈটভারে"—"বন্দে মাতরম্"—

বহুকণ্ঠ

বন্দে মাতরম্।

গোবর্দ্ধন

ভাই—এমন দিন কি হবে—ভেতো বাঙালী হ'য়ে যুদ্ধক্ষেত্রে এ-দেহ পাত করবো?

একটি কণ্ঠ

ভেতো বাঙালী মানে? আমরা কি হীন মনে করো?

গোবর্দ্ধন

আহা—রাগো কেন? ভাত আর কড়ায়ের ডাল যে খায়—তা'কে বলে ভেতো, নিজেদের কি খেলো করতে পারি? কিন্তু দেখো: ব'লে রাখ চি—

আমার কথার দোষ ধোরো না—ভুলে যেয়ো না যে: আমি একটা ছোটখাটো সন্তান, গায়ে জোর না থাক্‌লেও—মনে খুব জোর আছে। দিন আসুক্ তখন বুঝিয়ে দোবো—

সন্তান—২

আরে ভাই—এমন দিন কি হবে—নেশাখোর ধর্ম্মবিটেলদের আস্তানা ভেঙে মায়ের মন্দির গড়্‌বো ?

সন্তান—১

আরে ভাই—এমন দিন কি হবে—আপনার ধন আপনি খাবো ?

সন্তান—২

বলো ভাই—বন্দে মাতরম্…কণ্ঠ শুদ্ধ হোক !

বহুকণ্ঠ

বন্দে মাতরম্।

গোবর্দ্ধন

ওরে চুপ—চুপ—ঐ দেখ্—বল্‌তে না বল্‌তেই স্বয়ং শ্রীশ্রীগুরুদেব, আর তাঁর সঙ্গে বড় বড় সন্তানরাও আস্‌চেন। সব হাতজোড় ক'রে দাঁড়া।

[ক্ষণপরে সত্যানন্দ ও তৎপশ্চাতে ভবানন্দ, জীবানন্দ, ধীরানন্দ, জ্ঞানানন্দ ও নবীনানন্দবেশী শান্তির প্রবেশ। - সেই সঙ্গে পুনর্ব্বার "বন্দে মাতরম্" ধ্বনির হর্ষোচ্ছ্বাস। সকলে সত্যানন্দের উদ্দেশে প্রণত হইল।…দৃশ্য প্রকাশিত হইল- - মধ্যমণিরূপে সত্যানন্দ ও তাঁহাকে ঘিরিয়া ভবানন্দ, জীবানন্দ, ধীরানন্দ, জ্ঞানানন্দ, নবীনানন্দবেশী শান্তি ও অন্যান্য সন্তানগণ।…সত্যানন্দ অতি উচ্চস্বরে অশ্রুপূর্ণ লোচনে দুই বাহু ঊর্দ্ধে তুলিয়া সকলকে সম্বোধন করিলেন :

সত্যানন্দ

শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী, বনমালী, বৈকুণ্ঠনাথ—যিনি কেশিমথন, মধু-মুর-নরক-মর্দ্দন, লোকপালন—তিনি তোমাদের মঙ্গল করুন, তিনি তোমাদের বাহুতে বল দিন্ মনে ভক্তি দিন্, ধর্ম্মে মতি দিন্! তোমরা একবার তাঁর মহিমা-গান করো।

[শান্তির কণ্ঠে গীতারম্ভ—সম্মেলক কণ্ঠে অনুস্মৃতি

জয় জগদীশ হরে !

প্রলয়পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদম্—

বিহিত-বহিত্র-চরিত্রমখেদম্ !

কেশব ধৃতমীনশরীর

জয় জগদীশ হরে !

* *

নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতম্—

সদয়-হৃদয় দর্শিত-পশুঘাতম্

কেশব ধৃতবুদ্ধশরীর

জয় জগদীশ হরে !

* *

ম্লেচ্ছ-নিবহ-নিধনে কলয়সি করবালম্—

ধূমকেতুমিব কিমপি করালম্ ।

কেশব ধৃতকল্কিশরীর

জয় জগদীশ হরে ॥

সত্যানন্দ

তোমাদের আশীর্ব্বাদ করি—তোমরা বিজয়ী হও ! সন্তানগণ—তোমাদের সঙ্গে আজ আমার বিশেষ কথা আছে। টমাস-নামা এক দুরাত্মার অধিনায়কতায় কোম্পানীর সৈন্যদল আমাদের বিরুদ্ধে অভিযান ক'রে বহু অনিষ্ট করেছে, তাদের দমন করতে হবে। আমাদের করতে হবে শত্রুজয়—জগদীশ্বরের আদেশ। তোমরা কি বলো ?

জীবানন্দ

আমরা সকলেই প্রস্তুত ।

সত্যানন্দ

সে-জন্যে আমাদের একটু ধৈর্য্য ধরতে হবে। শত্রুদের কামান আছে—

কামান ভিন্ন তাদের সঙ্গে যুদ্ধ সম্ভব হবে না। বিশেষ—তা'রা বীরজাতি। পদচিহ্নের দুর্গ থেকে সতেরোটি কামান আস্‌ছে—কামান পৌঁছুলে আমরা যুদ্ধ-যাত্রা কর্‌বো।…ঐ দেখো—প্রভাত হ'চ্চে, বেলা চারদণ্ড হ'লেই—

[হঠাৎ চারিদিকে তোপের আওয়াজ হইল]

—ও কি ও!—তোপের আওয়াজ!…দেখো—দেখো—শত্রুরা এই বন ঘিরে আমাদের বধ কর্‌বার উদ্যোগ কর্‌ছে কি-না?…

[কামান ধ্বনিত হইতে লাগিল]

—তোমরা দেখো—কিসের তোপ?…

[তাঁহার আদেশমতো কয়েকজন সন্তান প্রস্থান করিল।—কামানের গর্জ্জন। সত্যানন্দ নেপথ্যের দিকে চাহিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিলেন :

—শ্রাবণের ধারার মতো ঐ সন্তানদের ওপর গোলাবৃষ্টি হ'চ্চে—ওরা তবুও নির্ভয়ে এগিয়ে চলেছে। গেল—গেল: ওরা আহত হ'চ্চে…হেলায় দিচ্চে প্রাণ!—জীবানন্দ—উচ্চ বৃক্ষে ওঠো! দেখো—কি—কাদের তোপ?

[জীবানন্দ বৃক্ষে আরোহণ করিল]

জীবানন্দ (নিরীক্ষণ করিয়া—অন্তর থেকে)

প্রভু—তোপ ইংরেজের।

সত্যানন্দ

অশ্বারোহী—না—পদাতি?

জীবানন্দ

দুই-ই আছে।

সত্যানন্দ

কত?

জীবানন্দ

আন্দাজ কর্‌তে পাচ্চি না—এখনো বনের আড়াল থেকে বেরুচ্চে।

সত্যানন্দ

গোরা আছে? না—কেবল সিপাই?

জীবানন্দ

গোরা আছে।

সত্যানন্দ

জীবানন্দ—তুমি গাছ থেকে নামো।…

[ক্ষণপরে সশস্ত্র জীবানন্দের পুনরাগমন]

—দশ হাজার সন্তান উপস্থিত আছে। কি করতে পারো—দেখো! জীবানন্দ—তুমি আজ সেনাপতি।

[জীবানন্দ গুরুকে প্রণাম করিয়া একবার নবীনানন্দ গোস্বামীর প্রতি দৃষ্টি করিয়া চোখের ইঙ্গিতে কি বলিল…নবীনানন্দও চোখের ইঙ্গিতে কি যেন উত্তর দিল—]

নবীনানন্দবেশী শান্তি (দক্ষিণ বাহু উত্তোলন করিয়া)

ভাই সন্তান—এই সময় বলো : জয় জগদীশ হরে—ম্লেচ্ছনিবহনিধনে কলয়সি করবালম্—

[সমবেত কণ্ঠে গীত ধ্বনিত—সে-স্থলে গোলা-পতনের আভাস। সন্তানগণ অনেকেই আহত। গীতান্তে সকলেই নিস্তব্ধ।—কেবল ভীষণ কামান-ধ্বনি ও গোরার দূরাগত সমবেত অস্ত্রের ঝনৎকার ও কোলাহল—]

সত্যানন্দ (উচ্চৈঃস্বরে)

জগদীশ হরি তোমাদের কৃপা করবেন…তোপ কতদূর ?

[শান্তি সত্বর বৃক্ষে আরোহণ করিয়া—অন্তর হইতে বলিল :

শান্তি

এই বনের খুব কাছে—একখানা ছোট মাঠ পার মাত্র !

সত্যানন্দ

কে তুমি ?

শান্তি

আমি নবীনানন্দ।

সত্যানন্দ

তোমরা দশ সহস্র সন্তান—আজ তোমাদেরই জয় হবে। তোপ কেড়ে নাও !

জীবানন্দ

এসো সন্তান—এসো বীর—সকলে আমার অনুবর্তী হও ! এগিয়ে চলো—এগিয়ে চলো !

[জীবানন্দ গুরুর পদবন্দনা করিয়া প্রস্থান করিল।..."বন্দে মাতরম্"—রবে উপস্থিত সকলে জীবানন্দের পিছু পিছু বেগে নিষ্ক্রান্ত হইল।—সকলের স্কন্ধে বন্দুক, কটিতে তরবারি, হাতে বল্লম।—শান্তি ইতোমধ্যে সেখানে উপনীত হইয়া সত্যানন্দকে প্রণামান্তর প্রস্থানোদ্যতা—]

শান্তি

আশীর্ব্বাদ করুন—প্রভু! আজ সেই ব্রত-পালনের দিন এসেছে। আমিও রণক্ষেত্রে স্বামীর পাশে গিয়ে দাঁড়াবো—আমিও যাবো—

[সত্যানন্দ শান্তির গমনে বাধা দিলেন]

—আমায় যেতে দিন্—

সত্যানন্দ

শোনো! জীবানন্দকে বোলো না যে—আমি সমস্ত জানি। তুমি বোধ হয় বুঝেছ—আজ কি দিন! তোমার প্রলোভনে সে এতোদিন জীবনরক্ষা করেছে—আজও কর্‌তে পারে—তা'হ'লেই আমার কার্য্যোদ্ধার হ'তে পারে।

শান্তি (উদ্দীপ্ত কণ্ঠে)

ঠাকুর: আমি আমার স্বামী এক আত্মা...যা' যা' আপনার সঙ্গে কথা হোলো—সবই বল্‌বো। মর্‌তে হয়—তিনি মর্‌বেন, আমার ক্ষতি কি? আমি তো সঙ্গে সঙ্গেই মর্‌বো। তাঁর স্বর্গ আছে, মনে করেন কি—আমার স্বর্গ নেই?

সত্যানন্দ

আমি কখনো হারিনি—আজ তোমার কাছে হার মান্‌লুম। মা: আমি তোমার ছেলে—সন্তানকে স্নেহ করো—জীবানন্দের প্রাণরক্ষা করো, আপনার প্রাণরক্ষা করো—আমার কার্য্যোদ্ধার হবে।

শান্তি (দৃপ্তকণ্ঠে)

আমার স্বামীর ধর্ম্ম আমার স্বামীর হাতে—আমি তাঁকে ধর্ম্ম থেকে বিরত কর্‌বার কে? গুরুদেব: আপনার কথায় আমার স্বামী মর্‌তে হয় মর্‌বেন—আমি বারণ কর্‌বো না।

সত্যানন্দ (বিচলিত কণ্ঠে)

মা—এ ঘোর ব্রতে বলিদান আছে। আমাদের সকলকেই বলি পড়্‌তে

হবে। আমি মর্‌বো, জীবানন্দ-ভবানন্দ—সবাই মর্‌বে…বোধ হয় মা—তুমিও মর্‌বে। কিন্তু দেখো: কাজ ক'রে মর্‌তে হবে—বিনা-কার্য্যে কি মরা ভালো ?—আমি কেবল দেশকে মা বলেছি—আর কাউকে মা বলিনি…তা'র কারণ—সেই সুজলা সুফলা ধরণী ভিন্ন আমরা অনন্যমাতৃক। আর তোমাকে মা বল্‌লুম। তুমি মা হ'য়ে সন্তানের কাজ করো—যাতে কার্য্যোদ্ধার হয়—তাই করো! জীবানন্দের প্রাণরক্ষা কোরো, তোমার প্রাণরক্ষা কোরো। তা'হ'লেই আমার কার্য্য সিদ্ধ হবে।…

[শান্তি প্রণতা]

—আমার আশীর্ব্বাদ—বিজয়িনী হও—আমার আশীর্ব্বাদ!

[বলিতে বলিতে নিক্রান্ত—শান্তির অন্যদিক্ দিয়া প্রস্থান—]

—দৃশ্যাবর্ত্তন—

(খ)

দৃশ্যরূপ :—

[যুদ্ধক্ষেত্র। কাননের সম্মুখভাগ।…ক্ষেত্রে বহু হতাহত নিপতিত।]

জীবানন্দ (প্রবেশ করিতে করিতে)

অজস্র গোলাবৃষ্টিতে সন্তান-সেনা ছিন্ন-ভিন্ন হ'য়ে পড়্‌ছে! অনেক সন্তান বিনা-যুদ্ধে প্রাণ দিচ্চে!—গুরুর আদেশ: ঐ তোপ কেড়ে নিতেই হবে।—চলো ভাই—এগিয়ে চলো—এগিয়ে চলো!

[ভবানন্দ এক পার্শ্ব হইতে প্রবেশ করিল]

ভবানন্দ

জীবানন্দ—অনর্থক প্রাণিহত্যায় কাজ কি ?

জীবানন্দ

কি কর্‌তে বলো ?

ভবানন্দ

এসো—বনের মধ্যে থেকে গাছের আশ্রয় নিয়ে আমরা প্রাণরক্ষা করি তোপের মুখে—পরিষ্কার মাঠে—বিনা-তোপে এ সন্তানসৈন্য একদণ্ড টিক্‌বে না। কিন্তু ঝোপের ভিতর থেকে অনেকক্ষণ যুদ্ধ করা যেতে পারে।

জীবানন্দ

তুমি ঠিক কথা বলেছ। কিন্তু প্রভু আজ্ঞা করেছেন—তোপ কেড়ে নিতে হবে…তাই আমরা তোপ কেড়ে নিতে ছুটবো।

ভবানন্দ

কার সাধ্য তোপ কাড়ে? কিন্তু যদি যেতেই হয়—তবে তুমি নিরস্ত হও, আমি যাচ্চি।

জীবানন্দ

তা' হবে না—ভবানন্দ! আজ আমার মরবার দিন।

ভবানন্দ

আজ আমার মরবার দিন।

জীবানন্দ

আমার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।

ভবানন্দ

তুমি নিষ্পাপশরীর—তোমার প্রায়শ্চিত্ত নেই। আমার চিত্ত কলুষিত—আমাকেই মরতে হবে…তুমি থাকো—আমি যাই।

জীবানন্দ

ভবানন্দ: তোমার কি পাপ—তা' আমি জানি না। কিন্তু তুমি থাকলে—সন্তানের কার্য্যোদ্ধার হবে। আমি যাই।

ভবানন্দ (মুহূর্ত্তেক নীরব থাকিয়া)

জীবানন্দ: মরবার প্রয়োজন হয়—আজই মরবো…যে-দিন মরবার প্রয়োজন হবে—সেই দিনই মরবো। মৃত্যুর পক্ষে আবার কালাকাল কি!

জীবানন্দ

তবে এসো—ভবানন্দ

ভবানন্দ (নেপথ্যের দিকে চাহিয়া)

এই তরঙ্গে আজ সন্তানকে ঝাঁপ দিতে হবে—কে পারো ভাই? এই সময় গাও—বন্দে মাতরম!

[ভবানন্দের সবেগে প্রস্থান।…নেপথ্য হইতে সমবেতকণ্ঠে চীৎকার উঠিল—"বন্দে মাতরম্"—পরক্ষণেই গীতে পর্য্যবসিত:

"সপ্তকোটিকণ্ঠ-কলকল-নিনাদ-করালে—
দ্বিসপ্তকোটিভুজৈর্ধৃতখরকরবালে"—

জীবানন্দ

আমিও যাবো। ভবানন্দ—ভবানন্দ!···

[ঠিক সেই মুখেই নবীনানন্দবেশী শান্তির প্রবেশ জীবানন্দ ছুটিয়া নিষ্ক্রান্ত হইতে গিয়া সম্মুখে বাধা পাইল—]

—এ কি! শান্তি?—শান্তি, একদা ব্রতভঙ্গে আজকে আমার নিবেদিত জীবন উৎসর্গ কর্‌বার সুযোগ এসেছে। আমি ব্রতভঙ্গ-পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবো। আজ আমার মরবার দিন—

শান্তি

যা' তোমার সঙ্কল্প—তোমার সত্যধর্ম্ম—তোমার চিত্তবৃত্তি-অনুকারিণী ধর্ম্মচারিণী ভার্য্যা হ'য়ে—তা'তে আমি বিঘ্ন হ'য়ে দাঁড়াতে চাই না। বিবাহ ইহকালের জন্যে, বিবাহ পরকালের জন্যে···ইহকালের জন্যে যে-বিবাহ—মনে করো—সে আমাদের হয়নি। আমাদের বিবাহ কেবল পরকালের জন্যে। কিন্তু প্রায়শ্চিত্তের কথা কেন?

জীবানন্দ

পাপ করেছি—তাই প্রায়শ্চিত্ত।

শান্তি

তুমি কি পাপ করেছ? তোমার প্রতিজ্ঞা—স্ত্রীলোকের সঙ্গে একাসনে বস্‌বে না, কই—কোনোদিন তো একাসনে বসোনি! তবে প্রায়শ্চিত্ত কেন?

জীবানন্দ

প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গের পাপ আমাকে স্পর্শ করেছে, এই কর্ম্মফল অবশ্য আমাকে ভোগ করতেই হবে—শান্তি! আমি ধর্ম্মভ্রষ্ট হয়েছি।

শান্তি

হায় প্রভু! তুমি আমার গুরু—আমি কি তোমায় ধর্ম্ম শেখাবো? তুমি বীর—আমি তোমায় বীরব্রত শেখাবো?

জীবানন্দ (হাস্যমুখে)

শেখালে তো!

[নেপথ্য হইতে চীৎকার করিতে করিতে ভবানন্দের ত্বরিতপদে প্রবেশ—]

ভবানন্দ

জীবানন্দ—ঐ দেখো জীবানন্দ : শত্রুর সিপাহী সৈন্যেরা অব্যর্থ লক্ষ্যে গুলি ছুঁড়ে সন্তানদের মাটিতে পেড়ে ফেল্‌ছে !

[অপর পার্শ্ব দিয়া ধীরানন্দ সবেগে প্রবেশ করিল—]

ধীরানন্দ

কাপ্তেন টমাসের হুকুমে একদল সিপাই বন্দুকে সঙ্গীন্ চড়িয়ে সন্তানদের দক্ষিণ দিক্ প্রবল আক্রমণ করেছে। এখন আমাদের ওপর আক্রমণ চল্‌ছে দু'দিক্ থেকে—এই অবস্থায় সন্তানেরা একেবারে নিরাশ হ'য়ে পড়েছে। আর তো উপায় দেখ্‌ছি না।

জীবানন্দ

ভবানন্দ : তোমারই কথা ঠিক···আর বৈষ্ণব-ধ্বংসের প্রয়োজন নেই—ধীরে ধীরে ফিরি।

ভবানন্দ

ফিরবে কি ক'রে ? এখন যে পিছন ফিরবে—সে-ই মরবে।

জীবানন্দ

সাম্‌নে আর দক্ষিণ দিক্ দিয়ে আক্রমণ চল্‌ছে। বাঁ-দিকে কেউ নেই। চলো—অল্পে অল্পে ঘুরে বাঁ-দিক্ দিয়ে বেড়ে স'রে যাই।

ভবানন্দ

স'রে কোথায় যাবে ? সেখানে যে নদী—নতুন বর্ষায় নদী যে খুব প্রবল হয়েছে। তুমি ইংরেজের গোলা থেকে পালিয়ে এই সন্তানসেনা নদীর জলে ডোবাবে ?

ধীরানন্দ

আমার স্মরণ হ'চ্ছে—নদীর ওপর একটা পুল্ আছে।

ভবানন্দ

এই দশ হাজার সেনা সেই পুলের ওপর দিয়ে পার করতে গেলে—এতো ভিড় হবে যে : বোধ হয়—একটা তোপেই শত্রুরা খুব সহজেই সমস্ত সন্তানসেনা ধ্বংস করতে পারবে।

জীবানন্দ

এক কাজ করো : অল্প কয়েকজন সেনা তুমি সঙ্গে রাখো। এই যুদ্ধে তুমি যে সাহস আর কৌশল দেখালে—তোমার অসাধ্য কাজ নেই। তুমি সেই অল্পসংখ্যক সন্তান নিয়ে সম্মুখ রক্ষা করো!

ভবানন্দ

তাই যদি করি—অবশিষ্ট সন্তানসেনা কি রক্ষা পাবে

জীবানন্দ

স্থির না ক'রেই কি এ-প্রস্তাব আমি করছি—ভবানন্দ! আমি তোমার সেনার আড়ালে বাকি সন্তানদের পুল পার ক'রে নিয়ে যাই। তোমার সঙ্গে যা'রা রইলো—তা'রা নিশ্চিত মরবে···আমার সঙ্গে যা'রা রইলো—তা'রা বাঁচলেও বাঁচতে পারবে।

ভবানন্দ

আচ্ছা : আমি তাই করছি।—দু'হাজার সন্তান নিয়ে আবার আমি ইংরেজের গোলন্দাজসৈন্য আক্রমণ করবো।—তোমরা এগিয়ে যাও। বন্দে মাতরম্!

["বন্দে মাতরম্"—ধ্বনি নেপথ্যে উত্থিত হইল···হর্ষ-উৎসাহের কোলাহল।—ভবানন্দের প্রস্থান—ভিন্ন দিক্ দিয়া জীবানন্দ প্রভৃতি নিষ্ক্রান্ত।- যুদ্ধের পারিপার্শ্বিকতা।···কয়েক মুহূর্ত্ত পরে বিপরীত দিক্ হইতে কাপ্তেন টমাস, লেপ্টেনাণ্ট্ ওয়াট্‌সন্ ও কাপ্তেন হে, আর কয়েকজন সিপাহীর বন্দুক-হাতে প্রবেশ -]

ওয়াট্‌সন্

লুক্ ক্যাপ্টেন্! দি সেন্ন্যাসী ব্যান্‌ডিট্‌স্ আর রিট্রিটিং সাইলেণ্ট্‌লি!

টমাস

হারি আপ্—লেপ্টেনেণ্ট্ ওয়াট্‌সন্—ফলো দেম্ উইথ্ টু পার্টিজ্ অফ্ পোলিস্ ফোর্স্ অ্যাণ্ড্ ডিভিসানাল্ সোল্‌জার্স্···ওভার ইউ গো!—কুইক্! মার্চ্চ্!

ওয়াট্‌সন্

রাইট্-ও ক্যাপ্টেন্! আই'ল্ বি রেডি অন্ দি ট্রাক্ ইন্ এ মোমেণ্ট্।

[ওয়াট্‌সনের প্রস্থান]

টমাস

ক্যাপ্‌টেন্ হে—আই'ল্ জাষ্ট্ প্লে দিজ্ স্পিট্‌টাপ্ রিবেল্‌স্ উইথ্ টু হাণ্ড্রেড সেপয়্‌জ্…ইউ প্রেস্ ফর্‌ওয়ার্ড্ অ্যাণ্ড্ অ্যাটাক্ দি রিট্রিটিং পার্টি উইথ্ ক্যানন্স্ অ্যাণ্ড্ দি রিমেনিং সোল্‌জার্স্। লেপ্টেনেন্ট্ ওয়াট্‌সন্ ইজ্ অ্যাড্‌ভান্‌সিং বাই দি লেফ্‌ট্ উইং—ইউ টেক্ দি রাইট্ সাইড্ কোর্স্। গিভ্ এ নকাউট্ ব্লো—ক্যাপ চার্…ইট্‌স্ নিয়ারলি টাইম্! গুড্ লাক্!

কাপ্তেন হে

সেম্ টু ইউ—সার!

[হে প্রস্থানোদ্যত · সকলকে সম্বোধন করিয়া টমাস কহিল :

টমাস

আর ডেখো—আগে গিয়া পুলের মুখ বন্‌টো কড়িটে হইবে—টাহাইলে টিন্ ডিক্ হোইটে উহাড়্‌ডিগকে ঘের্ করিয়া জালের চিড়িয়ার মটো মাড়িটে পাড়িবো। উহাড়া ডেশী ফৌজ—টুরন্ট্ পলাইটে খুব ওষ্টাড্। অটোএব টুমি উহাড়্‌ডিগে সহজে টড়িটে পাড়িবো না—টুমি ঘোড়্‌সওয়ারডের্ একটু ঘুর্ রাষ্টায় আড়াল ডিয়া গিয়া পুলের মুখে ডাড়াইটে বোলো—টাহাইলে কাম্ ফটে হইবে।—ফলো মি? ইউ'ল্ বি সাক্‌সেস্‌ফুল্…দেই'ল্ অল্ গো ইন্ এ রাট্! অ্যাড্‌ভান্স্!…

[হে-র ত্বরিত প্রস্থান …পরক্ষণেই সকলের কিঞ্চিৎ অপসরণ]

—নাউ—কম্পানী—চার্জ্জ্!

[বন্দুকের আওয়াজ—অস্ত্রের ঝনৎকার—সকলের যুদ্ধের অভিনয় করিতে করিতে নিষ্ক্রমণ।—যুদ্ধের কোলাহল।…ক্ষণপরে ভবানন্দ ও কয়েকজন সন্তানসৈন্যের প্রবেশ—]

ভবানন্দ

বাঃ—বাঃ! জয় জগদীশ হরে! জয় শ্রীমধুসূদন! ইংরেজের তোপ সমস্তই জীবানন্দ আর তা'র দলের দিকে গেল—সমস্ত সৈন্য গেল…যা' টমাসের সঙ্গে অল্প কয়েকজন রয়েছে—তাদের সহজেই হত্যা করা যাবে।—সন্তানসেনা, শোনো তোমরা: এই কয়জন শত্রুসৈন্যকে নিহত ক'রে জীবানন্দের সাহায্যে যেতে হবে। আর একবার তোমরা বলো—'জয় জগদীশ হরে'!

[সমবেত কণ্ঠে চীৎকার—"জয় জগদীশ হরে"—"বন্দে মাতরম্"।
—সকলের প্রস্থান।…রণ-কোলাহল।—কিছুক্ষণ পরে ভবানন্দ
কাপ্তেন টমাসের চুল ধরিয়া আকর্ষণ করিতে করিতে পুনরায়
প্রবেশ করিল—]

ভবানন্দ

'অতিদর্পে হতা লঙ্কা'…এবার কি হোলো—সাহেব !

টমাস

ইউ রিবেল্ !

ভবানন্দ

কাপ্তেন সাহেব—তোমায় মার্‌বো না—তোমরা আমাদের মিত্র না হ'লেও এ-ক্ষেত্রে শত্রু নও ! কেন তুমি অত্যাচারী জনশত্রু দুষ্টদের সহায় হ'য়ে এসেছ ? এসো—তোমার প্রাণ-দান দিলুম—আপাততঃ তুমি বন্দী…

টমাস

আই'ল্ কিল্‌উ—ইফ্ আই ক্যান্ ফ্রি মিসেল্‌ফ্—ও—ওঃ !…

[টমাস সঙ্গীন্-সহিত বন্দুক উঠাইবার চেষ্টা করিল—কিন্তু ভবানন্দ
সজোরে তাহাকে ধরিয়াছিল—কাপ্তেন নড়িতে পারিল না—]

—ডাউন্ উইথ্ ইউ সেটান্ !

ভবানন্দ (সহাস্যে)

আর নড়্‌বার শক্তি কি আছে—কাপ্তেন সাহেব !…

[অনুচরদের ইঙ্গিত করিতে—দুই তিনজন সন্তান কাপ্তেনকে
বাঁধিল—]

—ওকে একটা ঘোড়ার ওপর তুলে নাও।—চলো—ওকে নিয়ে আমরা জীবানন্দ গোস্বামীর সাহায্যে যাই ! বলো—বন্দে মাতরম্ !

[সমবেত কণ্ঠে—"বন্দে মাতরম্"।—কোলাহল করিতে করিতে
আবদ্ধ টমাসকে লইয়া সকলের প্রস্থান।]

—দৃশ্যাবর্ত্তন—

(গ)

দৃশ্যরূপ :—

[পুলের সম্মুখভাগ।···কেবল পুলের অগ্রভাগ পরিদৃশ্যমান। সে-স্থলে জীবানন্দ, ধীরানন্দ ও কতিপয় সন্তান-সৈন্য উপস্থিত—]

জীবানন্দ

সন্তানগণ—তোমরা ভীরুর মতো পলায়ন করতে চাও ? তোমাদের কি পৌরুষ নেই ? ক্ষণেক পরাজয়ে তোমরা এমন নিরুৎসাহ হ'চ্চো কেন ? দেশজননীর সেবক সন্তানদের পক্ষে এ-ক্লৈব্য শোভা পায় না···তোমার ফেরো ! তোমরা কি হীনবীর্য্য ?—দৈত্যনিসূদন সুদর্শনচক্রধারীর নাম মুখে নিয়ে বুকে সাহস আনো ! বাঙ্‌লার তোমরা আশা—তোমরা ভরসা—তোমরা দেশের কর্ম্মী সন্তান। একবার সহস্রকণ্ঠে মা ব'লে ডাকো দেখি—প্রাণের সমস্ত ভয় দূরে পালাবে। বন্দে মাতরম !

[ধীরানন্দ ও কয়েকজন সন্তান—"বন্দে মাতরম্"]

ধীরানন্দ

কিন্তু জীবানন্দ—কয়েকজন তো পালিয়ে আমবাগানে আশ্রয় নিতে ছুটেছে !

জীবানন্দ

যা'রা যাবার—তা'রা যাক্ ! প্রাণ-ভয়ে ভীত ওরা কাপুরুষ—সন্তান-নামের অযোগ্য। এসো ধীরানন্দ : যা'রা আছে—তাদের পুলের মুখে এগিয়ে নিয়ে যাই।

[পুলের মুখে অপসরণ]

ধীরানন্দ

কিন্তু দেখ্‌ছ—এথানে হে আর ওয়াট্‌সন্ আমাদের দু'দিক্ থেকে ঘিরছে ! আর রক্ষা নাই।—ঐ দেখো—সমস্ত তোপ দক্ষিণে এসে পৌঁচেছে।···

[তোপ-ধ্বনি।···ধীরানন্দ ও জীবানন্দ অগ্রসর হইয়া আসিল—]

—আর বুঝি থাকে না। সন্তানের দল একেবারে ছিন্ন-ভিন্ন হ'য়ে যাচ্চে—কারোর বাচ্‌বার আর কোনো আশা দেখ্‌ছি না। সন্তান-সেনা ছত্রভঙ্গ হ'য়ে যে যেখানে পারে—পালাচ্চে।—কি উপায়—জীবানন্দ !—

জীবানন্দ (নেপথ্যের দিকে)

ফিরে দাঁড়াও তোমরা—পালিয়ো না! পালিয়ে গৌরব নেই। দাঁড়াও—সন্তানগণ! বীরের মতো কিছুক্ষণ সহ্য করো—আমরা সুযোগ ধ'রে শত্রুদের পাল্টা আক্রমণ করবো। ফেরুর পালের মতো তোমাদের এই আচরণে শত্রু হাস্‌বে—তা'রা আরো সুবিধা পাবে···শতধিক্কারে দেশের আকাশ-বাতাস ভ'রে যাবে।—আমার কথা শোনো—দাঁড়াও সকলে! কি করি—ধীরানন্দ! এ-কি ভীরুতা!

ধীরানন্দ

ভাই সন্তান—আজ তোমরা পালিয়ে গিয়ে শত্রুদের অযথা বলবৃদ্ধি করছ! তোমরা প্রাণের এতো ভয় করো? পরাজয়ের কলঙ্ক মাথায় নিয়ে ক্ষুদ্র প্রাণ বাঁচিয়ে কি লাভ? আজ মনে করো—দেশের অসহায় নিপীড়িত নর-নারী তোমাদের মুখের দিকে চেয়ে আছে। সমস্ত আশা কি তোমরা এমনি ক'রে ধূলিসাৎ ক'রে দেবে?—এখানে সকলে সমবেত হও!···কেউ শুনছে না—জীবানন্দ—কেউ শুনছে না! ওদের কাছে দেশের চেয়ে বড় হোলো প্রাণ? এ-যে বিষম বিপদ্‌!

জীবানন্দ

এখন উপায়—মুক্তির উপায়—

ভবানন্দ (উচ্চৈঃস্বরে— নেপথ্য থেকে)

পুলে যাও—পুলে যাও—ওপারে যাও! নইলে নদীতে ডুবে মর্‌বে—ইংরেজসেনার দিকে মুখ রেখে ধীরে ধীরে পুলে যাও!

[ভবানন্দ প্রবেশ করিয়া কিঞ্চিৎ অন্তরে রহিল— সঙ্গে কয়েকজন সন্তানসেনা—]

জীবানন্দ (সম্মুখপানে চাহিয়া)

ভবানন্দ!

ভবানন্দ

জীবানন্দ: পুলে নিয়ে যাও—রক্ষা নাই!

[ভিড় করিয়া সকলে পুলের কাছে দাঁড়াইল। নেপথ্যে গোলাবৃষ্টি হইতে লাগিল।]

ধীরানন্দ

বহু সন্তান পুলের মধ্যে প্রবেশ করেছে—তাই ইংরেজের তোপ সুযোগ

পেয়ে পুল একেবারে ঝেঁটিয়ে দিচ্চে !—জীবানন্দ—ভবানন্দ : এ-ভাবে মরায় কোনো ফল নেই…একটা উপায় স্থির করো ! অসম্ভবকেও সম্ভব করতে হবে।

জীবানন্দ

সামনে ঐ তোপের দৌরাত্ম্যে ভীষণ সন্তান-ক্ষয় হ'চ্চে। যেরকম ক'রেই হোক্—ওর নিবারণ এনে দেওয়া চাই, ঐ তোপ দখল করতেই হবে !

ভবানন্দ

জীবানন্দ—ধীরানন্দ : এসো—তলোয়ার ঘুরিয়ে—আমরা তিনজনে এই তোপটা দখল করি !

ধীরানন্দ

এসো ! তোপের কাছে শত্রুর গোলন্দাজ-সেনা বধ করতে হবে।

[ভবানন্দ, জীবানন্দ ও ধীরানন্দ তরবারি-হস্তে দ্রুত প্রস্থান করিল।…নেপথ্যে ভীষণ কোলাহল ও মৃত্যু-আর্তনাদ।]

ভবানন্দ (নেপথ্য থেকে)

জীবানন্দ—গোলন্দাজ-সেনা মরেছে। তোপ আমাদের অধিকারে।

[ক্ষণপরে তোপ টানিতে টানিতে কয়েকজন সন্তান ভিতরে প্রবেশ করিল।…ভবানন্দ, জীবানন্দ ও ধীরানন্দের পুনঃপ্রকাশ—ভবানন্দ তোপের উপর উঠিয়া দাঁড়াইল—করতালি দিয়া বলিল :

ভবানন্দ

বলো—বন্দে মাতরম্ !…

[সমবেতকণ্ঠ : "বন্দে মাতরম্"]

—জীবানন্দ : এই তোপ ঘুরিয়ে বেটাদের লুচির ময়দা তৈরী করি—দেখো ! তোপের মুখ ঘোরাও।

[সন্তানেরা সকলে ধরিয়া তোপ ঘুরাইল।—এবার ভবানন্দ গেরুয়া-নিশান হাতে "বন্দে মাতরম্" উচ্চারণ করিয়া তোপ দাগিতে আরম্ভ করিল।—নেপথ্যে মৃত্যু-কোলাহল।]

ধীরানন্দ

আহা-হা—কি মধুর আওয়াজ—কি মিষ্ট ডাক—তোপ উচ্চনাদে

বৈষ্ণবের কানে যেন 'হরি'-শব্দে ডাক্‌তে শুরু করেছে।—শত্রু মার্‌—সব নিপাত যাক্‌!

ভবানন্দ

তোমরা দু'জনে সন্তান-সেনা সারি দিয়ে পুল্‌ পার ক'রে নিয়ে যাও—আমি একা ব্যূহমুখ রক্ষা করবো। কেবল তোপ চালাবার জন্যে আমার কাছে কয়েকজন গোলন্দাজ রেখে যাও।

জীবানন্দ

কুড়িজন সেরা সন্তান তোমার কাছে থাক্‌। আমরা পুল্‌ পার হ'চ্চি।

[জীবানন্দ ও ধীরানন্দের প্রস্থান।...তোপধ্বনি—]

ভবানন্দ

শত্রুসেনার শেষ নেই! একদলকে হত্যা করছি—আর একদল ছুটে আস্‌ছে!—আসুক্‌!—আমি অশ্রান্ত, অজেয়, নির্ভীক—দেবচক্র-পাণি আমার সহায়।...বেটারা ম'রেও মরে না।—যাক্‌ঃ অবসর পেয়ে দলে দলে সন্তানসেনা অপর পারে যাচ্চে। আর কিছুকাল পুল্‌ রক্ষা করতে পারলেই সন্তানেরা সকলেই পুলের পারে যেতে পারবে।...

[এই সময়ে হঠাৎ দূর হইতে কামানের ভীষণ গর্জ্জন হইল।—সমস্ত কোলাহল নিমেষে থামিয়া গেল। কৌতূহলী ভবানন্দ প্রভৃতি ক্ষান্ত হইয়া নেপথ্যের দিকে লক্ষ্য করিল—]

—কোথায় আবার কামান?...

[ক্ষণকাল লক্ষ্যের পরে করতালি দিয়া কহিলঃ

—বনের মধ্য থেকে কতকগুলো কামান দেশী গোলন্দাজ চালিয়ে নিয়ে আস্‌ছে...কি চমৎকার দৃশ্য! সতেরোটি মুখে ধোঁয়া বেরিয়ে শত্রু-দলের ওপর অগ্নি-বৃষ্টি করছে। সারাদিন যুদ্ধে ক্লান্ত শত্রুসেনা প্রাণ-ভয়ে শিউরে উঠেছে। অগ্নি-বর্ষণে বিপক্ষ সৈন্যেরা রণে ভঙ্গ দিয়ে ছুটেছে।...কিন্তু ওরা কা'রা? ওঃ—কেবল দু'চারজন গোরা মৃত্যুর সঙ্গে বোঝাপড়া করবার জন্যে ওখানে খাড়া দাঁড়িয়ে যুঝ্‌ছে।—ভাই সন্তান—শত্রু পালাচ্চে...চলো—ওদের একবার আক্রমণ করি।—এসো—এসো!

[দলে দলে পুল দিয়া নামিয়া আসিয়া—সন্তানসেনা ভবানন্দের পিছু পিছু নিষ্ক্রান্ত হইল।—মঞ্চ শূন্য রহিল।—নেপথ্যে—"মার্‌

—মার্—শত্রু মার্"—চীৎকার উদ্বেলিত।—রণ-কোলাহল সমুচ্চ হইয়া উঠিল।...কিয়ৎক্ষণ পরে—ভবানন্দ, জীবানন্দ ও ধীরানন্দের পুনঃপ্রবেশ—]

ভবানন্দ

শুনেছ জীবানন্দ: সর্ব্বনাশ হোলো দেখে—এখন হে আর ওয়াট্‌সন্ আমাকে ব'লে পাঠিয়েছে যে—'আমরা সকলে তোমাদের কাছে বন্দী হ'চ্চি, আর প্রাণিহত্যা কোরো না'।

[জীবানন্দ ভবানন্দের মুখের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে লক্ষ্য করিল]

জীবানন্দ

কি কর্‌বে?

ভবানন্দ

শত্রুর কোনো কথা আমি শুন্‌বো না।

জীবানন্দ

কিন্তু—ভেবে দেখো—

ভবানন্দ

না—না: ভাব্‌বার কিছু নেই—জীবানন্দ!—তা' হবে না। আমায় যে আজ মর্‌তে হবে।...

[উন্মত্তের ন্যায় হাত তুলিয়া]

—হরে মুরারে—হরে মুরারে! মার্—মার্—শত্রু মার্—শত্রুর শেষ রাখ্‌বো না।

বানন্দ বন্দুক চালাইতে লাগিল]

জীবানন্দ

একটী প্রাণীও আর বেঁচে নেই। শুধু ঐ বিশ-ত্রিশজন গোরা একসঙ্গে আত্মসমর্পণ কর্‌তে সঙ্কল্প করেছে—বোধ হয়...তাই ওরা ভীষণ যুঝ্‌ছে।

ভবানন্দ

ওদেরও উদ্যত হাত আমি নিশ্চল ক'রে দোবো।

জীবানন্দ

ভবানন্দ—আমাদের রণজয় হয়েছে, আর কাজ নেই। ঐ কয়জন

ভিন্ন আর কেউ জীবিত নেই—ওদের প্রাণদান দিয়ে—চলো আমরা ফিরে যাই।

ভবানন্দ

একজন জীবিত থাকতে ভবানন্দ ফিরবে না—জীবানন্দ! তোমার দিব্য দিয়ে বল্‌ছি: তুমি তফাতে দাঁড়িয়ে দেখো—একা আমি এই কয়জন সৈন্যকে ধ্বংস করি।—সন্তান: নিয়ে এসো কাপ্তেন টমাসকে।...

[টমাস বন্ধাবস্থায় নীত হইল]

—ওকে আমার সাম্‌নে রাখো। আগে ঐ বেটা মর্‌বে—তবে তো আমি মর্‌বো।—ওকে এগিয়ে নিয়ে এসো!

[টমাসকে লইয়া কয়েকটি সন্তান ও ভবানন্দের নেপথ্যে অপসরণ—]

টমাস (নেপথ্য থেকে)

কম্পানী—আর্ম্‌স্ ডান্ ফর্। কিপ দি নেম্ অফ্ আওয়ার্ কান্‌ট্রি। বাই দি নেম্ অফ্ ক্রাইষ্ট—কিল্ মি ফার্ষ্ট—দেন্ কিস্ দি রিবেল্‌স্! শূট্! (গুলির আওয়াজ)—ও লর্ড্!

[মৃত্যু-আর্ত্তনাদ।...গুলি-বৃষ্টি—ক্ষণপরে নেপথ্য হইতে আহত ভবানন্দের চীৎকার—জীবানন্দ ও ধীরানন্দ উচ্চকিত...জীবানন্দ শঙ্কিত কণ্ঠে ডাকিল— "ভবানন্দ"।]

ভবানন্দ (নেপথ্য থেকে)

ওঃ—আমার ব্রহ্মাস্ত্র ব্যর্থ হয়েছে! কে এমন পার্থ বৃকোদর নকুল সহদেব আছে যে—এ-সময়ে আমায় রক্ষা করবে? দেখো—বাণবিদ্ধ বাঘের মতো গোরা আমার ওপর ঝুঁকেছে।...

[রক্তাক্ত কলেবরে বলিতে বলিতে উপস্থিত হইল]

—আমি মর্‌বার জন্যে এসেছি...আমার সঙ্গে মরতে চাও—এমন সন্তান কেউ আছ?

ধীরানন্দ (অগ্রসর হইয়া)

আমি আছি—

জীবানন্দ

জীবানন্দ আছে।

কয়েকজন সন্তান

আমরা আছি।

[যুদ্ধাভিনয়ের মধ্যে নিম্নোক্ত কথা চলিল]

ভবানন্দ

ধীরানন্দ—তুমিও যে আমাদের সঙ্গে মরতে এলে ?

ধীরানন্দ

কেন—মরা কি কারোর ইজারা মহল নাকি ?

ভবানন্দ

তা' নয়। তবে প্রয়োজন ছিল তোমার ! কিন্তু ম'লে তো স্ত্রী-পুত্রের মুখ দেখে দিনপাত করতে পারবে না !

ধীরানন্দ

কালকের কথা বলছ ? এখনো বোঝোনি ?

ভবানন্দ

না বুঝিনি।

ধীরানন্দ

আমার সাধ্য কি যে—তোমার মতো পবিত্র আত্মাকে সে সমস্ত কথা বলি ! আমি প্রভু সত্যানন্দের প্রেরিত চর হ'য়ে গিয়েছিলুম।

ভবানন্দ

সে কি ? মহারাজের আমার প্রতি অবিশ্বাস ?

[ধীরানন্দ ভবানন্দের পাশ্বরক্ষা করিতে লাগিল]

ধীরানন্দ

কল্যাণীর সঙ্গে তোমার যে সমস্ত কথা হয়েছিল—তা' তিনি স্বকর্ণে শুনেছিলেন।

ভবানন্দ

কেমন ক'রে ?

ধীরানন্দ

তিনি স্বয়ং সেখানে ছিলেন।…সাবধান থাকো !—তিনি কল্যাণীকে গীতা পড়াচ্ছিলেন—এমন সময় তুমি এলে।—সাবধান !

[ভবানন্দ গুরুতর আহত হইয়া ঢলিয়া পড়িল—ধীরানন্দ ও জীবানন্দ তাহাকে ধরিয়া লইল—

ভবানন্দ

নাও আমার বিদায়-আলিঙ্গন, ভাই! গুরুদেবকে আমার মৃত্যুসংবাদ দিয়ো। বোলো—আমি অবিশ্বাসী নই।

ধীরানন্দ (বাষ্পাকুল-লোচনে)

তা' তিনি জানেন। কাল রাত্রের আশীর্ব্বাদ মনে করো।···আর প্রভু আমাকে ব'লে দিয়েছেন—'ভবানন্দের কাছে থেকো—আজ সে মর্‌বে। মৃত্যুকালে তা'কে বোলো—আমি আশীর্ব্বাদ কর্‌ছি—পরলোকে তা'র বৈকুণ্ঠ-প্রাপ্তি হবে'।

ভবানন্দ

তাঁর চরণে আমার শেষবিদায়ের প্রণাম জানিয়ো!

জীবানন্দ

ভবানন্দ—ভবানন্দ: শোনো ঐ বিজয়-দুন্দুভি—যুদ্ধে আমাদের সম্পূর্ণ জয়···

ভবানন্দ

সন্তানের জয় হোক্—ভাই! আমার মৃত্যুর সময় একবার 'বন্দে মাতরম্' শোনাও—দেখি!

ধীরানন্দ (নেপথ্যের দিকে)

সন্তানগণ: সকলে গাও—বন্দে মাতরম্!

[নেপথ্য হইতে সম্মেলক-কণ্ঠে "বন্দে মাতরম্" গীত-ব্যঞ্জনা]

ভবানন্দ

বন্দে মাতরম্!

বন্দে মাতরম্!

বন্দে মাতরম্!

—হরে মুরারে মধুকৈটভারে—হরে মুরারে!—

—শ্রীমধুসূদন—চরণে আশ্রয় দাও!—বন্দে মাতরম্!

[মৃত্যু।···সকলের চক্ষু অশ্রুপূর্ণ—কণ্ঠে মৃদু উচ্চারণ—"বন্দে মাতরম্"।—অদূরে গীতধ্বনি।]

[ক্ষণপরে চীৎকার করিতে করিতে সত্যানন্দের আকুলভাবে প্রবেশ—]

সত্যানন্দ

ভবানন্দ—ভবানন্দ—ভবানন্দ !···বাঙলার সন্তান ! এ তোমারই অভি-বন্দনার বাদ্য। বাঙলা মায়ের বীরপুত্র তুমি—তুমি চিরঞ্জীব···তাই মৃত্যুঞ্জয় প্রাণের মূল্যে সন্তানের রণজয় এনে দিয়েছ !···

[অনুরাগ ও জয়সূচক গীত-বাদ্যধ্বনি]

—আজ উৎসব ! সন্তানদের বিজয়-উৎসব ! জগদীশ্বর আজ কৃপা করেছেন—সন্তানধর্ম্মের জয় হয়েছে। কিন্তু এক কাজ বাকি আছে। যাঁরা আমাদের সঙ্গে উৎসব করতে পেলো না—যাঁরা আমাদের উৎসবের জন্যে প্রাণ দিয়েছে—তাদের ভুললে চলবে না। যাঁরা রণক্ষেত্রে নিহত হ'য়ে প'ড়ে আছে—চলো যাই—আমরা গিয়ে তাদের সৎকার করি। বিশেষ—যে মহাত্মা আমাদের জন্যে রণজয় ক'রে প্রাণ দিয়েছেন—চলো—মহান্ উৎসব ক'রে দেশমাতৃকার বীর সন্তান সেই ভবানন্দের সৎকার করি !—বাঙলার কৃতী সন্তানকে ফুলের সাজে সাজিয়ে দাও ! আজ তাঁর বিদায়-আরতি।

[ভবানন্দকে পুষ্পমাল্যে শোভিত করা হইল। "বন্দে মাতরম্" গীত-ঝঙ্কার···শঙ্খে ফুৎকার—]

প

টি

ক্ষে

প

বিমর্শ

(১)

দৃশ্যরূপ :—

[কানন-ভূমি। সত্যানন্দ, জীবানন্দ, মহেন্দ্র, নবীনানন্দ ও ধীরানন্দ আসীন। দেখা গেল—তাঁহারা যেন গোপন পরামর্শে ব্যাপৃত।]—

সত্যানন্দ

এতদিন যে-জন্য আমরা সর্ব্বকর্ম্ম, সর্ব্বধর্ম্ম, সর্ব্বসুখ ত্যাগ কর্‌লুম—সেই ব্রত সফল হয়েছে। এ-প্রদেশে বিপক্ষ-সেনা আর নেই। যা' বাকি আছে—এক দণ্ড-ও আমাদের কাছে টিক্‌বে না।…তোমরা এখন কি পরামর্শ দাও?

জীবানন্দ

চলুন—এই সময়ে গিয়ে রাজধানী অধিকার করি।

সত্যানন্দ

আমারো সেই মত।

ধীরানন্দ

সৈন্য কোথায়?

জীবানন্দ

কেন! এই সৈন্য!

ধীরানন্দ

এই সৈন্য কই? কা'কে দেখ্‌তে পাচ্চো?

জীবানন্দ

স্থানে স্থানে বিশ্রাম কর্‌ছে—ডঙ্কা দিলে অবশ্য পাওয়া যাবে।

ধীরানন্দ

একজনকেও পাবে না।

সত্যানন্দ

কেন?

ধীরানন্দ

সবাই লুঠ্‌তে বেরিয়েছে। গ্রামগুলো এখন অরক্ষিত। শত্রুদের গ্রাম

আর রেশমের কুঠী লুঠে সকলে ঘরে যাবে। এখন কাউকে পাবেন না, আমি খুঁজে এসেছি।

সত্যানন্দ

আজ প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে…লুণ্ঠন-বৃত্তিতে দেশ-সেবার অবমাননা হয়। —যাই হোক্—এ প্রদেশ সমস্তই আমাদের অধিকারে এলো। এখানে আর কেউ নেই যে—আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়। এখন—বরেন্দ্রভূমিতে তোমরা সন্তান-রাজ্য প্রচার করো। প্রজাদের কাছ থেকে কর আদায় করো, আর নগর অধিকার কর্‌বার জন্যে সেনা সংগ্রহ কারো। ধর্ম্ম-রাজ্য হয়েছে শুন্‌লে —অনেক সেনা সন্তানের নিশান ওড়াবে।

[জীবানন্দ প্রভৃতি সকলে নতজানু হইয়া সত্যানন্দকে প্রণাম নিবেদন করিল—]

জীবানন্দ

আমরা প্রণাম কর্‌ছি—হে মহারাজাধিরাজ! আজ্ঞা হয় তো আমরা এই কাননেই আপনার সিংহাসন স্থাপন করি।

সত্যানন্দ (রুষ্টস্বরে)

ছি! আমায় কি শূন্যকুম্ভ মনে করো? আমরা কেউ রাজা নই— আমরা সন্ন্যাসী। এখন দেশের রাজা—বৈকুণ্ঠনাথ স্বয়ং। নগর অধিকার হ'লে —আগামী মাঘীপূর্ণিমায় যা'র শিরে তোমাদের ইচ্ছা হয়—রাজমুকুট পরিয়ো, —কিন্তু এ নিশ্চিত জেনো—আমি এই ব্রহ্মচর্য্য ভিন্ন আর কোনো আশ্রমই স্বীকার কর্‌বো না। এখন তোমরা যে যা'র নিজের কাজে যাও। জয়ের উল্লাসে যা'রা গ্রামে-নগরে লুঠ ক'রে বেড়াচ্চে—তাদের নিবারণ করো, নিরীহ গৃহস্থের ওপর অযথা উপদ্রব দমন করো।…

[চারিজনে সত্যানন্দকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। অন্য সকলের অলক্ষিতে সত্যানন্দ মহেন্দ্রকে ইঙ্গিত করিয়া ডাকিলেন। —সত্যানন্দ ও মহেন্দ্র ব্যতীত সকলের প্রস্থান—]

—শুধু নবীনানন্দ ক্ষণেক অন্তরালে অপেক্ষা করুক্।…

[সকলে প্রস্থান করিলে পর—]

—মহেন্দ্র: তোমরা সকলে বিষ্ণুমণ্ডপে শপথ ক'রে সন্তান-ধর্ম্ম গ্রহণ

করেছিলে। ভবানন্দ আর জীবানন্দ—দু'জনেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেছে। ভবানন্দ তা'র স্বীকৃত প্রায়শ্চিত্ত করলে। আমার সর্ব্বদাই ভয়—কোন্ দিন না জীবানন্দ প্রায়শ্চিত্ত ক'রে দেহ বিসর্জ্জন দেয়। কিন্তু আমার এক ভরসা আছে—কোনো নিগূঢ় কারণে সে এখন মরতে পারবে না। তুমি একা প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেছ। এখন সন্তানের কার্য্যোদ্ধার হোলো। প্রতিজ্ঞা ছিল যে—যতদিন না সন্তানের কার্য্যোদ্ধার হয়, ততদিন তুমি স্ত্রী-কন্যার মুখ-দর্শন করবে না। কার্য্যোদ্ধার হয়েছে—এখন আবার সংসারী হ'তে পারো।

[মহেন্দ্রের চক্ষু সজল ও কণ্ঠ করুণ হইল—]

মহেন্দ্র

ঠাকুর—সংসারী হবো কা'কে নিয়ে? স্ত্রী তো আত্মঘাতিনী হয়েছেন, আর কন্যা কোথায় যে—তা' তো জানি না, কোথায় বা সন্ধান পাবো? আপনি বলেছেন—জীবিত আছে, এইটুকুই জানি, আর কিছু জানি না।

সত্যানন্দ (উচ্চকণ্ঠে নেপথ্যের দিকে ডাকিলেন)

নবীনানন্দ!

শান্তি

প্রভু!

[নবীনানন্দ-বেশী শান্তির পুনঃপ্রবেশ]

সত্যানন্দ

ইনি নবীনানন্দ গোস্বামী—অতি পবিত্রচেতা, আমার প্রিয় শিষ্য। ইনি তোমার কন্যার সন্ধান ব'লে দেবেন।

[সত্যানন্দ শান্তিকে কিছু ইঙ্গিত করিতে—শান্তি প্রণামান্তে প্রস্থানোদ্যতা—]

মহেন্দ্র (শান্তির প্রতি)

কোথায় তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে?

শান্তি

আমার আশ্রমে আসুন।

[মহেন্দ্র সত্যানন্দের পদধূলি লইয়া শান্তির পিছু পিছু প্রস্থান করিল।...দূরাগত বংশীরব ও মৃদু সঙ্গীত-ধ্বনি—ক্রমনিকটবর্ত্তী।

—সত্যানন্দ ভূমিতে প্রণত হইলেন জগদীশ্বরের উদ্দেশে।—তৎপরে তিনি ভগবানের ধ্যান-মন্ত্র উচ্চারণ করিলেন ঃ

সত্যানন্দ

ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্নমভীষ্টদোহং
তীর্থাস্পদং শিববিরিঞ্চিনুতং শরণ্যম্।
ভৃত্যার্ত্তিহং প্রণতপাল! ভবাব্ধিপোতং
বন্দে মহাপুরুষ! তে চরণারবিন্দম্॥

[মঞ্চের আলোক স্তিমিত হইল। এমন সময় মহাপুরুষ আসিয়া সত্যানন্দের শিরঃস্পর্শ করিলেন—]

মহাপুরুষ

আমি এসেছি।

সত্যানন্দ (চমকিতভাবে ব্যগ্রস্বরে)

মহাপুরুষ! আপনি এসেছেন? কেন?

মহাপুরুষ

দিন পূর্ণ হয়েছে।

সত্যানন্দ

হে প্রভু—আজ ক্ষমা করুন! আগামী মাঘীপূর্ণিমায় আমি আপনার আজ্ঞা পালন করবো।

[মঞ্চালোক ক্রমশঃ ক্ষীয়মাণ হইল]

—দৃশ্যাবর্ত্তন—

(২)

দৃশ্যরূপ ঃ—

[নগরের প্রান্ত-পথ।—শূন্য মঞ্চ।—ক্ষণকাল পরে একদল সন্তানের উল্লাস-ধ্বনি করিতে করিতে লুঠ-করা বোঝা-ভার লইয়া প্রবেশ—]

কতিপয় কণ্ঠ

বন্দে মাতরম্—
বন্দে মাতরম্—বন্দে মাতরম্—

অস্ত্র কয়েকজন

জয় জগদীশ হরে—

১ (বগলে কয়েকটি বস্ত্র

তুই কি পেলিরে ?

২ (কয়েকটি অস্ত্র-শস্ত্রের বোঝা লইয়া)

আরে—দাঁড়া—দাঁড়া—কি পেলুম দেখাচ্চি। এই যে দেখ্‌না—আমি শত্রুসেনার অস্ত্র কেড়ে নিয়ে বেড়াচ্চি। শুধু আমি কেন—সন্তানরা যেখানে শত্রুসেনা দেখ্‌ছে—তাদের অস্ত্র ছিনিয়ে নিচ্চে। আজ বড় আমোদের দিন—ভাই—বড় আমোদের দিন। বল্—শ্রীহরির জয় !

১

সে আর বল্‌তে !—আমি তো বাবা—বস্ত্র-হরণ ক'রে বেড়াচ্চি।—বল্—বন্দে মাতরম্‌ !

[সকলে সমস্বরে চীৎকার—"বন্দে মাতরম্‌" !—দুইচারিজন পথিকের প্রবেশ। তাহাদের ধরিয়া সন্তানগণ বলিল :

১

এই—এই—তোমরা কে ?

পথিক—১

ইনি আমার শ্বশুরবাড়ীর গাঁ সম্পর্কে মামাশ্বশুরের বড়কুটুমের মেসো—বাবা !

১

তোমরা কা'র—সেই কথা বলো !

পথিক—১

আমরা নিরপরাধ গরীব চাষী—বাবা !

২

গরীব চাষী…আচ্ছা—যাও !

[পথিকগণ প্রস্থানোদ্যত]

১

এই—এই—শুনে যাও তোমরা…বলো : "বন্দে মাতরম্‌" !

পথিক—১

কেন বাপু—আমাদের রাস্তা ছাড়ো না। আমরা গেরস্তলোক—নিদ্দুষী—আমাদের নিয়ে আবার টানাটানি কেন?

একাধিককণ্ঠ

বলো বল্‌চি—নইলে মেরেই ফেল্‌বো…বলো—বন্দে—

পথিক—১

আচ্ছা বাবা—বল্‌চি: 'ব-ন্‌-দে উদরম্‌'।

২

কী?

পথিক—১

তবে কি বল্‌বো—ভালো ক'রে বানান ক'রে আর একবার না হয় ব'লে দাও—

১

বলো: "বন্দে মাতরম্‌"—

পথিকগণ

বন্দে—মা-মা-তরম্‌—

১

এবার যাও। ঐ মন্তর মুখে আওড়ালেই আর ভয় থাকবে না—মন বেবাক্ শুদ্ধ্ হ'য়ে যাবে।…

[পথিকগণ—"বন্দে মাতরম্‌"—বলিতে বলিতে সভয়ে ছুটিয়া প্রস্থান করিল—]

—আরে গোবর্দ্ধন ভায়া যে?—

[অপর পার্শ্ব দিয়া গোবর্দ্ধন প্রভৃতি কয়েকজন সন্তানের প্রবেশ—মোণ্ডা-মেঠাই-সন্দেশ গো-গ্রাসে খাইতে খাইতে।—একজন দই-এর হাঁড়ি চুমুক দিতে দিতে পরেই প্রবেশ করিল—]

২

তুমি কি পেলে হে?

গোবর্দ্ধন

ওঃ—ময়রা বেটার দোকান লুঠে লাভ হয়েচে অতি উত্তম…বেটা কারিগর ভালো—মোণ্ডাগুলো—আঃ— (ভোজনরত)

দধিভোক্তা

আঃ—দধিটা বেশ—অতি—অতি—অতীব সুস্বাদু—

গোবর্দ্ধন

ওহে ও ব্রজের কানু: কোন্ যশোদার ভাঁড়ার ভেঙে দই-এর ভাঁড় জোটালি রে ?

দধিভোক্তা

আরে ভাই—গোয়ালার বাড়ী গিয়ে শিকের থেকে হাঁড়ি পেড়ে দই যোগাড় করেচি···সোজা গিয়ে বল্লুম—'আমরা ব্রজগোপ এসেচি—গোপিনী কই গো' ?

[সকলের উচ্চহাস্য]

গোবর্দ্ধন

দই-চোরা আমাদের রসিক আছে।

দধিভোক্তা

মোণ্ডা-চোরাটাই বা কি কম্‌তি যায়।

গোবর্দ্ধন

অম্‌নি হিংসে হোলো···আরে আমার কথা বাদ দাও, আমি হলুম একটা যাকে বলে—স—ন্—তা-ন্—

দধিভোক্তা

হুঁঃ—সন্তান···ঐ সন্তানদের তল্পিদার—

গোবর্দ্ধন

হাঁ—হাঁ—তা'র মানেই তাই: যা'রা নাম ভাজাচাল—তা'র নামই মুড়ি···এক কথায় আমি একজন ছোটখাটো সন্তান।···

[ভোজন-পর্ব্ব]

—আরে চল্—চল্ ভাই: লুঠের এখন অনেক বাকি। আজ্‌কে আমরা পেট ভ'রে খাবো-দাবো—আর মনের সুখে 'হরি' ব'লে বগল বাজাবো।

দধিভোক্তা

যাই বলিস্ ভাই: এতোদিনে নিশ্চিন্তি হ'য়ে ঘুমুতে পারবো। পেট ভ'রে খেতে পাবো। নিজের দেশে বুক উঁচু ক'রে হাঁট্‌বো। আসুক্—

সন্ন্যাসীরা আসুক্—জয় হোক্ তাদের। মা দুর্গা করুন—আমাদের অদৃষ্টে সেই দিন হোক্।

গোবর্দ্ধন

হোক্ মানে—তাই হয়েচে। এবারে মা-র ঘটা ক'রে পূজো দোবো—প'-পাঁচটা পাটা বলি দিয়ে।—আয়—ব্যাপার দেখি গে। এদিকে চারধারে রাজপুরুষেরা ছুটোছুটি করচে। জয় মা, তুমি মুখ তুলে চাও—মা দশভুজে মহাশক্তি মা দুগ্‌গে দুগ্‌গতিনাশিনী! আহা—মা আমার জলজ্যান্ত মা—মাকে ডাকতে জানলেই মা কথা শোনে—বড্ড ভালো···জয় মা—দুগ্‌গে! মা গো!

[নেপথ্য হইতে জীবানন্দের সতেজ কণ্ঠ শোনা গেল—
"জয় শ্রীহরি! জয় শ্রীহরি! হরে মুরারে"!···
উপস্থিত সকলে চমকাইয়া উঠিয়া নেপথ্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিল—]

১

ওরা কা'রা রে? সত্যিকারের বোষ্টম নাকি—না ভেক্?

দধিভোক্তা

জিজ্ঞেস্ কর্ না—হয়তো গুঁতোর চোটে 'হরি' বুলি ধরেচে।

১

কেউ কেউ বর্ণচোরা তাই ধরেচে বটে—কিন্তু এ-তো তা' মনে হ'চ্চে না!···চেয়ে দেখ্—হাতে নাঙ্গা তলোয়ার—

[গোবর্দ্ধন সামান্য অগ্রসর হইয়া দেখিয়া শঙ্কিত হইয়া পিছাইয়া আসিল]

গোবর্দ্ধন

ওরে বাপরে! স্বয়ং বড় সেনাপতি যে—বেজায় বড় সন্তান—

২

জীবানন্দ ঠাকুর?

গোবর্দ্ধন

হাঁ হে—মানিক: চল্ চল্—পালাই···নইলে আমাদের লুঠ-পাটের খবর জানতে পেরে হাতে হাতে ধরলেই একেবারে কচাকচ্ মুণ্ডু উড়িয়ে দিয়ে কন্ধকাটা ক'রে ছেড়ে দেবে।—আয়—আয়—

(সকলের পলায়ন)

[কৃপাণ-হাতে জীবানন্দ ও তৎপরে কৃষ্ণাজিনে বক্ষাবৃতা একটি যষ্টিহাতে নবীনানন্দ-সন্ন্যাসীর বেশে শান্তির প্রবেশ—]

জীবানন্দ

নাঃ—কাউকে আয়ত্তে আনা এখন সম্ভবপর নয়···সমস্ত দল চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে—লুঠের আমোদে সকলে মেতে গেছে—চোর সাধু চেনা দায়!

শান্তি

লোভ বড় বিষম জিনিস—আগুনের মতো সাম্নে যা' পাবে—তাই গ্রাস ক'রে বেড়াবে।—এ আগুন ছড়িয়ে পড়েছে। বৃথা চেষ্টা—তুমি ফিরে যাও।

জীবানন্দ

আর তুমি? তুমি এই গভীর রাত্রে যাচ্চো কোথায়?

শান্তি

আমি নগরে চল্লুম—মহেন্দ্রের স্ত্রীকে নিয়ে আস্‌বো। তুমি মহেন্দ্রকে ব'লে রাখো যে—তা'র স্ত্রী আছে।

জীবানন্দ

হাঁ: ভবানন্দের কাছে মহেন্দ্রের স্ত্রীর জীবনরক্ষার বৃত্তান্ত সব শুনেছি, আর কল্যাণী কোথায় থাকে—তা'ও জেনেছি—আমার সর্ব্বস্থান-বিচারিণী শান্তির কাছে। তা'হ'লে মহেন্দ্রকে এ-সুখবর শোনাতে আর আপত্তি কি!

শান্তি

আচ্ছা: তুমি তা'হ'লে মহেন্দ্রকে গিয়ে তা'র স্ত্রীর খবর শোনাও—আমি চলি নিজের কাজে।

জীবানন্দ

তথাস্তু।

[জীবানন্দের প্রস্থান—অন্যদিক্ দিয়া শান্তি গমনোদ্যতা···এমন সময়ে নেপথ্যে একটা গোলমাল শোনা গেল ও অদূরাগত এক নারীর আর্ত্তরব:

"রক্ষা করো—রক্ষা করো"···

[শান্তির অন্তরালে অপসরণ—]

কল্যাণী (নেপথ্য থেকে)

মধুসূদন—রক্ষা করো—

এক দস্যু (নেপথ্য থেকে)

ধর্—ধর্—

[ভয়ার্ত্তা কল্যাণী দ্রুত ছুটিতে ছুটিতে প্রবেশ করিল]

কল্যাণী

এ কি বিপদ্ ! মধুসূদন রক্ষা করো !

[ক্ষণপরে পিছু পিছু দুইজন দস্যুর প্রবেশ]

এক দস্যু

ধর্—ধর্—শিকার পালালো—

দস্যু—২

আমাদের নাগাল ছেড়ে পালাবে কোথা' ?

কল্যাণী

হে দীনের বন্ধু—হে পথের সঙ্গী—রক্ষা করো—

[এক দস্যু ছুটিয়া গিয়া কল্যাণীর অঞ্চল ধরিল—]

এক দস্যু

তবে চাঁদ !

[সেই মুহূর্ত্তে সন্ন্যাসীবেশী শান্তি হঠাৎ প্রবেশ করিয়া সেই দস্যুর মাথায় এক ঘা' লাঠি মারিল…দস্যুদ্বয়ের চীৎকার—]

এক দস্যু

উঃরে বাপ্—বেজায় চোট লেগেচে রে ! ওঃ—

[দস্যুটি আহত হইয়া পিছু হটিয়া পলাইল—অন্য দস্যুটিও সরিয়া পড়িল।…কল্যাণী ভীত-চকিত আর্ত্তচোখে শান্তির পানে চাহিল —]

শান্তি

তুমি ভয় কোরো না—আমার সঙ্গে এসো। কোথায় যাবে ?

কল্যাণী

পদচিহ্নে।

শান্তি (বিস্মিত ও চমকিত)

সে কি ? পদচিহ্নে ?

[এই বলিয়া শান্তি কল্যাণীর দুই কাঁধে হাত রাখিয়া তাহার মুখ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে লক্ষ্য করিতে লাগিল—]

কল্যাণী (কুণ্ঠিতা)

এ কি : পুরুষ হ'য়ে পরস্ত্রীর গায়ে হাত ! ভগবান্ !

শান্তি

হরে মুরারে ! চিনেছি—তুমি পোড়ারমুখী কল্যাণী।

কল্যাণী (ভীতকণ্ঠে)

আপনি কে ?

শান্তি

আমি তোমার দাসানুদাস···হে সুন্দরি—আমার প্রতি প্রসন্ন হও !

[কল্যাণী অতি ত্বরিতবেগে সরিয়া দাঁড়াইয়া তর্জ্জনগর্জ্জন করিয়া কহিল :

কল্যাণী

এই অপমান করবার জন্যেই কি আপনি আমাকে রক্ষা করলেন ? দেখছি—ব্রহ্মচারীর বেশ, ব্রহ্মচারীর কি এই ধর্ম্ম ? আজ আমি নিঃসহায়—নইলে তোমার মুখে আমি লাথি মারতুম।

শান্তি (কৌতুককণ্ঠে)

অয়ি স্মিতবদনে ! আমি বহুদিন থেকে তোমার ঐ বরবপুর স্পর্শ কামনা কর্‌ছি।

[শান্তি সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত অগ্রসর হইয়া কল্যাণীকে গাঢ় আলিঙ্গন করিল।— কল্যাণী প্রথমে বিব্রতা কুণ্ঠিতা—কিন্তু পরক্ষণেই খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল—]

কল্যাণী

ও আমার পোড়া কপাল ! আগে বল্‌তে হয় ভাই যে—আমারো ঐ দশা। আমারি মতো স্ত্রীলোক তুমি !

শান্তি

হাঁ ইঁ—মহেন্দ্রের খোঁজে চলেছ ?

কল্যাণী

তুমি কে? তুমি যে সব জানো—দেখ্‌ছি!

শান্তি

আমি ব্রহ্মচারী—সন্তানসেনার অধিনায়ক—ঘোরতর বীরপুরুষ। আমি সব জানি। সত্যানন্দ ঠাকুরের অনুজ্ঞায় যাচ্ছিলুম নগরে তোমার কাছে—তোমার স্বামীর হাতে তোমাকে আবার সঁপে দেবার কথা…কিন্তু পথেই তোমাকে দৈবক্রমে পেয়ে গেলুম। আজ্‌কের দিনে ঘর ছেড়ে পথে বেরিয়ে পড়্‌লে কি ভেবে?

কল্যাণী

সন্তানের জয়ের বার্ত্তা আমি আগেই পেয়েছিলুম। ভাব্‌লুম—জগদীশ্বরের কার্য্য সিদ্ধ হয়েছে…আজ আর আমার স্বামী-দর্শনে কোনো বাধা নেই—তবে আর নির্ব্বাসিতা হ'য়ে থাকি কেন! মধুসূদনকে স্মরণ ক'রে বেরিয়ে পড়্‌লুম—পদচিহ্নে গিয়ে তাঁর দেখা পাবার আশায়। তখন ভাবিনি—পথে এই বিপদ্—

শান্তি

আজ তুমি পদচিহ্নে যেতে পার্‌বে না—পথে যে আজ বড় দৌরাত্ম্য।

[কল্যাণী অধোবদনে অশ্রুমুখী হইল]

কল্যাণী

তা' হ'লে…আমার স্বামী, আমার কন্যা—

শান্তি

ভাবনা কিসের এসো—সর্ব্বস্ব পাবে—তোমার আপনার ঘরে।

কল্যাণী

পথে দৌরাত্ম্য যে বল্‌লে—

শান্তি (চোখ ঘুরাইয়া)

ভয় কি? আমরা নয়ন-বাণে সহস্র শত্রু বধ করি।—চলো—পদচিহ্নে যাই।

কল্যাণী

আমি তোমাকে সহায় পেয়ে যেন হাত বাড়িয়ে স্বর্গ পেয়েছি। তুমি যেখানে নিয়ে যাবে—সেইখানেই যাবো।

শান্তি

চলো—তা'হ'লে আমরা বনপথ ধ'রে চলি।...কা'রা এদিকে আস্‌ছে—না? এসো—একটু স'রে দাঁড়াই।

[অপসরণ।—ক্ষণপরে জীবানন্দ ও মহেন্দ্র কথা কহিতে কহিতে প্রবেশ করিল—]

মহেন্দ্র

প্রথমে কথাটা আমার বিশ্বাস হয়নি—জীবানন্দ! কল্যাণী বেঁচে আছে শুনে আনন্দে আমি অভিভূত হ'য়ে পড়েছি।

জীবানন্দ

এখন কল্যাণীর প্রত্যক্ষ দর্শন হ'লেই—সমস্ত সন্দেহের শান্তি।

শান্তি (অন্তরাল থেকে)

চিন্‌তে পাচ্চো—কল্যাণী! আর কেন—চলো—ধরা দাও...আর কতকাল অ-ধরা হ'য়ে থাক্‌বে?

কল্যাণী

চলো—তুমিই এগিয়ে চলো না!

[দুইজনে মহেন্দ্র ও জীবানন্দের সম্মুখে অগ্রসর হইল—]

জীবানন্দ

মহেন্দ্র—চেয়ে দেখো!

মহেন্দ্র

কল্যাণী!

কল্যাণী (মহেন্দ্রকে প্রণাম করিল)

স্বামী!

মহেন্দ্র

কল্যাণী! তোমাকে হারিয়ে আবার ফিরে পেলুম—কতকাল পরে!

শ্রীমধুসূদনের দয়া।

মহেন্দ্র

জগদীশ্বরের কৃপায় তোমাকে কাছে পেয়েছি—কিন্তু আমার সুকুমারী—

কল্যাণী (শান্তির প্রতি)

তোমার কাছে বিনামূল্যে আমরা বিকিয়ে রয়েছি। আমাদের কন্যাটির সন্ধান ব'লে দিয়ে এ-উপকার সম্পূর্ণ করো!

[শান্তি জীবানন্দের মুখের পানে চাহিয়া কহিল :

শান্তি

কি বলো! আমি ঘুমোবো। অষ্টপ্রহরের মধ্যে বসিনি—দু'রাত্রি ঘুমোইনি—আমি পুরুষ।

[কল্যাণী ঈষৎ হাসিল। জীবানন্দ কল্যাণী ও মহেন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া বলিল :

জীবানন্দ

সে ভার আমার ওপর রইলো। আপনারা পদচিহ্নে যান্—সেখানে নিজের ঘরেই কন্যাকে পাবেন।

শান্তি

এখন চলুন—আমাদের আশ্রমে।...

[জীবানন্দ ও মহেন্দ্র পূর্ব্বেই নিক্রান্ত হইল—]

—দেখো কল্যাণী : আমি নবীনানন্দ গোস্বামী...আমি যে স্ত্রীলোক —এ-কথা মহেন্দ্রের কাছে তুমি হঠাৎ প্রকাশ কোরো না।

[কল্যাণী শান্তির মুখের দিকে চাহিয়া হাসিল। তৎপরে উভয়ের প্রস্থান।]

—দৃশ্যাবর্ত্তন—

বিষ্কম্ভ

দৃশ্যরূপ :—

[ইংরেজ-শিবির।—সশস্ত্র সান্ত্রী শিবির-মুখে দণ্ডায়মান।—নায়েব-সুবাদারের অধীন দুই-চারিজন কর্ম্মচারী ও মুন্শী কথাবার্ত্তায় ব্যাপৃত—]

বলো কি—লুঠেড়া সন্ন্যিসীগুলো পদচিহ্নে একটা ভারী কেল্লা তৈরী ক'রে তুলেছে?

কর্ম্মচারী

তা' আর তুল্‌বে না···ওদের এখন জোর কত—একে লুঠের টাকা—তা'র ওপর দলে দলে লোক এসে জুটেছে। কেউ ওদের বাগাতে পাচ্ছে না···ওদেরি দেখ্‌ছি—পোয়া বারো।

মুনশী

আরে যাও—কি যে বলো···কতকগুলো লুঠেড়া মিলে দিনকয়েক দৌরাত্ম্য করতে পারে—তা' ব'লে ওদের এঁটে ওঠা যাবে না—এ-কথা বোলো না।

কর্ম্মচারী

যাবে না—তা' বল্‌ছি কি? তবে নায়েব-সুবাদার নায়েব-দেওয়ানরা মনকে চোখ ঠেরে ঠেরেই তো এই মুস্কিল বাধিয়েছেন···নইলে সন্ন্যিসীগুলো এতো বাড়্‌তে পার্‌তো? পদচিহ্নের কেল্লায় এখন দশ-বারো হাজার সৈন্য থাক্‌বার ব্যবস্থা ক'রে ফেলেছে ওরা।

পাগল না খ্যাপা—হুঁ : মাথা খারাপ! অতো সৈন্য কি মাটি ফুঁড়ে গজিয়ে উঠ্‌বে?

কর্ম্মচারী

উঠেছে তো—দেখা যাচ্চে···ও-কথা এখন উড়িয়ে দিলে চল্‌বে কেন? শুন্‌তে পাই—সমস্ত সন্ন্যিসীর দল ঐ গড়ে আস্তানা গেড়েছে।

মুনশী

গাড়্‌লেই বা—তা' হয়েছে কি! সমস্ত সন্ন্যিসীই তো আর সৈন্য নয়—ওরা লুঠেড়া···এদিক্ ওদিক্ লুঠ ক'রে বেড়ানোই ওদের কাজ—কে কোথায় ছড়িয়ে আছে—কে জানে।

কর্ম্মচারী

তা'হ'লেও—ওদের আর লড়ায়ে লোকের অভাব নেই—গড় ভর্ত্তি।

মুনশী

অনেক কিছু অনুমান করা যায়—কিন্তু আসলে সব ফক্কা। কোনো

চরই তো সাচ্চা খবর নিয়ে আস্‌তে পার্‌লে না—এখনো।…সাহেব বাহাদুরের কাছে যেন এ-সমস্ত বাজে খবর দিতে যেয়ো না, একেবারে মুস্কিলে প'ড়ে যাবে।

কর্ম্মচারী

কেন বলো তো—খুব গরম মেজাজ বুঝি—কেল্লার খবর দিলে চ'টে যাবে? তা'—যা' জানি—জিজ্ঞেসা ক'রলে তাই বল্‌বো—অতো ভয় কিসের?

মুনশী

আরে নায়েব-সুবা পর্য্যন্ত এই সাহেবের মন রাখ্‌বার জন্যে হাজার বার সেলাম পাঠাচ্চে…আর তুমি!—এ যে-সে সাহেব নয়—ভয়ানক কড়া—খুব হুঁসিয়ার—একেবারে যাকে বলে—মেজর—মেজর—মস্ত সেনা-নায়ক অর্থাৎ সেনাপতির ঠিক নীচেই। ওয়ারেন্‌ হেষ্টিংস্‌ পাঠিয়েছেন এবার—সন্তানদের শাসন কর্‌তে। বুঝ্‌লে?

কর্ম্মচারী

তা'হ'লে হেষ্টিংস্‌ সাহেব আর নায়েব-সুবার কথায় ভোলেননি—

মুনশী

মনকে চোখ ঠার্‌বার মানুষ তো তিনি নন্‌…

কর্ম্মচারী

নইলে এমন জাঁদ্‌রেল্‌ লোক পাঠান্‌!

মুনশী

না পাঠিয়ে কি আর উপায় আছে! এরা কেবল জানিয়েছেন—কতকগুলো লুঠেড়া বিদ্রোহ করেছে মাত্র—তাদের সায়েস্তা করা হ'চ্চে। আরে—এ জোক আর কতদিন চল্‌বে!—

কর্ম্মচারী

তা' তো বটেই—গেল-লড়ায়ে কোম্পানীর পল্‌টনের কোনো চিহ্নই রইলো না।…মেজর সাহেব—মনে হয়—এবার ঠাণ্ডা ক'রে দেবে—কি বলো?

মুনশী

মনে তো হয়—তবে…

সান্ত্রী

মেজর সা'ব—

মুনশী

চুপ্—মেজর সাহেব…

[মেজর এড্ওয়ার্ড্স্ প্রবেশ করিল—সঙ্গে সঙ্গে আলিনকি-খাঁ।—কর্ম্মচারীরা উঠিয়া দাঁড়াইয়া সেলাম করিল।]

এড্ওয়ার্ড্স্

ওয়েল্—ওয়েল্—গুড্ ডে!—টোম্ লোক্ নায়েব-সুবাকা আড্মী হ্যায়—অফিশ্যাল্?

মুনশী

হাঁ—হুজুর।

এড্ওয়ার্ড্স্

ওয়েল্—সিট্ ডাউন্। হামারা কুছ্ খবর মিলা…এই আলিনকি খাঁ হামারা স্পাই—বহুট্ জরুরী খবর লে আয়া। নাউ—একডম্ ঠিক্ কর্ দেগা।

মুনশী

হাঁ—হুজুর: কতকগুলো লুঠেড়া মিলে আমাদের সমস্ত কাহিল ক'রে দিচ্ছে।

কর্ম্মচারী

হুজুর: একেবারে কাহিল ঠিক বলা যায় না—তবে ওরা দুষ্‌মনী কর্‌ছে।

মুনশী

জি আজ্ঞে হাঁ: আমরা ভালো লোক—তাই আমরা একটু বে-বন্দোবস্তে প'ড়ে গেছি।

এড্ওয়ার্ড্স্

ওঃ—সব বন্দবস্ট্ হো যায়েগা।…নাউ—নায়েব-সুবাডার কুছ্ সিক্রেট্ মেসেজ্ ভেজা?

মুনশী

না—হুজুর: এই কথাই শুধু ব'লে পাঠিয়েছে—আর সেলাম ভেজেছে—

এড্‌ওয়ার্ড্‌স্‌

আ—হাঃ—সালাম্‌…উস্‌সে হামারা কেয়া কাম্‌ হোগা ?…আচ্ছা—ওয়েট্‌ ক্যরো।—আলিনকি—কেয়া খবর—বোলো—স্পিক্‌ আউট্‌!

আলিনকি

সাহেব বাহাদুর: শুনেচেন তো—লুঠেড়া সন্ন্যাসীরা বেজায় বদ্‌মাসী করচে—ওদের শাস্তি দেওয়া দরকার। দেশ-সুদ্ধ লোক ওদের বশে যাচ্চে। বড় মুস্কিলের কথা আছে।

এড্‌ওয়ার্ড্‌স্‌

ম্যায়টো কুছ্‌ সম্‌ঝানে নেই শক্তা। ঐ রিবেল্‌ দুষ্‌মন্‌কা সেপয় নেই হ্যায়, শহর ভি নেই হ্যায়, কেপিট্যাল্‌ ভি নেই হ্যায়—তব্‌ ভি উস্‌কো সব্‌কোই গোলাম হো গিয়া ?—সব ঝুট্‌ হ্যায়।

আলিনকি

কি করা যায়—হুজুর—তাইতো দেখ্‌ছি। এ একদম্‌ ঝুট্‌ বাত নয়।—ওরা একটা গড় বানিয়েচে—দুষ্‌মন্‌রা সেই গড়ে গিয়ে উঠেছে।

এড্‌ওয়ার্ড্‌স্‌

গ্যড়্‌ কেয়া ?

আলিনকি

মানে—কেল্লা।

এড্‌ওয়ার্ড্‌স্‌

কি—ল্‌—লা!

মুনশী

মানে—ফোর্ট্‌—ফোর্ট্‌—সার্‌!

এড্‌ওয়ার্ড্‌স্‌

হুঁ—ও লোক কিল্লা কিস্‌টরে বানায়া ? ও আড্‌মী রিবেল্‌ হ্যায়—নো রেগুলার সেপয়েজ!

কর্ম্মচারী

লুঠের টাকায় বানিয়েছে—হুজুর! যত সব লুঠেড়াও খুব জুটে গেছে ঐ-গড়ে—

আলিনকি

খাঁটি কথা…বড় ভারী গড়—

এড্ওয়ার্ড্স্

কাঁহা হ্যায় ?

আলিনকি

পদচিহ্নে।

এড্ওয়ার্ড্স্

প্যাড্—প্যাড্সিন্‌গে ?

মুনশী

জি আজ্ঞে—হুজুর!

এড্ওয়ার্ড্স্

কেটো টফাঠ্ হ্যায় ?

আলিনকি

তা'—পাঁচ কোস্ হবে।

এড্ওয়ার্ড্স্

কেট্‌না ?

মুনশী

এই দশ মাইল্স্—সাব্!

এড্ওয়ার্ড্স্

আচ্চা—কেসামাফিক্ উও কিল্লা হ্যায় ?

আলিনকি

বেশ বড়ই আছে—হুজুর! সারা গাঁ-টাকে গড় কেটে ঘিরেচে—বড় বড় লোহার সিংদরজা—প্রায় বিশ-তিরিশটে কামান—বন্দোবস্ত খুব—

এড্ওয়ার্ড্স্

কেট্‌না—সম্‌ঝা নেহি—

আলিনকি

তা'—এককুড়ি দেড়কুড়ি হবে

এড্ওয়ার্ড্স্

হোয়াট্ ?

মুনশী

মানে—বহুৎ বহুৎ বিগ্ বিগ্ কামান্স্—সার্!

এড্ওয়ার্ড্স্

ঐ গ্যায়্মে কেট্টা আড্মী হ্যায়?

আলিনকি

তা' মন্দ হবে না—অনেক আছে।

এড্ওয়ার্ড্স্

আঃ ইউ ফুল—আই ওয়াণ্ট্ টু নো দি একজ্যাক্ট্ নিউমারিক্যাল্ ষ্ট্রেং্থ্ ...কেট্না, কেট্না? ফাইভ্ থাউজ্ণ্ড্—পাঁচ হাজার—

আলিনকি

তা' হ'তে পারে—হুজুর।

এড্ওয়ার্ড্স্

টেন্ থাউজ্ণ্ড্—দশ হাজার—

আলিনকি

তা' হ'তে পারে—

এড্ওয়ার্ড্স্

টোয়েন্টি থাউজ্ণ্ড্—

আলিনকি

তা'ও হ'তে পারে।

এড্ওয়ার্ড্স্ (মাটিতে সবেগে পদাঘাত করিয়া)

অল্ বশ্—গেট্ অ্যাওয়ে—ছাট্স্ এ লাই। ইউ ড্যাম্ লায়ার্...নেই হোনে শক্তা—সমঝা!

[আলিনকি সভয়ে পশ্চাৎপদ হইল]

আলিনকি

দল খুব ভারি—হুজুর: দেখে এসেচি। আর তা'রা খুব জোরদার ব'লে মনে হয়।

এড্ওয়ার্ড্স্

নেভার্ মাইণ্ড্—ইট্ উইল্ টেক্ এ লিট্ল্ টাইম্ টু ক্রাশ্ দেম্...কুছ্ দের্ করনে হোগা—

কর্ম্মচারী

আর দেরী করলে যে লুঠেড়াগুলোকে বাগে আনা দায় হ'য়ে উঠ্‌বে—সাহেববাহাদুর !

এড্‌ওয়ার্ড্‌স্‌

কেয়া ঃ সে হাম্‌ ডেখেগা—বাট্‌ দে আর নাউ ফর্মিডেব্‌ল্‌। আই নো হোয়াট্‌ টু ডু···বহুট্‌ ট্রেন্‌ড্‌ সোল্‌জার চাহিয়ে···ওয়েট্‌ অ্যাণ্ড্‌ সি।

আলিনকি (অগ্রসর হইয়া)

আর একটা জবর খবর আছে—হুজুর !

এড্‌ওয়ার্ড্‌স্‌

কেয়া ?

আলিনকি

নদীর ধারে একটা ভারী মেলা হবে।

এড্‌ওয়ার্ড্‌স্‌

মে—লা ! হোয়াট্‌স্‌ স্থাট্‌ ?

মুনশী

মানে—সখের আমোদ-বাজার—ফেয়ার্‌—ফেয়ার্‌—

এড্‌ওয়ার্ড্‌স্‌

ওঃ ফেয়ার্‌—মেলা···হুঁয়া রঙ্‌টামাসা হোগা ?

আলিনকি

এক রকম তাই—হুজুর ! বড়চাঁদ্‌নীর দিন ঐ মেলা বস্‌বে—ঐ সন্ন্যাসীরা সেখানে জমায়েত্‌ হবে। তা'রা রাজা হয়েচে—এই ভেবে আমোদ করবে।

মুনশী

দেখুন হুজুর ঃ ভবঘুরে সন্ন্যাসীদের ধারণা যে—তা'রা রাজা হয়েছে—পাগল আর কা'কে বলে—

[কর্ম্মচারীদের অপহাস]

এড্‌ওয়ার্ড্‌স্‌ (ধমক দিয়া)

ইউ টপ্‌ আই সে···সন্ন্যেসী লোক মেলা করেগা ?

আলিনকি

তাই তো শুনচি—হুজুর !

এড্ওয়ার্ড্স্

বহুট্ আড্মী যায়েগা ?

আলিনকি

সমস্ত গাঁ আর নগর ঝেঁটিয়ে লোক যাবে—মস্ত বড় বাজার হবে—নানারকম আমোদ হবে—যাবেই তো।

এড্ওয়ার্ড্স্

ঠিক হ্যায়।—আওর খবর লেকে হাম্ একঠো আচ্ছা প্ল্যান্ করেগা।—অ্যাণ্ড্ স্যাট্স্ এ সিক্রেট্। নাউ—ডেখো টোম্ লোক—নায়েব সুবাডারকো ম্যায় ডেস্প্যাচ্ ডুঙ্গা—ম্যায় আওর হেল্প্ মাঙ্তা। ডুষ্মন্ লোক সব খটম্ হো যায়েগা। আচ্চা যাও—গুড বাই।

মুনশী

সেলাম হুজুর! গোরার প্রেমে প'ড়ে রয়েছি আমরা—ধনে-প্রাণে টিকে থাক্তে পারি যেন! মনে রাখ্বেন।

[কর্ম্মচারীগণের প্রস্থান]

এড্ওয়ার্ড্স্

আলিনকি: মেলাকা আওর্ প্যাড্সিন্ গ্যয়কা সাচ্ খবর হাম্কো চাহিয়ে—হুঁয়া সেপয় রহেগা কি নেই···টব্ ম্যায় অ্যাক্শান্ লেগা।—

[প্রস্থানোদ্যম]

—দৃশ্যাবর্ত্তন—

(৩)

দৃশ্যরূপ :—

[পদচিহ্নে দুর্গপুরী।···সুসজ্জিতা কল্যাণীর একটি সজ্জিত কক্ষে অবস্থান।—নবীনানন্দ-বেশী শান্তির প্রবেশ—]

কল্যাণী

এসো—ভাই—এসো! তোমার দেখা পেতে হ'লে যেন সাধনা করতে হয়।

শান্তি

কি করবো—তোমার ভৃত্যেরা আমাকে অন্তঃপুরে ঢুকতে দেয় না।—এখন—আমি কারোর বারণ না শুনে চ'লে এসেছি।—বলো, আমায় ডেকেছ কেন?

কল্যাণী

শুনেছ একটা সুসংবাদ? এই মাঘীপূর্ণিমায় সন্তানদের বিজয়োৎসব অনুষ্ঠান হবে…তাই মহানন্দার তীরে মেলা বসছে—এবার মেলায় বড় ঘটা।

শান্তি

সন্তানদের বিজয়-পতাকা উড়ুক্ দিকে দিকে…এই জয় পূর্ণ ক'রে তুলেছে তোমার আত্মত্যাগ আর তোমার স্বামীর একান্ত নিষ্ঠা।

কল্যাণী

তোমার আর তোমার স্বামীর নিষ্ঠা কি অল্প? সকলের মিলিত তপস্যায় আজ সন্তানরা বিজয়ী। সন্তান রাজা হয়েছে…তাই তাদের সঙ্কল্প—সকলে মেলায় এসে খুব জাঁক্ করবে।

শান্তি

সন্তানদের আনন্দ-উৎসব পরিপূর্ণ হোক্।

কল্যাণী

শুধু সন্তানদের কেন—আমাদের সকলেরই আনন্দ। পূর্ণিমাতে এই মেলা সমস্ত সন্তানের মিলন-ক্ষেত্র হ'য়ে উঠবে…এই উৎসবে সকল দেশবাসীর নিমন্ত্রণ।—তুমি আমি—সকলেই যাবো—

শান্তি

আমি যাবো কি-না—জানি না।

কল্যাণী

কেন? এতোদিন স্বামী-স্ত্রীতে কঠিন ব্রত-পালন করলে—আর আজকে এই ব্রত-সাঙ্গ-পালায় যে-উৎসব—তা'তে তোমার যোগ নেই—বলতে চাও?

শান্তি

তা' বলছি না।…তবে জেনে রাখো—তোমাদের জন্তেই এ উৎসব সম্ভবপর হয়েছে—তোমাদের মঙ্গল হোক্। আজ ব্রত সাঙ্গ হয়েছে—স্বামী-সন্তান নিয়ে [illegible] সংসার ধর্ম করো।

কল্যাণী

আর তুমি ?

শান্তি

আমার যা' ধর্ম্ম—তাই করবো।

কল্যাণী

তোমার আবার অন্য ধর্ম্ম কি! তুমিও আমারি মতো রমণী—তোমার স্বামী আছে—ঘর আছে···চিরদিনই কি এইভাবে কাটাবে ? পুরুষ সেজে আর কতদিন থাক্‌বে ?—আমি কোনো কথা আর শুন্‌বো না—আমার স্বামীর কাছে তোমাকে প্রকাশ হ'তেই হবে।

[শান্তি চিন্তাকুলা—মুহূর্ত্তেক নীরব থাকিয়া পরে কহিল :

শান্তি

তা'তে অনেক বিঘ্ন, কল্যাণী !

কল্যাণী

কেন : তোমার ও-বাঘছালের বেশ আমার ভালো লাগে না। অমন রূপ !—আমার স্বামীকে জান্‌তে দিতে চাও না—এই বাঘছালের আড়ালে কতখানি রূপ লুকিয়ে রেখেছ ? না ভাই—তা' হবে না।

[কল্যাণী শান্তির গায়ে হাত দিয়া বাঘছালের গ্রন্থি-মোচন করিতে লাগিল।—মহেন্দ্র তাহাদের পিছনদিকে দ্বারদেশে আসিয়া দাঁড়াইল—]

মহেন্দ্র (বিস্মিত ও রুষ্ট)

এ-কি ! নবীনানন্দ জোর ক'রে অন্তঃপুরে ঢুকেছে—এই খবর পেয়ে কৌতুহলী হ'য়ে এখানে এসেই দেখি—এই কাণ্ড ! .

[শান্তি হঠাৎ মুখ ফিরাইতেই মহেন্দ্রের দিকে তাহার দৃষ্টি পড়িল —হাসিয়া বলিল :

শান্তি

কি গোঁসাই ! সন্তানে সন্তানে অবিশ্বাস ?

মহেন্দ্র

ভবানন্দ ঠাকুর কি বিশ্বাসী ছিলেন ?

[শান্তি কটাক্ষপাত করিয়া উত্তর দিল :

শান্তি

কল্যাণী কি ভবানন্দের গায়ে হাত দিয়ে বাঘছাল খুলে দিত ?

[বলিতে বলিতে শান্তি কল্যাণীর হাত টিপিয়া ধরিল—বাঘছাল খুলিতে দিল না—]

মহেন্দ্র

তা'তে কি ?

শান্তি

আমাকে অবিশ্বাস কর্‌তে পারেন—কল্যাণীকে অবিশ্বাস করেন কোন্ হিসাবে ?

মহেন্দ্র (অপ্রতিভভাবে)

কই—কিসে অবিশ্বাস কর্‌লুম ?

শান্তি

নইলে—আমার পিছু পিছু অন্তঃপুরে এসে উপস্থিত কেন ?

মহেন্দ্র

কল্যাণীর সঙ্গে আমার কিছু কথা ছিল—তাই এসেছি।

শান্তি

তবে এখন যান্। কল্যাণীর সঙ্গে আমারো কিছু কথা আছে। আপনি স'রে যান্, আমি আগে কথা কই। আপনার ঘর-বাড়ী, আপনি সব সময়েই আস্‌তে পারেন। আমি আপনার ভৃত্যদের এড়িয়ে অতিকষ্টে একবার এসেছি।

মহেন্দ্র (বুদ্ধিহারার মতো সন্দেহ-দোলায় দোলায়মান-চিত্তে)

আমি তো কিছুই বুঝে উঠ্‌তে পার্‌ছি না। কা'কেই-বা অবিশ্বাস করি! অপরাধী ব'লে তো কাউকেই বোধ হ'চ্চে না!

[শান্তি ঈষৎ হাস্য করিল।—ইত্যবসরে কল্যাণী বাঘছালের গ্রন্থি খুলিয়া ফেলিতে—শান্তির দেহ হইতে বাঘছাল খসিয়া পড়িল —শান্তি ধরা পড়িয়া নতমুখী হইল।]

মহেন্দ্র

এ কি! তুমি কে ?

শান্তি

শ্রীমান্ নবীনানন্দ গোস্বামী।

মহেন্দ্র

সে তো জুয়াচুরি···তুমি স্ত্রীলোক ?

শান্তি

এখন কাজেকাজেই।

মহেন্দ্র

তবে এক্‌টা কথা জিজ্ঞেস্ করি—তুমি স্ত্রীলোক হ'য়ে সর্ব্বদা জীবানন্দ ঠাকুরের সঙ্গে সঙ্গে থাকো কেন ?

শান্তি

সে কথা আপনাকে নাই বল্‌লুম।

মহেন্দ্র

তুমি যে স্ত্রীলোক—জীবানন্দ ঠাকুর তা' কি জানেন ?

শান্তি

জানেন।

মহেন্দ্র (বিষণ্ণ মুখে)

জানেন ?

কল্যাণী

ইনি জীবানন্দ গোস্বামীর ধর্ম্মপত্নী শান্তিদেবী।

মহেন্দ্র (প্রফুল্লভাবে)

ধর্ম্মপত্নী !—(পরক্ষণেই মুখ গম্ভীর হইল)—কিন্তু—সন্তানের পক্ষে—

কল্যাণী

ইনি ব্রহ্মচারিণী।

মহেন্দ্র (সোৎসাহে)

ব্রহ্মচারিণী !

শান্তি

আমি "বন্দে মাতরম্"-মন্ত্রে দীক্ষিত।

মহেন্দ্র

আমার নমস্কার নাও—এক্‌টু অপেক্ষা করো…আমি আস্‌ছি।

[প্রস্থান]

আত্মগোপন ক'রে থাকা চল্‌লো কি…স্বরূপ প্রকাশ হ'য়ে পড়্‌লো তো!

শান্তি

তোমারি চক্রান্তে…কিন্তু উনি গেলেন কোথায়?

কল্যাণী

নিশ্চয় তোমার ঠাকুরটিকে ডেকে আন্‌তে। সন্তানদের মিলনোৎসবের আগে তোমাদের দু'জনের পুনর্মিলনটা সম্পূর্ণ হোক্! আর ফাঁকি চল্‌বে না।

শান্তি

ছি—ছি—বলো কি!

কল্যাণী

এ কি লজ্জার কথা হোলো! রমণী হ'য়েও রমণী হ'তে তোমার সাধ নেই? এমনি পাষাণ-প্রাণ তোমার!

শান্তি

কখনো তো রমণীর মতো মানুষ হইনি! অধ্যাপক ব্রাহ্মণের মেয়ে আমি—ছেলেবেলায় টোলের ছাত্রদের সঙ্গে পাশাপাশি বড় হ'য়ে উঠেছি… সন্ন্যাসী সেজেছি, মল্লযুদ্ধ করেছি, অস্ত্র ধরেছি হাতে—এমনি কঠিন নারী আমি। তারপর তোমাদের গোঁসাইঠাকুর এই বস্তুটাকে বশে এনে গৃহবাসী কর্‌লেন। কিন্তু সংসার—বাঁধ্‌বার মুখেই—ভেঙে দিলে এই সন্তান-ব্রত। বিধাতার যখন অভিপ্রায় নয় আমরা সংসারী হই—তখন আর আকিঞ্চন করি না।

[মহেন্দ্র ও জীবানন্দের কথা কহিতে কহিতে প্রবেশ—]

মহেন্দ্র

এর চেয়ে আনন্দের বার্ত্তা আর কি থাক্‌তে পারে—বন্ধু! মা-র বরে ব্রত আজ সার্থক—দেশমাতৃকার কৃপায় বিজয়-তিলক সমুজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে তোমার উন্নত ললাটে।—আগামী মাঘীপূর্ণিমায় এই ব্রতের পূর্ণ উদ্‌যাপন।

জীবানন্দ

এতোদিনের আশা-আকাঙ্ক্ষা আজ সফল হ'তে চলেছে। আর এখানে নয়—গুরুদেবের সঙ্গে মাতৃমন্দিরে আশু দেখা করা দরকার।

মহেন্দ্র

সে-জন্যে অতো ব্যস্ত কেন ? গুরুদেবের দেখা তো পূর্ণিমার দিনে মেলাতেই পাওয়া যাবে।

জীবানন্দ

জানি—তবু তা'র আগে তাঁর দেখা চাই। আজই বিদায় নোবো।

মহেন্দ্র

আজই ? কল্যাণী—শোনো !

কল্যাণী (শান্তির প্রতি)

আজকেই যেতে হবে ?—ভাই !

শান্তি

হ্যাঁ : আমিও তাই মনে করেছি—কর্ত্তব্যের কাছে সময়-অসময় নেই। আজকেই পদচিহ্ন ত্যাগ ক'রে বিদায় নিতে চাই।

মহেন্দ্র

বিদায় কেন ? মেলাতে তো আবার মিল্‌বো আমরা।

জীবানন্দ

সে ভগবানের ইচ্ছাধীন।

মহেন্দ্র

ইচ্ছাধীন কেন—নিশ্চয়ই !—দেখো বন্ধু, এই উৎসব যাতে নির্বিঘ্ন হয়—পরিপূর্ণ হ'য়ে ওঠে—সেইদিকেই আমার লক্ষ্য। আমি মনে করেছি—পদচিহ্নের এই দুর্গে অল্প কয়েকজন সৈন্য রেখে বাকি সমস্তই সঙ্গে নিয়ে মেলায় যাত্রা কর্‌বো।—সে মেলা যে সন্তানদের বিজয়োৎসব-ক্ষেত্র।

জীবানন্দ

আনন্দের কথা। সন্তানদের জয়-ভেরী দিকে দিকে বেজে উঠুক্।

শান্তি

আর দশদিকে ধ্বনি তুলুক—দেশমাতৃকার মহামন্ত্র—"বন্দে মাতরম্"।

জীবানন্দ

শান্তি—এসো ঃ তোমার সঙ্গে নিভৃতে আমার কথা আছে।

মহেন্দ্র

এখানেই কথা কও—জীবানন্দ—আমরা যাচ্চি।—এসো—কল্যাণী!

[মহেন্দ্র ও কল্যাণীর প্রস্থান]

জীবানন্দ

শান্তি!

শান্তি

বলো—প্রভু!

জীবানন্দ

এই মাঘীপূর্ণিমায়—পুণ্যদিনে, শুভক্ষণে পবিত্র জলে প্রাণ-বিসর্জ্জন দিয়ে প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত কর্‌বো।

শান্তি

আমারো তাই সঙ্কল্প—স্বামী।

জীবানন্দ

কিন্তু শান্তি—একটা উড়ো খবর কানে ভেসে এলো। তবে সত্য-মিথ্যা যাচাই না ক'রে সে খবর কাউকে জানাতে চাই না, পাছে উৎসবের আনন্দ অকারণ নষ্ট হয়।

শান্তি

কি?

জীবানন্দ

যুদ্ধের—

শান্তি

আবার যুদ্ধ কোথায়?

জীবানন্দ

শোনোনি—ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্ অগোপে সন্তান শাসন কর্‌বার জন্তে মেজর এড্‌ওয়ার্ড্‌স্ নামে দ্বিতীয় সেনাপতিকে পাঠিয়েছে? সে নতুন সেনা নিয়ে কিছুদিন হোলো—উপস্থিত হয়েছে। সাহেব কিন্তু সন্তান দমন করা চুলোয়

থাক্—নিজের সেনাই খোয়াচ্চে। তবে শুন্‌ছি—সে ব'সে নেই, চারিদিকে অনুসন্ধান করছে।

শান্তি

করুক্ না—তা'তে ক্ষতি কি? সন্তানরা এখন দুর্দ্ধর্ষ।

জীবানন্দ

তা' মানি। কিন্তু ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্ আমাদের কাছে সে-হার মেনে নিয়ে ব'সে থাক্‌বে কি? ইংরেজ সহজে দম্‌বার পাত্র নয়। তাই মনে হয়—সন্তানদের সঙ্গে ইংরজসৈন্যের আবার মহাযুদ্ধ হ'তে পারে।

শান্তি

হোক্ যুদ্ধ···ভয় কিসের?

জীবানন্দ

তবে যুদ্ধেই মর্‌বো—শীঘ্র চলো।

শান্তি

চলো—আমরা ইংরেজসেনার গতিবিধি লক্ষ্য করিগে। আমি ছদ্মবেশে ওদের শিবিরে যাবো।—মরার কথা এখন থাক্—বলো : বন্দে মাতরম্!

জীবানন্দ

বন্দে মাতরম্!

—দৃশ্যাবর্ত্তন—

(৪)

দৃশ্যরূপ :—

[ইংরেজ শিবির।—মেজর এড্‌ওয়ার্ড্‌স্ গুপ্তচরের সঙ্গে কথা বলিতে ব্যস্ত—]

এড্‌ওয়ার্ড্‌স্

আলিনকি খাঁ—আওর কুছ্ নায়া খবর মিলা?

আলিনকি

সন্ন্যাসীদের মেলায় খুব জাঁকজমক হবে—সাহেব বাহাদুর! খবর পেয়েচি—সকলে ফূর্ত্তিতে মেতে যাবে—এই বড় চাঁদের দিন মস্ত সুযোগ।

এড্ওয়ার্ড্স্

এই ফুল্ মুন্ ডে-মে! বহুট্ আচ্ছা: হাম্ রেডি হ্যায়। আওর খবর মিলা—প্যাড্সিন্‌মে উও আড্মীকো যো কিল্লা হ্যায় হুঁয়াপর উস্‌কো আর্‌মারী আওর ট্রেজারি রয়্‌তা।

আলিনকি

হাঁ—হুজুর: খুব ওদের ভরাভর হয়েচে। যেমন কামান-বন্দুক-হাতিয়ার যোগাড় করেচে—তেম্‌নি আবার বড় বড় সিন্দুক-ভর্ত্তি সোনা আর চাঁদি, লুঠের মাল্ কি-না!

এড্ওয়ার্ড্স্

ভেরী গুড্—ম্যায় ও কিল্লেকো উড়ওয়া দুঙ্গা।

আলিনকি

তা' সুবিধে হবে না—মেজর সাহেব! ওখানে অনেক আদ্‌মী থাকে।

এডওয়ার্ড্স্

হুঁ! আচ্ছা: টোম্ টো আভি বোলাঠা—নডীকা কিণাড়্‌মে যো জবর মেলা হোগা—ও মেলামে সব কোই আড্মী টামাসা ডেখ্‌নে যায়েগা। ম্যায় মেলা অ্যাট্যাক্ করেগা—মেলা নেই হোনে দুঙ্গা—এ খবর হাম্ চাওর কর্ ডিয়া। এ ম্যায়কো একটো চালাকি হ্যায়। সব রিবেল্ লোক মেলামে যব্ যায়েগা—হাম্ সেপয় লেকে কিল্লা ফটে কর্ ডেগা। টোম্ কেয়া খবর লে আয়া—সাচ্ হ্যায় কি নেহি?

আলিনকি

এ একেবারে খাঁটি খবর—হুজুর! খুব চাল্ চেলেচেন। আমি জেনেচি—সমস্ত সন্ন্যাসীর দল মেলাতে ভিড়্‌বেই—কেল্লা ফাঁক্ থাক্‌বে—দু'-চারজন সিপাই যদি থাকে। তা' তাদের সাবাড় কর্‌তে কতক্ষণ? আর দেরী নয়, সাহেব: সিপাইদের তৈরী হ'তে বলেন—

এড্ওয়ার্ড্স্

রাইট্-ও! সেণ্ট্রী—টেল্ দি হাবিল্‌ডার টু গিভ্ এ বিউগল্ কল্ টু দি কম্পানী!

[সান্ত্রীর নেপথ্য অপসরণ—ক্ষণপরে ভেরীরব।—উভয়ের প্রস্থান]

—কিয়ৎক্ষণ পরে নেপথ্যে গীতকণ্ঠ—"এ যৌবন-জলতরঙ্গ রোধিবে কে—হরে মুরারে—হরে মুরারে…" তৎপরে সারঙ্গ বাজিয়া উঠিল—মন্দিরার ঝঙ্কার…কয়েকজন সিপাহীর সোল্লাস উক্তি।]

সিপাহী—১ (ছুটিয়া প্রবেশ করিয়া সান্ত্রীর প্রতি)

আরে ভাই—এক জবর্ চিজ্ আয়া—একদম্ হুর্‌পরী—

সান্ত্রী

হুর্‌পরী ?

সিপাহী—১

আরে দো নয়না মারে কাটারি ইয়া-হ্-হ্—(নেপথ্যের দিকে) আরে আ যাও—নাচো তো—

সিপাহী—২

নেই—নেই—টপ্পা গানা করো—

সিপাহী—১

দূর্—ও ছোড়্ দে—একঠো গজল গানা—

শান্তি

কি গাইবো—একটা ঠিক ক'রে বলো—

সিপাহী—৩

আচ্ছা—একটা কিষণজীর গান—ব্যস্—

শান্তি

শোনো—তবে শোনো—

[শান্তি খঞ্জনীতে ঝঙ্কার তুলিয়া গাহিতে গাহিতে প্রবেশ করিল : "হরে মুরারে মধুকৈটভারে ! গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে" !… সঙ্গে সঙ্গে সিপাহীদের প্রবেশ।—শান্তি বৈষ্ণবী-বেশে—চিকণ রসকলির উপর খয়েরের টিপ্ কাটা—ফুর্‌ফুরে কোঁক্‌ড়া কোঁক্‌ড়া কতকগুলি ঝাপ্‌টার গোছায় মুখখানি ঢাকা—হাতে খঞ্জনী। সহসা কণ্ঠ মুখর করিয়া গাহিয়া উঠিল :

—"ম্লেচ্ছনিবহনিধনে কলয়সি করবালম্"…

(গীতান্তে) কি দেবে দাও ?

সিপাহী—১

চাউল দেগা—দাউল দেগা—

সিপাহী—২

ম্যায় মিঠা দেগা—

সিপাহী—১

পয়সা দেগা—

সিপাহী—২

সিকি দেগা—

শান্তি

আরে ফর্দ্দের তো বহর খুব—কেবল মুখেই তো বড়াই কর্‌ছ—কি দেবে দাও·

সিপাহীরা

এই লেও—এই লেও—

[যে যাহা পারিল দিল। শান্তি ইতোমধ্যে সমস্ত শিবিরটি সন্ধানী দৃষ্টিতে দেখিয়া লইতেছিল—]

শান্তি

তবে—এখন চলি।

সিপাহী—১

আওর কব্‌ আয়েগা ?

শান্তি

তা' জানি না—আমার বাড়ী ঢের দূর।

সিপাহী—৩

তোমার বাড়ী কত দূর ?

শান্তি

আমার বাড়ী পদচিহ্নে।

সান্ত্রী

অ্যাঃ—পদচিন্‌মে ? মেজরসা'ব পদ্‌চিন্‌কা খবর লে রহা হ্যায়—

সিপাহী—১

আঁ—সাচ? সা'ব পদ্‌চিন্‌কা খবর মাঙা?

সান্ত্রী

হাঁ-হাঁ—উস্‌কো সা'ব্‌কো পাশ লে যানেসে কুছ্‌ ফয়দা হো শেক্তা।

[এড্‌ওয়ার্ড্‌সের বলিতে বলিতে প্রবেশ—]

এড্‌ওয়ার্ড্‌স্

এই—কেয়া ফয়দা হো শক্তা!···কেয়া—কেয়া—এ কোন্ হ্যায়?

সান্ত্রী

গানাওয়ালী হ্যায়—হুজুর! ইন্‌কো পাশ পদ্‌চিন্‌কা কুছ্‌ খবর মিল্ শেক্তা হ্যায়—

এড্‌ওয়াড্‌র্স্

আ—! আচ্ছা—টোম্‌ লোক সব যাও।···এই—যাও—হারি আপ!···

[সিপাহীদের প্রস্থান—]

(শান্তির প্রতি) —টোমাড় বাড়ী কোঠা বিবি?

শান্তি

আমি বিবি নই—বৈষ্ণবী। বাড়ী পদচিহ্নে।

এড্‌ওয়াড্‌র্স্

ওয়েল্—হোয়াট্ ইজ্‌ প্যাড্‌সিন্—প্যাড্‌সিন্ ইজ্‌ ইট্? হুঁয়া একটো গর হ্যায়?

শান্তি

ঘর? কত ঘর আছে।

এড্‌ওয়ার্ড্‌স্

গর নেই—গর নেই,—গ্যর্—গ্যর্—

শান্তি

সাহেব: তোমার মনের কথা বুঝেছি। গড়?

এড্‌ওয়ার্ড্‌স্

ইয়েস্—ইয়েস্—গ্যর্! গ্যর্!—হ্যায়?

শান্তি

গড় আছে। ভারি কেল্লা।

এড্ওয়ার্ড্স্

কেট্রে আড্মি ?

শান্তি

গড়ে কত লোক থাকে ? বিশ পঞ্চাশ হাজার।

এড্ওয়ার্ড্স্

নন্সেন্স্। একটো কেল্লেমে ডো চার হাজার রহে শক্তা। উঁয়া 'পর আবি হ্যায় ? ইয়া নিকেল্ গিয়া ?

শান্তি

'আবার নেক্লাবে কোথা' ?

এড্ওয়ার্ড্স্

মেলামে—টোম্ কব্ আয়া হ্যায় হুঁয়াসে ?

শান্তি

কাল এসেছি—সায়েব।

এড্ওয়ার্ড্স্

ও লোক আজ নিকেল্ গিয়া হোগা !

শান্তি (চাপাগলায়)

তোমার বাপের শ্রাদ্ধের চাল যদি আমি না চড়াই, তবে আমার রসকলি কাটাই বৃথা। কতক্ষণে শিয়ালে তোমার মুণ্ডু খাবে—আমি দেখ্বো।

এড্ওয়ার্ড্স

কেয়া ? বালো—আজ নিকেল্ গিয়া হোগা ?

শান্তি

তা' সাহেব, হ'তে পারে—আজ বেরিয়ে গেলে যেতে পারে। অতো খবর আমি জানি না···বৈষ্ণবী মানুষ, গান গেয়ে ভিক্ষে-শিক্ষে ক'রে খাই, অতো খবর রাখিনে। ব'কে ব'কে গলা শুকিয়ে উঠ্লো, পয়সাটা সিকেটা দাও—উঠে চ'লে যাই। আর ভালো ক'রে বক্শিস্ দাও তো—না হয় পরশু এসে ব'লে যাবো।

[সাহেব এক্টা টাকা ফেলিয়া দিল]

এড্ওয়ার্ড্‌স্

পরশু নেহি বিবি!

শান্তি

দূর্ বেটা! বৈষ্ণবী বল্, বিবি কি?

এড্ওয়ার্ড্‌স্

পরশু নেহি, আজ রাৎকো হাম্‌কো খবর মিল্‌না চাহিয়ে।

শান্তি

বন্দুক মাথায় দিয়ে সরাপ টেনে সৎসের তেল নাকে দিয়ে ঘুমো। আজ আমি দশ কোশ রাস্তা যাবো—আস্‌বো—ওঁকে খবর এনে দোবো! ছুঁচো বেটা কোথাকার।

এড্ওয়ার্ড্‌স্

ছুঁচো ব্যাটা কেস্কা কয়তা হ্যায়?

শান্তি

যে বড় বীর—ভারি জাঁদ্রেল।

এড্ওয়ার্ড্‌স্

ও—গ্রেট্ জেনায়ল্ হাম হো শক্তা হ্যায়—ক্লাইবকা মাফিক্। লেকেন্ আজ হাম্‌কো খবর মিল্‌নে চাহিয়ে। শ'ও রূপেয়া বখ্‌শিস্ দেঙ্গে।

শান্তি

শ'-ই দাও আর হাজার দাও, বিশ ক্রোশ এ ছ'খানা ঠ্যাঙ্গে হবে না।

এড্ওয়ার্ড্‌স্

ঘোড়ে 'পর!

শান্তি

ঘোড়ায় চড়্‌তে জান্‌লে আর তোমার তাঁবুতে এসে খঞ্জনী বাজিয়ে ভিক্ষে করি?

এড্ওয়ার্ড্‌স্

ক্যা মুস্কিল, পান্‌শো রূপেয়া দেঙ্গে।

শান্তি

কে যাবে, তুমি নিজে যাবে?

এড্ওয়ার্ড্স্

মেরা এন্সাইন্ বাগা···(হাঁক দিল) লিণ্ড্লে !

[লিণ্ড্লের প্রবেশ]

লিণ্ড্লে

ইয়েস্ সার্ !

এড্ওয়ার্ড্স্

লিণ্ড্লে—উইলুউ গো উইথ দিস্ বিউটি ?

লিণ্ড্লে (শান্তির প্রতি সতৃষ্ণ দৃষ্টি ফেলিয়া)

উইথ্ প্লেজার্—সাব্ ! বাট্ হুইদার্—প্লিজ্ ?—

এড্ওয়ার্ড্স্

প্যাড্সিন্—প্যাড্সিন্ ।

লিণ্ড্লে

থ্যাঙ্কিউ সার্ !

এড্ওয়ার্ড্স্

হ্যালো—লুক্ হিয়ার্—গেট্ কারেক্ট্ অ্যাণ্ড্ সাউণ্ড্ ইন্ফর্মেশন্ ! গুড্ লাক্ ।

[অপসরণ]

লিণ্ড্লে (শান্তির প্রতি)

এ বিবি !

শান্তি

আ মোলো যা—এ রূপীবাঁদরটাও যে আবার বিবি বলে—

লিণ্ড্লে

ডেখো—হাম্ একটো আর্বী ঘোড়া আবি টোইয়ার কর্টা হায়। টোম্ হিঁয়া হাম্রা সাঠ্ ঘোড়ে 'পর চড়ে গা । আ যাও !

শান্তি

তা' পার্বো না—সাহেব !···ছি—এতো লোকের মাঝখানে ? আমার কি আর কিছু লজ্জা নেই ! আগে চলো—ছাউনি ছাড়াই,—তারপরে ঘোড়ায় উঠ্বো ।

লিণ্ড্লে

বহুট্ আচ্ছা !—তব্ ঘোড়ে 'পর চড়্নে পড়েগা হামারা সাঠ—সম্ঝা ? কাম্ অন্—বিবি !

শান্তি

চল্ বেটা! তোকে কি রকম ফিঙের-নাচ নাচাতে হয়—তাই দেখাচ্ছি—চল্!

[শান্তির মুখ হাস্য-কুটিল হইয়া উঠিল।—লিণ্ড্লে ও শান্তির প্রস্থান।...এড্ওয়ার্ড্স্ এবার পরম পরিতৃপ্তির হাসি হাসিয়া পুনঃপ্রবেশ করিল—]

এড্ওয়ার্ড্স্

নাউ—দ্যাট্স্ রাইট্!...আলিনকি—আলিনকি!

আলিনকি (দূর থেকে)

জি—হুজুর!

[আলিনকির প্রবেশ—]

এড্ওয়ার্ড্স্

শুনো ইধার...ঘোড়ে 'পর যাতা উও লোক?

আলিনকি

হুজুরের হুকুম—যাবেই তো।

এড্ওয়ার্ড্স্

আগাড়ি ডেখো—উল্লুক, তব্ বোলো!

আলিনকি

ছাউনি ছাড়িয়ে যাবার পর ঘোড়ায় উঠ্বে—ভিখিরী-বোষ্টমী হ'লেও মেয়েলোক তো—সরম আছে—

এড্ওয়ার্ড্স্ (নেপথ্যের দিকে চাহিয়া)

লুক্—লুক্—দেয়ার্ ইউ আর্—

আলিনকি (লক্ষ্য করিয়া)

ওঃ—একেবারে বোষ্টমীটাকে ঘোড়ার পিছনে টপাং ক'রে তুলে নিয়ে বন্‌বন্ ক'রে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলে—আচ্ছা ঘোড়সওয়ার বটে।

এড্ওয়ার্ড্স্

আচ্চা—ডেখো আলিনকি: জল্‌দি ভেজো টোম্‌রা আড্‌মী ঘাঁটিমে ঘাঁটিমে...প্যাড্‌সিন্‌কা ষ্ট্রেট্ সড়ক্ 'পছানে পড়েগা। ডেখো—কিস্ সড়ক্ হ্যায় প্যাড্‌সিন্‌কো—যাও!

আলিনকি

বহুত্ আচ্ছা—হুজুর !

এড্ওয়ার্ড্স্

আর ডেখো—বহুৎ কড়া নজর রাখ্না চাহিয়ে…বহুৎ হোঁসিয়ার !

আলিনকি

[প্রস্থান]

—দৃশ্যাবর্ত্তন—

(৫)

দৃশ্যরূপ :—

[বনভূমি।…কয়েকজন সন্তান আনন্দ-কলরব করিতে করিতে প্রবেশ করিল। প্রতিজনের হাতে শ্বেত হরিমন্দির-মধ্যস্থিত রক্তবর্ণ বিষ্ণুচক্রে গন্ডাঙ্কিত গেরুয়ানিশান।—গোবর্দ্ধন পাগ্ড়িতে একটি পতাকা লাগাইয়া দুই হাতে একমনে আঙুল গণিতে গণিতে প্রবেশ করিল—]

এক সন্তান

ও গোবর্দ্ধন দাদা—আঙুল গুণ্তে গুণতে কিসের অতো লম্বাভাগ্ কর্চো গো বিষম ?

গোবর্দ্ধন

আরে—গেল—গেল—সব গুলিয়ে গেল—যাঃ ! শ্রীশ্রীমাঘীপূর্ণিমার মেলাতে কি কি কর্বো—তা'র এক্টা পাকা হিসেব ক্র্তে কর্তে আস্চি—অম্নি এক ডাকে সমস্ত নিকেশ ক'রে দিলে ! যত সব কল্পনাশা হিংসুকের দল !

এক সন্তান

হিসেব তো পড়েই রয়েচে—দাদা : অতো আঙ্ক-আস্ক কস্বার কি আছে ! তা'…ও বাবা—মাথায় নিশেন্ উড়িয়েচো যে দেখ্চি—

গোবর্দ্ধন

হাঁ হে—জয়ধ্বজা। শ্রীশ্রীশ্রীশ্রীশ্রীসত্যানন্দ গুরুবাবার চেলা যত সব সন্তানের এই ভাবে মাথায় ধ্বজা ওড়াতে হয়…(সকলের হাস্য)—আরে হাসো কেন—হ্যা…ঐ ধ'রে নাও না : আমি একটা ছোটখাটো সন্তান—তা' আমাদেরি এ-সব শোভা পায়।

সন্তান-২

তা' মানিয়েচে ভালো—মাথায় নিশেন্—আর হাতে নাও একটা ভেঁপু—ভেঁপুতে দাও ভোঁ—রাস্তা-ঘাট চম্‌কে দিয়ে চলো—সকলে জানুক্—হ্যাঁঃ ছোটখাটো গোবর্দ্ধন-সন্তানের মেলা-যাত্রার তাক্-লাগ্‌ ধুম বটে—

গোবর্দ্ধন

দেখ্ঃ আমরা মায়ের সন্তান—আমাদের উঁচু-নীচু কথা বল্‌লে—মা জেগে উঠে তোদের এক-একটাকে ধ'রে পেটে পুর্‌বে। মনে রাখিস্ঃ শ্রীশ্রীগুরুমহারাজ হিমালয়ের ডাক পেয়ে সেখানে জপতপ ক'রে সন্তানদের রক্ষে-কবচ নিয়ে এয়েচেন…অ্যাদ্দিনে সে ফল পুরোপুরি ফল্‌বে। ঐ মেলা তীর্থস্থান—শ্রীশ্রীবাবা কবচ বিলোবেন। তখন দেখে নিস্—সেই কবচ ধারণ ক'রে সন্তানরা এক একজন মার্কণ্ড হ'য়ে উঠ্‌বে।

সন্তান-২

ভালোই তো : এতোদিন পরে আমাদের সকলের আশা পূরেচে—সন্তানরা রাজা হোলো—এতে কা'র না বুক গরবে দশহাত হ'য়ে ওঠে। তুমি আমাদের সর্ব্বজনীন দাদা কি-না—তাই না এই আমোদের দিনে একটু আমোদ কর্‌ছিলুম—

গোবর্দ্ধন

তবে হাস্‌চিস্ কেন? জয়ের নিশেন্ উত্তমাঙ্গে না তুলে ধ'রে হাতে নিয়ে খেলা কর্‌বো? আমরা ভগবান্‌কে দু'বেলা তাই জানিয়েচি—আমাদের জয় হোক্—জয় হোক্—জয় হোক্…মা মুখ তুলে চেয়েচেন—

সন্তান-১

সে কে অমান্যি হ'চ্চে—দাদা। জনশত্রু অত্যাচারীরা হেরে গেছে—

দেশ আবার আমাদের হয়েচে।…সকলে একবার মুক্তকণ্ঠে বলো: জয় মা দেশের মাটি—বন্দে মাতরম্!

[সকলের উচ্ছ্বাস।—এই মুহূর্তে নেপথ্য হইতে গান শ্রুত হইল—]

এক সন্তান

কে গায় রে? একেবারে যে বিজয়-গাথা!

গোবর্দ্ধন

জয় ক'রে এখন জয়ের গান গাইবে না তো কি পাঁচালী গাইবে? কে জানিস্—আমাদের সদানন্দ ঠাকুর—একেবারে স্বয়ং রাগ-রাগিণী মা সরস্বতী—আমার গুরুভাই…

(সকলের হাস্য)

—হাসিটি থামিয়ে মুখ বুজে কথাগুলো শোনো—বাপুরা: ঐ কাদা-লাগা কুঁজো মন-প্রাণ বেপরোয়া স্বাধীন হ'য়ে যাবে।

[সদানন্দ গাহিতে গাহিতে প্রবেশ করিল—]

সদানন্দ

(গান)

মায়ের মন্দিরে যে নবীন যুগের
শঙ্খ বাজে নন্দিত।
চিত্ত করো মন্ত্র-পূত শক্তি-সাধন-সঞ্চিত।
আঁকো ভালে জয়টিকায়
হোমানলের দীপ্ত শিখায়,
মৌন-মাঝে শোন্ রে রাজে অগ্নি-বচন ছন্দিত॥
দিকে দিকে বাজ্‌লো ভেরী—
আহ্বান ঐ অম্বরে।
উৎসবেরি অঙ্গনে আজ যাত্রীসকল ভিড় করে।
সন্তান সব বুক বাঁধো রে,
মৃত্যু-তরণ গান সাধো রে,
ডাক এলো কোন্ শঙ্কা-হরণ—
নিখিল-ভারত স্পন্দিত॥

[গাহিতে গাহিতে সদানন্দ নিষ্ক্রান্ত—]

এক সন্তান

আহাহা—আমাদের কাছে যদি একটা মালা থাক্‌তো রে—সদানন্দ ঠাকুরের গলায় পরিয়ে দিতুম—

গোবর্দ্ধন

শুন্‌লি একবার আমার গুরুভাই সন্তানের কথাগুলো? এই বয়েসেও আমার বুকটা যেন কাঁপ্‌তে থাকে—চোখ ওঠে ছল্‌ছলিয়ে।—মা-গো: কবে তুই জেগে উঠ্‌বি—মা—তোর সন্তানদের মুক্তির আঙিনায়!…দেখ্‌—দেখ্‌—বল্‌তে না বল্‌তেই বিজয়শাঁখ বেজে উঠেচে যে রে!

[নেপথ্য থেকে শাঁখ বাজাইতে বাজাইতে মাথায় মাঙ্গল্য-দ্রব্য, মালা ও ফুলের ডালা প্রভৃতি লইয়া কয়েকজন পুরমহিলার প্রবেশ—]

সন্তান-২

ওরা কা'রা বল্‌তো? মেলায় যাচ্চে বুঝি?

এক সন্তান

ওদের ডালায় তো অনেক মালা রয়েচে—একটা চেয়ে নে' না—সদানন্দ ঠাকুরের গলায় পরিয়ে দোবো—

সন্তান-২

বেশ বলিচিস্‌। হাঁ গা—তোমাদের ডালা থেকে একটা মালা দেবে—আমাদের ঐ কবি-গায়েনটিকে পরিয়ে আপ্যায়িত কর্‌বো—

এক পুরমহিলা

কেন—তোমরা ফুলের বাগান চেনো না? মেলার উৎসবে আমরা দেশের বীর সন্তানদের গলায় মালা উপহার দোবো—তাই আমরা ভোর থেকে গেঁথেচি, রাস্তার লোককে দিয়ে মালার অপমান কর্‌বো?

গোবর্দ্ধন

কেন গো—উনিও তো একটা সন্তান আর আমিও একজন ছো—

পুরমহিলা

সে যাই হোক্: রাস্তায় যা'কে তা'কে মালা বিলোনো তো আমাদের অভ্যেস নয়—মেলাতে গিয়ে আমরা বাছাই-করা গলায় মালা দোবো।

গোবর্দ্ধন

তোমাদের মালা—তোমাদের যা'কে ইচ্ছে হয় দিয়ো…কিন্তু দেখো গো—আমার গলাও যেন না বাদ যায়—আমিও একটা সন্তান—ছোটখাটো…

পুরমহিলা

ম'রে যাই আর কি : গণেশের বাহন চায় গণেশ ঠাকুরের মান…

গোবর্দ্ধন

কেন গো দিদিশাউড়ি—আমাকে কি যা' তা' ভাবো !

পুরমহিলা

দিদিশাউড়ী বলো কোন্ সুবাদে গা' ?

গোবর্দ্ধন

তুমি নাগরী আমি নাগরজন—এই নাগরালির সুবাদে—

পুরমহিলা

আ মরণ ! আয় গো আয়—ফুলের মালা দেখে গলা সব চুলকে উঠেচে।

[পুরমহিলাদের প্রস্থানোদ্যম]

গোবর্দ্ধন

বলি—এমন গলা পছন্দ হোলো না—দিদিশাউড়ি !

পুরমহিলা

আবার দিদিশাউড়ী ! আমার কি এমন বয়েস দেখেছ গা ?

(সকলের উচ্চহাস্য)—

গোবর্দ্ধন

ও হ'চ্চে রসকথার ডাক—বড় মিষ্টি। তবে গলায় মালা না দিলে—ঐ সম্পর্কই থেকে যাবে…আমি ছোটখাটো সন্তান—বেছে বেছে একটা ছোট-খাটো মালাই না হয় দিয়ো—

[শঙ্খরোল তুলিতে তুলিতে পুরমহিলাদের প্রস্থান—]

এক সন্তান

আচ্ছা : মঙ্গলশাঁখ বাজাতে বাজাতে চ'লে যাও তোমরা ! ওরে ভাই, সব তুলে ধর্ ধ্বজা—বল্ : জয় দেশমাতার জয়—বন্দে মাতরম্ !

[সকলে জয়ধ্বনি করিতে করিতে নিক্রান্ত।…কিয়ৎক্ষণ পরে জীবানন্দের প্রবেশ—]

জীবানন্দ

আজ মেলায় চলেছে সকলে দলে দলে।…ইংরেজ-শিবিরে শান্তি গেল—কিন্তু কই—এখনো তো ফির্‌লো না?

[শান্তির দ্রুত প্রবেশ]

শান্তি

অতো ভাবনা কেন? এই তো ফিরেছি…কাজ শেষ হবে—তবে তো আস্‌বো।

জীবানন্দ

ব্যাপার কি বুঝ্‌লে?

শান্তি

যা' বুঝ্‌লুম—ব্যাপার ভালো নয়। আমার মুখে পদচিহ্নে আমার বাড়ী শুনে—বক্‌শিস্ দেবার লোভ দেখিয়ে বেটা মেজরসাহেব আজ রাত্রেই দুর্গের খবর আন্‌বার জন্যে আমাকে পাঠিয়ে দেয়। তাড়াতাড়ি হবে ব'লে—মেজরের হুকুমে এক যুবাসাহেব আমার রূপে মজে' গিয়ে একটা আরবী ঘোড়া সাজিয়ে নিয়ে আসে…

জীবানন্দ

তুমি কি ঘোড়ায় চ'ড়ে আস্‌ছ?

শান্তি

হ্যাঁ: শিবিরের বাইরে এসে নির্জ্জন মাঠে পৌঁছুতেই আমি সেই ছোক্‌রা সাহেবের পায়ের ওপর পা' দিয়ে এক লাফে ঘোড়ায় চড়ি—

তোমার সাহসের অন্ত নেই—একেবারে মরীয়ার মতো কাজ ক'রে যাও…তারপর—

শান্তি

ঘোড়ায় চড়্‌তে তখন বেটা হেসে বলে—'তুমি যে পাকা ঘোড়্‌-সওয়ার'। আমি উত্তর দিই: 'আমরা এমন পাকা ঘোড়্‌সওয়ার যে—তোমার সঙ্গে চড়্‌তে লজ্জা করে। ছিঃ—রেকাব পায়ে দিয়ে ঘোড়ায় চড়া'! আমার কথা শুনে—একবার বড়াই কর্‌বার জন্যে সেই সাহেবটা রেকাব থেকে পা' সরিয়ে

দিলে। আমি অম্‌নি বোকা বেটার গলায় হাত দিয়ে ঘোড়া থেকে ফেলে দিলুম।

জীবানন্দ

বলো কি!

শান্তি

হ্যাঁ—হ্যাঁ: বাঙ্‌লার মেয়েও যে ঘোড়ায় চড়্‌তে জানে—তাই গোরাসাহেবকে দেখিয়ে দিয়ে এলুম। তারপর—ঘোড়ার পিঠে রীতিমত ব'সে—তা'র পেটে মার্‌লুম মলের ঘা'—বায়ুবেগে আরবীকে ছুটিয়ে দিয়ে তোমার খোঁজে এসে পৌঁচেছি। বেটা সাহেব হাত-পা' ভেঙে হয়তো রাস্তায় প'ড়ে রয়েছে।···মেলা আর দুর্গ আক্রমণ করাই ওদের অভিসন্ধি। এখন ব্যাপার তো শুন্‌লে—কর্ত্তব্য কি? সুযোগ হারালে—চল্‌বে না।

জীবানন্দ

বুঝ্‌তে পার্‌ছি—মেজর সাহেব মেলা ঘেরাও ক'রে সন্তানদের এক সঙ্গে বন্দী কর্‌বার চেষ্টা কর্‌বে ··আর অরক্ষিত দুর্গও আক্রমণ কর্‌তে চায়। আমি আর দেরী কর্‌বো না···এখুনি গিয়ে মহেন্দ্রকে সতর্ক করি।

শান্তি

আর আমি?

জীবানন্দ

আর—তুমি মেলায় গিয়ে প্রভু সত্যানন্দকে খবর দাও। তুমি ঘোড়ায় যাও—প্রভু যেন শীঘ্রই খবর পান্।

শান্তি

আজ থেকে আবার আমি নবীনানন্দ সাজ্‌লুম।—বন্দে মাতরম্!

জীবানন্দ

বন্দে মাতরম্!

[শান্তি ও জীবানন্দ দুইজনে দুইদিক্ দিয়া নিক্রান্ত হইল।]

—দৃশ্যাবর্ত্তন

বা

তিরস্করণী—

নির্বহণ

(১)

দৃশ্যরূপ :—

[কানন-প্রান্তর। পূর্ণিমা রাত্রি।—একটি কঙ্কর-মৃত্তিকা-স্তূপ। —দৃশ্য-প্রকাশের সঙ্গে আবিষ্কৃত হইল—মহেন্দ্র নেপথ্যে লক্ষ্য করিয়া স্তূপোপরি দণ্ডায়মান…তদনুবর্ত্তী কয়েকজন সন্তানসেনা।]

মহেন্দ্র

কাছেই ঐ বড় বাগান—তাঁবুর উপযুক্ত স্থান। ঐখানেই শিবির করো। কিন্তু ঐ দিকে একটা টিলা দেখ্‌ছি—বড় বন্ধুর। আচ্ছা—এই পাহাড়ের ওপর শিবির করলেও তো হয়। যায়গাটা দেখে আসি। তোমরা এখানে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করো। আমি ঘোড়ায় চ'ড়ে টিলায় উঠ্‌বো—এখুনি ফিরবো।

[মহেন্দ্রের প্রস্থান।…ক্ষণপরে অন্যদিক্ দিয়া জীবানন্দের প্রবেশ—]

জীবানন্দ

সন্তানসেনা : চলো—টিলায় চড়ো!

কয়েকজন (বিস্মিত হইয়া)

কেন ?

[জীবানন্দ পার্শ্ববর্ত্তী মাটির স্তূপের 'পরে উঠিয়া দাঁড়াইয়া উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিল :

জীবানন্দ

চলো—চলো—সন্তান! এই জোৎস্নারাত্রে ঐ পর্ব্বতশিখরে—নতুন বসন্তের নতুন ফুলের গন্ধ শুঁক্‌তে শুঁক্‌তে আজ আমাদের শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ ক'র্‌তে হবে।

এক সন্তানসেনা

সেনাপতি জীবানন্দ!

[সকলে—"হরে মুরারে"—উচ্চ শব্দ করিয়া বল্লমে ভর দিয়া উঁচু হইয়া দাঁড়াইল—]

জীবানন্দ

এসো—সবেগে টিলার ওপর আমরা উঠি। টিলার ও-পিঠে এড্‌ওয়ার্ড্‌স্‌ সাহেব। যে আগে ওপরে উঠ্‌বে—তা'রি জিত।···চেনো তোমরা! আমি জীবানন্দ গোস্বামী। সহস্র সহস্র শত্রুর প্রাণবধ করেছি।

চিনি আমরা। জয় জীবানন্দ গোস্বামীর জয়!

জীবানন্দ

বীর সন্তানবাহিনী: বলো—হরে মুরারে!

বহুকণ্ঠ

হরে মুরারে!

জীবানন্দ

টিলার ও-পিঠে শত্রু। আজই এ-স্তূপের চূড়ায় এই নীলাম্বরী রাত্রিকে সাক্ষী রেখে সন্তানেরা যুদ্ধ কর্‌বে। দ্রুত এসো, যে আগে শিখরে উঠ্‌বে—সে-ই জিত্‌বে। বলো—বন্দে মাতরম্‌!

[সম্মেলককণ্ঠের উচ্চনাদ—"বন্দে মাতরম্‌"···সহসা দূরাগত তূর্য্যনিনাদ—ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী—]

এক সন্তানসেনা

তূর্য্য কেন?

[সকলে ভীত-সচকিত হইল···জীবানন্দ নেপথ্যের দিকে লক্ষ্য করিল—]

জীবানন্দ

মহেন্দ্র সিংহ তূর্য্য-নিনাদ কর্‌তে কর্‌তে দ্রুতবেগে স্তূপ থেকে নেমে আস্‌ছে! চেয়ে দেখো—চেয়ে দেখো—সন্তানসেনা: দেখ্‌তে দেখ্‌তে শিখরদেশে কামানশ্রেণী নিয়ে ইংরেজের গোলন্দাজসেনা উঠে পড়েছে। বুকে বল আনো—দুর্জ্জয় সাহস আনো! মাতৃমন্ত্র মুখে নাও!

সমবেতকণ্ঠ (গাহিয়া উঠিল)

বন্দে মাতরম্‌!···

তুমি বিদ্যা তুমি ভক্তি,
তুমি মা বাহুতে শক্তি,
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে।
বন্দে…

[এই সম্মিলিত মহাগীতি-শব্দকে ডুবাইয়া দিল কামানের গর্জ্জন।—নেপথ্য থেকে চীৎকার—"হুররে—হুররে"—]

জীবানন্দ

দধীচির অস্থিকে ব্যঙ্গ ক'রে—সমুদ্রের তরঙ্গ-ভঙ্গকে তুচ্ছ ক'রে ইংরেজের বজ্র গর্জ্জন ক'রে উঠেছে। ঐ দর্পিত গর্জ্জনকে স্তব্ধ ক'রে দেবার শক্তি কি সন্তানদের নেই ?

[পুনরায় তূর্য্যনাদ। ক্ষণপরে উচ্চ-আহ্বানে মহেন্দ্রের ব্যগ্রভাবে প্রবেশ—]

মহেন্দ্র

জীবানন্দ—জীবানন্দ! তুমি এসেছ?—দূর থেকে দেখে বিস্মিত হলুম, ভাবলুম—মা বল্‌তেই সন্তানবাহিনী এগিয়ে আস্‌তে প্রস্তুত কেন?—তুমি এদের শিরে রয়েছ—এ আবার কি আনন্দ ?

জীবানন্দ

আজ বড় আনন্দ! আবার শত্রুজয় করতে হবে—আজ সন্তানদের শেষপরীক্ষা।… এসেছিলুম—তোমায় সতর্ক করতে…কিন্তু তা'র আর সময় নেই, যে মুহূর্ত্তে জান্‌তে পারলুম—আমাদের আক্রমণের আয়োজন চলেছে—পদচিহ্নে গেলে পাছে দেরী হ'য়ে যায়—তাই না ভেবে—তখুনি এখানে তোমাকে পাবো ব'লে ছুটে এসেছি। নবীনানন্দ ছুটেছে প্রভু সত্যানন্দকে সংবাদ দিতে—

মহেন্দ্র

কিন্তু যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে। গোরার পল্‌টন টিলা থেকে নাম্‌ছে। সন্তান-সেনা দলে দলে বিনষ্ট হ'চ্চে। সমস্ত কি ধ্বংস হ'য়ে যাবে ?

জীবানন্দ

কেন : লক্ষ সন্তান রয়েছে—চলো আমরা শত্রুদলের ওপর চেপে পড়ি!

মহেন্দ্র

আমরা প্রস্তুত হ'য়ে আসিনি—যুদ্ধের উপযুক্ত উপকরণ নেই—প্রয়োজনমত কোনো সাজ-সজ্জা নেই—বিশেষ কোনো ব্যবস্থা নেই। এ-কি আকস্মিক বিপর্য্যয়! এখন উপায় কি করি?

জীবানন্দ

মহেন্দ্র সিংহ—আজ শেষ। এসো—এইখানেই মরি!

মহেন্দ্র

মর্‌লে যদি রণজয় হোতো—তবে মর্‌তুম। বৃথা মৃত্যু বীরের ধর্ম্ম নয়।

জীবানন্দ

আমি বৃথাই মর্‌বো। তবু যুদ্ধে মর্‌বো।—কে হরিনাম কর্‌তে কর্‌তে মর্‌তে চাও—আমার সঙ্গে এসো!···শুধু এলেই হবে না! শ্রীহরির নামে শপথ করো—জীবন্তে ফির্‌বে না।···

[কেহ কেহ পিছাইল—অন্য সকলে নিশ্চল]

—কেউ আস্‌বে না? তবে আমি একলা চল্‌লুম।···মহেন্দ্র ভাই—নবীনানন্দকে বোলো: আমি যাচ্চি—লোকান্তরে দেখা হবে।—হরে মুরারে—হরে মুরারে—হরে মুরারে!

[বামহাতে বল্লম—দক্ষিণে বন্দুক লইয়া মুখে "হরে মুরারে" ধ্বনি তুলিতে তুলিতে জীবানন্দের সবেগে প্রস্থান—]

মহেন্দ্র

এ-কি দুঃসাহস! যুদ্ধের আর সম্ভাবনা কোথায়? এ সাহসে কি ফল? তবু ছুটেছে জীবানন্দ—উন্মত্তের মতো! ঐ দেখো: শত্রুর ব্যূহের মধ্যে প্রবেশ কর্‌লে—ঐ দুঃসাহসী! সন্তান-সেনা—তোমরা নির্জীবের মতো দাঁড়িয়ে দেখ্‌ছ কি? একবার তোমরা ফিরে জীবানন্দ গোসাইকে দেখো! দেখ্‌লে—মর্‌বে না। চেয়ে দেখো—চেয়ে দেখো—জীবানন্দের কি অমানুষী কীর্ত্তি—কি বীরত্ব! আশ্চর্য্য—আশ্চর্য্য!

[উন্মুক্ত অসি-হস্তে ধীরানন্দের ত্বরিত প্রবেশ—]

ধীরানন্দ

জীবানন্দ মর্‌তে জানে—আমরা জানি না?—চলো: জীবানন্দের সঙ্গে

বৈকুণ্ঠে যাই।—এসো—এসো—আর দাঁড়িয়ে থেকো না!

[নেপথ্যে বহুকণ্ঠের চীৎকার—"হরে মুরারে"—"হরে মুরারে"
—বারংবার তূর্য্যধ্বনি—]

মহেন্দ্র (নেপথ্যের দিকে চাহিয়া)

আমাদের তূর্য্যনাদ! সন্তানের কি তা'হ'লে জয় হয়েছে?…চমৎকার—চমৎকার—সন্তান-সৈন্য শত্রুবাহিনীর ওপর চেপে পড়েছে।

ধীরানন্দ

ঐ দেখো—সিপাহীরা যুদ্ধ না ক'রে দু'পাশ দিয়ে পালাচ্চে…গোরারাও ফিরে সঙীন্ খাড়া ক'রে ছুটেছে শিবিরের দিকে।

মহেন্দ্র

এই যুদ্ধের গতি কেমন ক'রে ফিরলো—কি ক'রে সম্ভব হোলো?

[পুনরায় নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। অদূরে—"হরে মুরারে"…
"বন্দে মাতরম্"—
ও
"মার্—মার্—শত্রু মার্"—"শত্রুসেনা পালাচ্চে—মার্—মার"
—প্রভৃতি বিভিন্ন কণ্ঠে চীৎকার—]

ধীরানন্দ।

কি আনন্দ! টিলার চূড়ার অসংখ্য সন্তান-সেনা। ওরা বীরদর্পে শত্রুসেনা আক্রমণ করছে—যেন ভুজঙ্গের সঙ্গে শ্যেনের লড়াই! কে আস্‌বে—এসো আমার সঙ্গে!

[কয়েকজন সন্তান ও ধীরানন্দের প্রস্থান]

মহেন্দ্র

ঐ যে প্রভু সত্যানন্দ নিজে!—সন্তানগণ—ঐ দেখো: শিখরে প্রভু সত্যানন্দ গোস্বামীর ধ্বজা দেখা যাচ্চে। আজ স্বয়ং মুরারি মধুকৈটভ-নিসূদন কংসকেশি-বিনাশন রণে অবতীর্ণ…লক্ষ সন্তান স্তূপের 'পরে! বলো—হরে মুরারে—হরে মুরারে!…

[সমবেত কণ্ঠে—"হরে মুরারে"-ধ্বনি]

—ওঠো—ওঠো—শত্রুর বুকে-পিঠে চেপে মারো! লক্ষ সন্তান টিলার পিঠে।

সত্যানন্দ (নেপথ্য থেকে সমুচ্চকণ্ঠে)

মা ভৈঃ—মা ভৈঃ! এই সংগ্রামে জেগে ওঠো চক্রপাণি! জেগে ওঠো প্রবলপ্রাণ! জেগে ওঠো মায়ের অপরাজেয় বীর সন্তান! জাগো চিরজীবিত! জয় হোক্—জয় হোক্! আগে চলো! আগে চলো! মা ভৈঃ!

[নেপথ্যে সমবেত চীৎকার—"মা ভৈঃ—মা ভৈঃ"—রণ-কোলাহল—]

মহেন্দ্র

ঐ শোনো—গুরুর আহ্বান!···চলো—চলো—সন্তান—চলো আমার বীরবাহিনী—আমরা ঐ টিলার ওপর উঠি—এসো! শত্রুদের যেন আর চিহ্ন না থাকে। মা-র নাম মুখে নিয়ে এগিয়ে চলো শত্রুজয়ে!

[মহেন্দ্রের পিছু পিছু সকলের প্রস্থান।—অদূরাগত ভেরীধ্বনি।—কোলাহল।—কণ্ঠে কণ্ঠে—"বন্দে মাতরম্"—রব।—কিয়ৎক্ষণের জন্ত মঞ্চ শূন্ত রহিল।—ধীরানন্দ, জ্ঞানানন্দ প্রভৃতি কয়েকজন সশস্ত্র রণক্লান্ত সন্তানের প্রবেশ—]

কয়েকজন

আমাদের জয়! আমাদের জয়!

জ্ঞানানন্দ

সন্তানের জয়!

ধীরানন্দ

একদিকে প্রভুর বাহিনী—অন্তদিকে মহেন্দ্র সিংহের সন্তানসেনা··· এই দুই সন্তান-সেনার সংঘর্ষে বিশাল শত্রুসৈন্ত একেবারে নিঃশেষ হ'য়ে গেছে।

জ্ঞানানন্দ

ঠিক যেন দু'খণ্ড পাথরের সংঘর্ষে ক্ষুদ্র মক্ষিকা পিষে গেল!

ধীরানন্দ

এখন ওয়ারেন্ হেষ্টিংসের কাছে খবর নিয়ে যায়—এমন লোক রইলো না।

সমবেত কণ্ঠ

জয় সন্তান-সেনার জয়! বন্দে মাতরম্!

[সকলে নিস্ক্রান্ত।—নেপথ্যে—"বন্দে মাতরম্" রব মুখরিত—ভেরী-নিনাদ—]

—দৃশ্যাবর্তন—

(২)

দৃশ্যরূপ :—

[রণক্ষেত্র ।—নিশীথ-রাত্রি ।…বহু আহতের মাঝে মাঝে অন্তহারী আর্তনাদ ।—নিহত সৈন্যরা পড়িয়া রহিয়াছে ।]

আহত-১

মা : জল—জল—

আহত-২

আর সয় না—

আহত গোরা

লর্ড—ও লর্ড—

আহত-৩

ও বাপ্—হো ভগোওয়ান্—

আহত-৪

ভগবান্—দয়া করো—

[আহতদের করুণ আর্তনাদ ।…মশাল-হস্তে পাগলিনীর মতো আলুথালু বেশে শান্তির প্রবেশ—]

শান্তি

কোথায়—কোথায় তুমি ?—(অন্বেষণ) ওগো এতো খুঁজছি—তবুও তোমায় পাই না কেন ?—হে মধুসূদন ! আমার স্বামীকে ফিরে দাও—ফিরে দাও !…

[অন্বেষণ—পরে হতাশ হইয়া মাটিতে লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিল]

—প্রভু আমার : ফিরে এসো—ফিরে এসো—ফিরে এসো—ফিরে এসো !

[জটাজুটধারী মহাপুরুষের প্রবেশ]

মহাপুরুষ

ওঠো মা : কেঁদো না !

শান্তি

কে—কে ! কে আপনি ?

মহাপুরুষ

কেঁদো না মা ! জীবানন্দের দেহ আমি খুঁজে দিচ্ছি, তুমি আমার সঙ্গে এসো।

[কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া- সেই মহাপুরুষ জীবানন্দের দেহ আবিষ্কার করিলেন—]

শান্তি

এই যে—এই যে আমার স্বামী ! প্রভু—আঘাতে আঘাতে সর্ব্বাঙ্গ যে ক্ষত-বিক্ষত ! এ কি রক্ত-স্নান করেছ—নাথ ! ওগো—চেয়ে দেখো—অভাগিনীর পানে একবার চোখ তুলে চাও !—স্বামী আমার !

মহাপুরুষ

কেঁদো না মা ! জীবানন্দ কি মরেছে ? স্থির হ'য়ে ওর দেহ পরীক্ষা ক'রে দেখো।—আগে নাড়ী দেখো !

[শান্তি নাড়ী টিপিল]

শান্তি

কিছুমাত্র গতি নেই।

মহাপুরুষ

বুকে হাত দিয়ে দেখো !

[শান্তি বুকে হাত দিয়া দেখিল—পরে বুকে কান পাতিয়া শুনিল—]

শান্তি

না—না—একটুও গতি নেই—সব হিম।

মহাপুরুষ

নাকের কাছে হাত দিয়ে দেখো·· কিছুমাত্র নিশ্বাস বইছে কি ?

[শান্তি অনুভব করিল—পরে মাথা নাড়িয়া উত্তর দিল : "না"—]

মহাপুরুষ

আবার দেখো—মুখের মধ্যে আঙুল দিয়ে দেখো—কিছুমাত্র উষ্ণতা আছে কি-না ?

[শান্তি অঙ্গুলি দিয়া পরীক্ষা করিল]

শান্তি

বুঝ্‌তে পারছি না।—প্রভু : আশা কি নেই ?

[মহাপুরুষ বামকরে জীবানন্দের দেহ স্পর্শ করিলেন—]

মহাপুরুষ

তুমি ভয়ে হতাশ হয়েছ—তাই বুঝ্‌তে পারছ না। দেহে কিছু তাপ এখনো আছে—বোধ হ'চ্চে। আবার দেখো দেখি !

শান্তি (নাড়ী দেখিল)

হ্যাঁ—কিছু গতি আছে।···

[হৃৎপিণ্ডের 'পরে হাত রাখিল—]

—একটু ধক্‌ধক্‌ করছে···

[নাকের আগে অঙ্গুলি রাখিল—]

—সামান্য নিঃশ্বাস বইছে···

[মুখের মধ্যে আঙুল পুরিয়া অনুভব করিল—]

—হ্যাঁ—একটু গরম আছে।···প্রাণ ছিল কি—না আবার এসেছে ?

মহাপুরুষ

তা'-ও কি হয় মা ! তুমি তোমার স্বামীকে সেবা করো। আমি চিকিৎসক, ওর চিকিৎসা করবো। তুমি ওর সমস্ত ক্ষতের রক্ত ধুয়ে দাও। আমি ওষুধ নিয়ে আস্‌ছি।

[মহাপুরুষের প্রস্থান।···শান্তি ক্ষণেকের জন্য নিক্রান্ত হইয়া জল লইয়া আসিল।···আঁচল ভিজাইয়া রক্ত মুছাইয়া দিল। —পরক্ষণে মহাপুরুষের পুনঃপ্রবেশ—]

মহাপুরুষ

বনের লতাপাতার প্রলেপ দিচ্চি ক্ষতমুখে। এখুনি তোমার স্বামী সুস্থ হবে।

[প্রলেপ লাগাইয়া দিয়া তিনি বারবার জীবানন্দের সর্ব্বাঙ্গে হাত বুলাইতে লাগিলেন।—জীবানন্দ ক্ষণপরে একটি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া নড়িয়া উঠিল।···শান্তি আশা-মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাহার প্রতি আরো মনোযোগী হইল।—মঞ্চ ক্ষণেকের জন্য প্রায়ান্ধকার হইল—সেই অবসরে মহাপুরুষের প্রস্থান।···

—পুনরায় পূর্ব্ববৎ মঞ্চ আলোকিত হইল। জীবানন্দ উঠিয়া বসিল—]

শান্তি

প্রভু! স্বামী!

জীবানন্দ

যুদ্ধে কা'র জয় হোলো?

শান্তি

তোমারই জয়। এই মহাত্মাকে প্রণাম করো!

জীবানন্দ

কে কোথায়? কা'কে প্রণাম কর্‌বো?

শান্তি

এই যে এখানে ছিলেন তিনি! এখন কেউ কোথাও নেই…তিনি চ'লে গেছেন? এই মাত্র তিনিই যে চিকিৎসা ক'রে তোমাকে বাঁচিয়ে তুল্‌লেন? আশ্চর্য্য—অদ্ভুত!

[অদূরাগত সন্তান-সেনার কোলাহল ও ভেরীরব শোনা যাইতে লাগিল—]

জীবানন্দ

শান্তি: তিনি যেই হোন্—সেই চিকিৎসকের ওষুধের আশ্চর্য্য গুণ। আমি অল্প সময়েই সুস্থ হ'য়ে উঠেছি।—আমার দেহে আর কোনো ব্যথা বা গ্লানি নেই।…এখন—কোথায় যাবে, চলো!…

[নেপথ্যে জয়ধ্বনি]

—ঐ সন্তান-সেনার জয়ের উৎসবের গোল শোনা যাচ্চে।

শান্তি

আর ওখানে না। মা-র কার্য্যোদ্ধার হয়েছে। এ-দেশ সন্তানের হয়েছে। আমরা রাজ্যের ভাগ চাই না…এখন আর কি কর্‌তে যাবো?

জীবানন্দ

যা' কেড়ে নিয়েছি—তা' বাহুবলে রাখ্‌তে হবে।

শান্তি

রাখ্‌বার জন্তে মহেন্দ্র আছেন—সত্যানন্দ স্বয়ং আছেন। তুমি প্রায়শ্চিত্ত

ক'রে সন্তান-ধর্ম্মের জন্তে দেহত্যাগ করেছিলে। এই ফিরিয়ে-পাওয়া দেহে সন্তানের আর অধিকার নেই। আমরা সন্তানের পক্ষে মরেছি। এখন আমাদের দেখ্‌লে সন্তানেরা বল্‌বে: 'জীবানন্দ যুদ্ধের সময়ে প্রায়শ্চিত্ত-ভয়ে লুকিয়েছিল, জয় হয়েছে—দেখে, রাজ্যের ভাগ নিতে এসেছে'।

জীবানন্দ

সে কি—শান্তি? লোকের অপবাদ-ভয়ে আপনার কাজ ছাড়্‌বো? আমার কাজ—মাতৃসেবা। যে যা' বলুক্ না কেন—আমি মাতৃসেবাই কর্‌বো।

শান্তি

তা'তে তোমার আর অধিকার নেই,—কারণ—তোমার দেহ মাতৃসেবার জন্তে পরিত্যাগ করেছ। যদি আবার মা-র সেবা কর্‌তে পেলে—তবে তোমার প্রায়শ্চিত্ত কি হোলো? মাতৃসেবায় বঞ্চিত হওয়াই এ প্রায়শ্চিত্তের প্রধান অংশ। নইলে—শুধু তুচ্ছ প্রাণ পরিত্যাগ কি বড় একটা ভারি কাজ?

জীবানন্দ

শান্তি—তুমিই সার বুঝ্‌তে পারো। আমি এ প্রায়শ্চিত্ত অসম্পূর্ণ রাখ্‌বো না। আমার সুখ—সন্তান-ধর্ম্মে···সে-সুখে আমাকে বঞ্চিত কর্‌বো। কিন্তু যাবো কোথায়? মাতৃসেবা ত্যাগ ক'রে—গৃহে গিয়ে তো সুখ-ভোগ করা হবে না।

শান্তি

তা' কি আমি বল্‌ছি? আমরা আর গৃহী নই···এমনি দু'জনে সন্ন্যাসীই থাক্‌বো—চিরব্রহ্মচর্য্য পালন কর্‌বো। চলো—এখন আমরা দেশে দেশে গিয়ে তীর্থ-দর্শন ক'রে বেড়াই।

জীবানন্দ

তারপর?

শান্তি

তারপর—হিমালয়ের ওপর কুটীর নির্ম্মাণ ক'রে আমরা দু'জনে দেবতার আরাধনা কর্‌বো···যাতে মা-র মঙ্গল হয়—সেই বর মাগ্‌বো। সেই হবে আমাদের শ্রেষ্ঠ কামনা—আমাদের তপস্যা।

জীবানন্দ

তাই চলো—শান্তি !…মাতৃভূমি ! যাবার আগে তোমার চরম মুক্তি কামনা করি। জাগ্রত হোক্—জাগ্রত হোক্—স্বর্ণময়ী ভারত-প্রতিমা ! তোমার অখণ্ড রূপ দেখে জগৎ ধন্য হোক্ ! বন্দে মাতরম্ !

শান্তি

বন্দে মাতরম্ !

শান্তি ও জীবানন্দ

বন্দে মাতরম্ !
সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং
শস্যশ্যামলাং মাতরম্ ।
বন্দে মাতরম্ ॥

[উচ্চারণ করিতে করিতে দুইজনে হাত ধরাধরি করিয়া প্রস্থান করিল ।… ক্ষণপরে—সত্যানন্দের প্রবেশ । নেপথ্যের দিকে লক্ষ্য করিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন ঃ

সত্যানন্দ

ওরা চ'লে যায়—চ'লে যায় ! দেশের সন্তান চ'লে যায—দেশেব বীরাঙ্গনা চ'লে যায় !—মা ! আবার আসবে কি—মা ! জীবানন্দের মতো পুত্র—শান্তির মতো কন্যা, আবার গর্ভে ধরবে কি ?…

[সঙ্গীতে গভীর মন্দ্র—মঞ্চালোক স্তিমিত হইতে লাগিল—]

—দৃশ্যাবর্তন
বা
তিরস্করণী—

প্রশান্তি

দৃশ্যরূপ :—

[আনন্দমঠ। বিষ্ণুমণ্ডপ।—দেশমাতৃকার মূর্ত্তি পটভূমিকায়। —মঞ্চোপরি ক্ষীণালোক প্রতিভাত।—সত্যানন্দ প্রবেশ করিয়া প্রতিমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন—ক্ষণপরে উচ্চারণ করিলেন সুগম্ভীর কণ্ঠে :

সত্যানন্দ

হে বিশ্বপালক—দৈত্য-নিসূদন! আমার স্বদেশ বাঁচুক্—আমার অখণ্ড ভারত বাঁচুক্—এই বর দাও! মান নয়—ধন নয়—সুখ নয়,—কোনো ক্ষুদ্র দান—ক্ষুদ্র কৃপা আতুরের মতো ভিক্ষা চাইনি।···হে জগৎনিয়ন্তা—সর্ব্ববাধাহীন পরিপূর্ণতার জন্য আমি একলা জেগে আছি। তোমার শ্রেষ্ঠ দান—নিজের পূর্ণ অধিকার দেশের হ'য়ে জাতির হ'য়ে সত্যের গৌরব-দীপ জ্বালিয়ে অকুণ্ঠিত আশায়, অখণ্ড বিশ্বাসে চেয়েছি। আমার প্রার্থনা কি শুন্‌তে পেয়েছ—দেবতা? তাই কি জয়-শঙ্খ বেজে উঠেছে? আজ সত্যের জয় হোক্—স্বদেশের জয় হোক্! আজকে ক্ষয় করো দেশ থেকে—সত্যের অবমাননাকারী কাপুরুষদের—অমানুষদের—ভেদকারীদের।—হে শত্রুদর্পহারী—হে দেব চক্রপাণি—আমার দেশকে উন্নত করো—আবার গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠা করো! জয় হোক্—তোমার জয়—হে পূর্ণ জ্যোতির্ম্ময়, হে রাজাধিরাজ!

[মহাপুরুষ ইতোমধ্যে নিঃশব্দে প্রবেশ করিয়াছেন।—তিনি সত্যানন্দকে আহ্বান করিলেন :

মহাপুরুষ

সত্যানন্দ!

সত্যানন্দ

কে—প্রভু!?

মহাপুরুষ

আজ মাঘী-পূর্ণিমা

সত্যানন্দ

চলুন—আমি প্রস্তুত। কিন্তু হে মহাত্মন্—আমার এক সন্দেহ দূর করুন! আমি যে মুহূর্ত্তে যুদ্ধজয় ক'রে সনাতনধর্ম্ম নিষ্কণ্টক করলুম—সেই সময়েই আমার 'পরে এ প্রত্যাখ্যানের আদেশ কেন হোলো?

মহাপুরুষ

তোমার কার্য্য সিদ্ধ হয়েছে, অরাজক একদর্শী দুষ্টের রাজ্য ধ্বংস হয়েছে। আর তোমার এখন কোনো কার্য্য নেই! অনর্থক প্রাণিহত্যার প্রয়োজন নেই।

সত্যানন্দ

দুষ্টের রাজ্য ধ্বংস হয়েছে—কিন্তু স্থায়-রাজ্য স্থাপিত হয়নি···এখনো কল্‌কাতায় ইংরেজ প্রবল।

মহাপুরুষ

তোমার আকাঙ্ক্ষিত রাজ্য এখন স্থাপিত হবে না। তুমি থাকলে—এখন অনর্থক নরহত্যা হবে।—অতএব চলো!

সত্যানন্দ

হে প্রভু: যদি আমাদের ধর্ম্মরাজ্যের প্রতিষ্ঠা না হয়—তবে কে রাজা হবে? আবার কি কোনো অত্যাচারী জন-বৈরী রাজা হবে?

মহাপুরুষ

না—এখন ইংরেজ রাজা হবে।

[সত্যানন্দ উপরিস্থিতা মাতৃরূপা জন্মভূমি-প্রতিমার দিকে চাহিয়া যোড়হাতে বাষ্প-নিরুদ্ধ স্বরে কহিলেন:

সত্যানন্দ

জননী জন্মভূমি—আমাকে ক্ষমা করো! হায় মা—তোমার উদ্ধার করতে পারলুম না···সন্তানের অপরাধ নিয়ো না। হায় মা! কেন আজ রণক্ষেত্রে আমার মৃত্যু হোলো না!

মহাপুরুষ

সত্যানন্দ—কাতর হোয়ো না। বাঙ্‌লার পূর্ব্বাশায় জাতীয়তার নবজীবন-প্রভাতে আবার গৌরবের অরুণোদয় হবে। কিন্তু সে শুভ মুহূর্ত্তের এখনো

সত্যানন্দ

তা'হ'লে কি মা-র আমার অপমান-শয্যা এখন পাতা থাক্‌বে? দেশের ভাগ্য কি হবে—কে জানে?…ইংরেজ বণিকের মানদণ্ড ফেলে রাজদণ্ড হাতে নিলে—এ দেশের কল্যাণ হবে—এ কেমন ক'রে বিশ্বাস করি, প্রভু?

মহাপুরুষ

সন্দেহের কোনো প্রশ্ন নেই।…অন্তরের তত্ত্ব—আজ যা' হারিয়ে যেতে বসেছে, নিয়তির নিষ্ঠুর আঘাতে আঘাতে পুঞ্জ পুঞ্জ বেদনার মধ্য দিয়ে আবার তা' ফিরিয়ে পাওয়া যাবে। তখন প্রকৃত ধর্ম্ম আপনা-আপনি আবার জেগে উঠ্‌বে। দেশাত্মবোধ ক্রমশঃ জাগ্‌বে। যতদিন না তা' হয়—যতদিন না আমরা আবার জ্ঞানবান্‌, গুণবান্‌ আর বলবান্‌ হই—ততদিন আমরা আত্মপ্রতিষ্ঠ হ'তে পার্‌বো না। এখন এসো—জ্ঞান-লাভ ক'রে তুমি নিজে সমস্ত কথাই বুঝ্‌তে পার্‌বে।

সত্যানন্দ

প্রভু: আমি জ্ঞান-লাভের আকাঙ্ক্ষা রাখি না…জ্ঞানে আমার কাজ নেই, আমি যে-ব্রতে ব্রতী হয়েছি—তাই পালন করবো। আশীর্ব্বাদ করুন—আমার মাতৃভক্তি অচলা হোক্‌!

মহাপুরুষ

ব্রত সফল হয়েছে—মা-র মঙ্গল-সাধন করেছ। যুদ্ধ-বিগ্রহ পরিত্যাগ করো। শিল্পকলায়, সাহিত্যে—দেশবাসী উন্নত হোক…লোক কৃষি-কর্ম্মে নিযুক্ত হোক্‌—পৃথিবী শস্যশালিনী হোক্‌—লোকের শ্রীবৃদ্ধি হোক্‌।

[সত্যানন্দের চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল। সতেজকণ্ঠে তিনি বলিলেন:

সত্যানন্দ

শত্রু-শোণিতে সিক্ত ক'রে মাতাকে শস্যশালিনী কর্‌বো।

মহাপুরুষ

সে চেষ্টা এখন নিষ্ফল হবে—শোণিতে বসুমাতা বাঁচ্‌বে না।…এমন শক্তি কারোর নেই।

সত্যানন্দ

না থাকে—এইখানে মাতৃপ্রতিমার সাম্‌নে দেহত্যাগ কর্‌বো।

মহাপুরুষ

অজানে ? চলো—জ্ঞান-লাভ করবে চলো।—হিমালয়-শিখরে মাতৃমন্দির আছে—সেখানে মাতৃমূর্ত্তি দেখাবো।...

[মহাপুরুষ সত্যানন্দের হাত ধরিলেন]

—এই গম্ভীর বিষ্ণু-মন্দিরে বিরাট্ চতুর্ভুজ মূর্ত্তির সাম্‌নে জ্ঞান এসে ভক্তিকে ধরেছে, ধর্ম্ম এসে কর্ম্মকে আলিঙ্গন করেছে, বিসর্জ্জন এসে প্রতিষ্ঠাকে গ্রাস করছে। তুমি শান্তি—আমি কল্যাণী। তুমি প্রতিষ্ঠা—আমি বিসর্জ্জন।

সত্যানন্দ

আজ বিসর্জ্জন এসে প্রতিষ্ঠাকে নিয়ে যেতে চায়! তাই হোক। ... তবু—প্রার্থনা করি: আমার স্বদেশ বাঁচুক্—আমার দেশমাতা পূর্ণ মুক্তি পেয়ে অখণ্ডরূপে বিশ্ব-রাজ্যে গৌরবের আসনে চির-অধিষ্ঠিতা হোন্।...শুভ্রশির অভ্রভেদী উদয়-শিখরে—হে দুঃখী জাগ্রত দেশ—জড়ত্ব-হীনতা নাশ ক'রে যেন তোমার জয়ধ্বজা অরুণবর্ণে রঞ্জিত হ'য়ে উড়্‌ন্ত থাকে মেঘ-মুক্ত আকাশে।... হে রাজাধিরাজ! এই দুর্ভাগা দেশে পাঠিয়ে দাও—দেবতার দীপ-হাতে তোমার রুদ্র-দূতকে... মায়ের সেই অনাগত সন্তানকে—সেই স্বদেশ-আত্মার বীরমূর্ত্তিকে আমি সাদরে আহ্বান দিয়ে যাই।...হে ভবিষ্যৎ যুগ-সন্তান: সমস্ত অন্ধকার—এই নিদারুণ জীবন্মৃত্যুর ভয়জাল ভেদ ক'রে—পরাধীনতার নাগপাশ ছিন্ন ক'রে—নবজাগরণের প্রথম প্রত্যূষে উচ্চশির ঊর্দ্ধে তুলে' তুমি জেগে থেকো—তোমার কণ্ঠে যেন ধ্বনিত হয় পরম ঘোষণা—

বন্দে মাতরম্...

[মঞ্চ আলোকোজ্জ্বল হইল।—সত্যানন্দ যুক্তকরে মাতার উদ্দেশে প্রণতি নিবেদন করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে গীতারম্ভ হইল।... সম্মেলককণ্ঠে "বন্দে মাতরম্"—সঙ্গীত ঝঙ্কৃত।...গীতকালে দেশমাতৃকার মূর্ত্তি আলোক-দীপ্ত হইল। বিষ্ণুমণ্ডপের দীপ সহসা উজ্জ্বলতর হইয়া জ্বলিয়া উঠিল।]

য

ব

নি

কা

এই গ্রন্থে রচিত ঐতিহাসিক পটভূমিকায়…

অনাগত যুগের কর্ম্ম-প্রেরণা—

তারই আহ্বান—ঋষি-বাণী

…"এস—ভাই সকল! আমরা এই অন্ধকার কালস্রোতে ঝাঁপ দিই। এসো, আমরা দ্বাদশকোটিভুজে ঐ প্রতিমা তুলে, ছয় কোটি মাথায় বহে আনি। এসো—অন্ধকারে ভয় কি?…সেই স্বর্ণপ্রতিমা মাথায় ক'রে আনি। ভয় কি? না হয় ডুব্‌বো—মাতৃহীনের জীবনে কাজ কি"?…

—এই আদর্শ তথ্যেরই প্রকাশ এই নাটকে, এ-র মূলমন্ত্র "বন্দে মাতরম্‌"!

Naba Kumar Sarai.